সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 45
15 - 21 December 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ৪৫
০১ পৌষ ১৪২৪
২৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী

TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক

ENGLISH SECTION FROM PAGE 41

মহান বিজয় দিবস

কাল শনিবার, ১৬ই ডিসেম্বর। বাঙালি জাতির মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র রচিত হয়েছিলো। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অগণিত মানুষের প্রাণহানী ও মা-বোনের সম্ভ্রমহানীর বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর জন্ম হয় স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ-এর।

এবারের মহান বিজয় দিবসের প্রাক্কালে স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ হওয়া বীরবাঙালিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা যেনো স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারীদের জান্নাতের সর্বোত্তম স্থানে সমাসীন করেন- সে প্রার্থনা জানাই। সাথে সাথে সাপ্তাহিক দেশ এর অগণিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি বিজয়ের শুভেচ্ছা। বিজয় দিবস অমর হোক। -- *সম্পাদক*

পূর্ব লন্ডনে ছুরিকাঘাতে গৃহবধুর মৃত্যু

দেশ রিপোর্ট: পূর্ব লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত সেন্ট পলসওয়ে এলাকায় এক সন্তানের জননী বাঙালি গৃহবধু ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর নাম দিলরুবা (৩০)। এ ঘটনায় গৃহবধুর স্বামী মিসবাহুজ্জামানকে পুলিশ আটক করলেও কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জামিনে ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিস প্রেস ব্যুরোর মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন্স অফিসার পিটি ডেভি সাপ্তাহিক দেশকে জানান, ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে পূর্ব লন্ডনের সেন্ট পলসওয়ে এলাকার বার্জেস স্ট্রিটের একটি ফ্লাটে একজন মহিলা ছুরিকাহত হয়েছেন মর্মে লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছুরিকাঘাতে মৃত এক মহিলার লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৪০ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

তবে একটি বিশ্বস্ত সুত্র সাপ্তাহিক দেশকে জানায়, দিলরুবা ও মিসবাহুজ্জামানের দেশের বাড়ি সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়নের মনিরগাতি গ্রামে। দিলরুবার প্রথম বিবাহ হয় তার বৃটিশ-বাঙালি খালাতো ভাইয়ের সাথে।

বৈবাহিক সুত্রেই তিনি লন্ডন আসেন। কিন্তু প্রথম স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় একসময় ডিভোর্স হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁকে একই গ্রামে ফুফাতো ভাই মিসবাহুজ্জামানের সাথে

স্বামী গ্রেফতার, অতঃপর জামিনে মুক্ত

বিবাহ দেওয়া হয়। বৈবাহিক সুত্রে মিসবাহুজ্জামান বৃটেন আসেন। তাঁদের ঘরে এক সন্তানও জন্ম নেয়। কিন্তু প্রথম বিয়ে বিচ্ছেদের পর থেকেই দিররুবা মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত ছিলেন। এ নিয়ে দ্বিতীয় স্বামীর সংসারেও খুব ভালো যাচ্ছিলো না।

একই সুত্র সাপ্তাহিক দেশকে আরো জানায়, মিসবাহুজ্জামান তাঁকে জানিয়েছেন- ঘটনার দিন সকালে তিনি সন্তানকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পৃষ্ঠা ৩৮

টাওয়ার হ্যামলেটসে ২ মিলিয়ন পাউন্ডের ঘুষ কেলেঙ্কারি

নাটের গুরু কারা

ডেইলী মেইলে প্রকাশিত ছবি। কমার্শিয়াল রোডের আমানাহ সেন্টারে ২০১৫ সালে এক অনুষ্ঠানে লেবার পার্টির সাবেক ডেপুটি লিডার হ্যারিয়েট হারমেন ও রুশনারা আলী এমপি'র সাথে কথা বলছেন ব্যবসায়ী আবদুস শুকুর খালিসাদার

- সেক্রেটারি অব স্টেটের হস্তক্ষেপ চাইলো পিপলস অ্যালায়েন্স
- জন বিগসের পদত্যাগ দাবী করলো ইন্ডিপেন্ডেন্টস গ্রুপ
- ১৮ মাসেও পুলিশি তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ায় হতাশ জন বিগস

দেশ ডেস্ক: ঘুষ কেলেঙ্কারির অভিযোগে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন টাওয়ার হ্যামলেটস। বৃটেনের শীর্ষ স্থানীয় সংবাদপত্র সানডে টাইমসে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর সর্বত্র তোলপাড় শুরু হয়েছে। একজন লেবার সমর্থক বৃটিশ-বাংলাদেশী ব্যবসায়ী একটি ডেভেলাপার কোম্পানীকে বহুতল ভবনের প্লানিং পারমিশন পাইয়ে দিতে দুই মিলিয়ন পাউন্ড ঘুষ দাবী করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দুই মিলিয়ন পাউন্ড ৪ লেবার কাউন্সিলারকে ৫ হাজার করে দিতে হবে, যারা টাওয়ার হ্যামলেটস প্লানিং কমিটির সদস্য। ঘুষ কেলেঙ্কারির মধ্যস্থতাকারী ওই ব্যবসায়ীর টেলিফোন কথোপকথনের রেকর্ড ফাঁস হওয়ার পর কমিউনিটির মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কমিউনিটির মানুষ জানতে চায়, নাটের গুরু ওই চার কাউন্সিলার কারা, যারা ২ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে বহুলতল ভবনের প্লানিং পারমিশন দিতে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছিলেন। সানডে টাইমসে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘুষ কেলেঙ্কারির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন নির্বাহী মেয়র জন বিগসের ডেপুটি হিসেবে কাজ করা কাউন্সিলার

পৃষ্ঠা ২৫

বর্ণাঢ্য আয়োজনে জেএমজি'র ১৬তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

কার্গো ব্যবসায় সফলতার একটি উদাহরণ মনির আহমেদ

লন্ডন, ২১ ডিসেম্বর: ব্রিটেন তথা ইউরোপের খ্যাতনামা কার্গো সেবা প্রতিষ্ঠান জেএমজি এয়ার কার্গো'র ১৬ বছর পূর্তি ও অ্যাওয়ার্ডস বিতরণ অনুষ্ঠান গত ৬ ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব লন্ডনের অ্যাট্রিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেএমজি এয়ার কার্গোর সত্ত্বাধিকারী ও ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স'র ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মনির আহমদের সভাপতিত্বে এবং উর্মি মাজহার ও ফারহান মাসুদ খানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ১৬বছর পূর্তি ও অ্যাওয়ার্ডস বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স'র পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং মার্কেটিং এন্ড সেলস সাব কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রত্যাশা মানুষকে তার লক্ষ্য পানে নিয়ে যায়। ব্যবসায় সফলতা পেতে হলে সততা এবং বিশ্বস্ততা থাকতে হয়। মনির আহমদ জন্মভূমি ছেড়ে এসে ব্রিটেনের মাটিতে যে কঠিন কাজটি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে কার্গো

পৃষ্ঠা ৩৯

simplecall®

simplecall is...
honest

- Genuine minutes
- No hidden charges
- No connection fees

simplecall.com

020 343 50181

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

নিউইয়র্কে আকায়েদ উল্লাহ'র বোমা বিস্ফোরণ

বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা

দেশ ডেস্ক : সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে আমেরিকায়। কিন্তু দুশ্চিন্তা সারা দুনিয়ায়। বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের ওই হামলায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুবক আকায়েদ উল্লাহ'র সম্পৃক্ততায় উদ্বিগ্ন বিশ্বের দেশে দেশে থাকা বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন। তারা বলছেন, এ ঘটনায় কেবল নিউ ইয়র্ক বা আমেরিকায় থাকা বাংলাদেশিরাই ক্ষতির মুখে পড়বেন, তা নয়। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এশিয়া, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। নিউ ইয়র্কে বাবা-মায়ের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি আবদুল মুমিন চৌধুরীর প্রতিক্রিয়াটি ছিল এ রকম- কি বলবো, আমাদের কমিউনিটির লোকজনের মুখে একটাই কথা 'কুলাঙ্গার' আকায়েদের কারণে আজ বাংলাদেশিদের মুখ পুড়েছে।

সে যেখানে হামলা করেছে সেটি হার্ট অব নিউ ইয়র্ক। সেখানে ২৪ ঘণ্টা ইমার্জেন্সি পুলিশ থাকে। গোটা এলাকা সিসি টিভির আওতায়। সে ইমিগ্রেন্ট (অভিবাসী), এখনো নাগরিকত্ব পায়নি। তার মতো

অনেক ইমিগ্রেন্ট রয়েছেন গোটা আমেরিকায়। আরো অনেকের ইমিগ্রেন্ট হিসেবে আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অনেকে নাগরিকত্ব পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। এ ঘটনায় বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট এবং নাগরিকত্ব পাওয়া বাঙালি পরিবারগুলো চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছে জানিয়ে মিস্টার চৌধুরী বলেন, এখন সবকিছু কড়াকড়ি হবে। বাংলাদেশি বলে স্পট লাইটে রাখার আশঙ্কা সবাইকে তাড়া করছে। জ্যামাইকা দারুস সালাম মসজিদের সানি ইমাম (এসিস্ট্যান্ট ইমাম) মৌলভীবাজারের আদি বাসিন্দা মাওলানা নজরুল ইসলামের প্রতিক্রিয়াও প্রায় অভিন্ন। লন্ডনে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে এখন আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মিস্টার নজরুল মানবজমিনের সঙ্গে আলাপে বলেন, আকায়েদ বাংলাদেশি নামের কলঙ্ক। সে কেবল তার পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের ক্ষতির কারণ হয়নি, গোটা বাঙালিদের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। কমিউনিটির লোকজনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সবাই তাকে গালি দিচ্ছে, তার পরিবারকে গালি দিচ্ছে। যারা সারাদিন কাজকর্মে মজে থাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনই কাজ ছাড়া কিছু বুঝে না। পরিবারের সন্তান কখন কার সঙ্গে মিশছে তার কোনো খোঁজ রাখে না। এ ঘটনা এমন

পৃষ্ঠা ৩৮

বাংলাদেশে জরুরি সেবা '৯৯৯' চালু

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : জরুরি প্রয়োজনে শুধুমাত্র একটি ফোনকল নম্বর '৯৯৯'। ডায়াল করলেই প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যাবে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস কর্মী কিংবা অ্যাম্বুলেন্স। ভিকটিমকে উদ্ধার ও সহায়তা বা অপরাধীকে আটক করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবে। বিনামূল্যে কল করে ফায়ার সার্ভিস বা অ্যাম্বুলেন্স কিংবা জরুরি প্রয়োজনে পুলিশি সহায়তা দিতে 'জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় গত মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আব্দুল গণি রোডের পাশে ডিএমপির সেন্ট্রাল কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে জরুরি এ সেবার উদ্বোধনকালে বলেন, 'উন্নত দেশগুলোর মতো জাতীয় জরুরি সেবা আমাদের দেশেও পাওয়া যাবে। ৯৯৯ নম্বরে কল করে যেকোনো মুহূর্তে সেবা মিলবে।'

৯৯৯ অপারেট করবে পুলিশ। কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলে, প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিলে, কোনো হতাহতের ঘটনা চোখে পড়লে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ও অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন পড়লে ৯৯৯ ডায়াল করলেই সেবা পাওয়া যাবে। সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, আওয়ামী লীগ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় দেশের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। আওয়ামী লীগের সেবা শুধু আজকের নয়, ভবিষ্যতের। আমরা চাই সরকারের সব সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে। সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'এই সেবার মাধ্যমে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন সংস্থাকে যেকোনো তথ্য সহজেই জানানো যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারও পাওয়া যাবে। আমেরিকায় কোথাও আগুন লাগলে জরুরি নম্বরে ফোন করা হলে সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভায়। বাংলাদেশেও এরকম একটি সেবা আজ উদ্বোধন করা হলো।'

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ৯৯৯ নম্বরটিতে ফোন করতে গ্রাহকের কোনো টাকা খরচ হবে না, এটি সম্পূর্ণ ফ্রি। এই কল সেন্টারের দায়িত্বে থাকা পুলিশের সদস্যরা ২৪ ঘণ্টা সেবা দেবেন। ২০১৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সেখানে পরীক্ষামূলকভাবে সেবা দেওয়া হয়।

পৃষ্ঠা ৩৮

কর ফাঁকির দায়ে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট মালিকের কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক: কর ফাঁকির দায়ে যুক্তরাজ্যে মনির মিয়া নামের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক রেস্টুরেন্ট মালিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের স্টাফোর্ডশায়ারের নিজের ব্যবসা থেকে উপার্জিত আয় সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার বিষয়টি স্বীকারের পর তাকে এ দণ্ড দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তার কর ফাঁকি দেওয়া অর্থ উদ্ধারেও কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কারাদণ্ড আন্ডারকভার ট্যাক্স কর্মকর্তারা দ্য ক্রাউন অব ইন্ডিয়া নামের ওই রেস্টুরেন্টটিতে যাওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

কর্মকর্তারা রেস্টুরেন্টটিতে যাওয়ার পর তাদের সন্দেহ হয় ৫৮ বছরের মনির মিয়া সেখান থেকে উপার্জিত আয়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সঠিক তথ্য দেননি। তিনি যে তথ্য দিয়েছিলেন সেটা বরং প্রতিষ্ঠানটির মোট আয়ের একাংশ মাত্র। এরপর ছদ্মবেশী কর্মকর্তারা নিজেদের জন্য

পৃষ্ঠা ৩৮

চলচ্চিত্রের দুয়ার খুলে দিচ্ছে সৌদি

দেশ ডেস্ক, ২১ ডিসেম্বর : মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের যুবরাজ হওয়ার পর থেকে একের পর এক পরিবর্তন হচ্ছে দেশটিতে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগামী বছরের শুরু থেকে সৌদি আরবে খুলছে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের দুয়ার। ৩৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম হলে বসে চলচ্চিত্র উপভোগ করতে পারবে সৌদি নাগরিকেরা।

সৌদি আরবের সংস্কৃতি ও তথ্যমন্ত্রী আওয়াদ আলওয়াদের সভাপতিত্বে গত সোমবার শিল্পটির নিয়ন্ত্রক সংস্থা জেনারেল কমিশন ফর অডিও ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, সিনেমা হলের

পৃষ্ঠা ৩৮

তুষারপাতে যুক্তরাজ্যবাসী কাবু

হিথ্রোতে ফ্লাইট বাতিল

দেশ ডেস্ক: ঠাণ্ডা ও ভয়াবহ তুষারপাতে বৃটেন কার্যত অচল। গত সোমবার দিবাগত রাতে ৭ বছরের মধ্যে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় হিথ্রো বিমানবন্দরে কয়েক ডজন ফ্লাইট বাতিল করা করার ফলে আটকা পড়েছেন বৃটিশ এয়ারওয়েজের অর্ধ লক্ষ যাত্রী। এছাড়া বার্মিংহাম, স্ট্যানস্টেড, লুটন বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিলম্বিত করানো হয়েছে না হয় তা বাতিল করা হয়েছে। হিথরো বিমানবন্দরে

পৃষ্ঠা ৩৮

LMC Business Wing, Suite 2
Floor 2, 38-44 Whitechapel Road, E1 1JX

T: 020 7096 1188
M: 07539 316 742

E: info@eastendtraining.co.uk
W: www.eastendtraining.co.uk

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call 02070961188

EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning

Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

পাচার অর্থ ফেরতে নানা জটিলতা

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : বিদেশে পাচার হওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা ফেরাতে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হলেও এ নিয়ে জটিলতা কাটছে না। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্মকর্তারা সমপ্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তারা বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোর সহায়তা চেয়েছেন। জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়, দুদকের তদন্ত টিম বিদেশে যাওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিশন কর্মকর্তাদের যোগাযোগ, তদন্ত কাজ ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জরুরি নির্দেশনা দিয়ে বিদেশস্থ দূতাবাসগুলোতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, অর্থ পাচারকারীরা যে দেশে নিয়মিত অর্থ পাচার করেন তারা সেই দেশে প্রটেকশন বা সুরক্ষা পেতে নাগরিকত্ব নেয়ার চেষ্টায় থাকেন, অনেকে পেয়েও যান। নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিদের তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে হোস্ট কান্ট্রি সহায়তা না-ও দিতে পারে। ফলে ভিন দেশে নাগরিকত্ব পাওয়া পাচারকারীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা কিংবা পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা প্রায় অসম্ভব। বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে দুদককে পরামর্শও দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, দুদকের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকটি দেশে অর্থ পাচারের অভিযোগের তথ্য পাওয়ার কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, সামপ্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই সব দেশে অর্থপাচারকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য দুদকের তদন্ত টিম যাবে। তাদের সফরের আগেই বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাদের ওই সব দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধন জরুরি। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগাম ব্যবস্থা নিলে দুদক টিমের বিদেশে গিয়ে তথ্য পাওয়ার কাজটি সহজ হবে। সূত্র জানায়, দুর্নীতি দমন কমিশন সচিবসহ দুদকের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন, সংস্থাপন ও জাতিসংঘ ডেস্কের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা অংশ নেন। কমিশন সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বিদেশ থেকে তথ্য ও রেকর্ডপত্র সংগ্রহে দুদককে মিশনগুলোর সহায়তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, মিশন তো সহায়তা করবেই, জাতিসংঘের কনভেনশন অ্যাগেনইস্ট করাপশন-এর আওতায়ও পাচার হওয়া অর্থ ফেরানোর কাজে সহায়তা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ নিয়েও দুদকসহ সরকারকে সহায়তায় প্রস্তুত রয়েছে। সেই বৈঠকের পরপরই দুদক টিমসহ সরকারের যেকোনো সংস্থাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে বিদেশস্থ সব দূতাবাসে চিঠি পাঠায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেই চিঠিতে বলা হয়, কয়েকটি দেশে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার হওয়ার অভিযোগের কথা জানিয়েছে দুদক। এ তালিকা আরো বাড়তে পারে। ফলে ওই সব দেশসহ অন্যান্য দেশের বিষয়েও খোঁজখবর রাখা জরুরি। উল্লেখ্য, গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৬ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই)। সংস্থাটি তার এক রিপোর্টে এ নিয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এতে বলা হয়- ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন কায়দায় বিপুল পরিমাণ ওই অর্থ পাচার করা হয়েছে। জিএফআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১২ সালে অর্থ পাচারের পরিমাণ ৭২২ কোটি ৫০ লাখ ডলার, ২০১৩ সালে ৯৬৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার ও ২০১৪ সালে ৭০০ কোটি ৬৯ লাখ ডলার। এ ছাড়া ২০০৫ সালে ৪২৬ কোটি ২০ লাখ ডলার, ২০০৬ সালে ৩৩৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার, ২০০৭ সালে ৪০৯ কোটি ৮০ লাখ ডলার, ২০০৮ সালে ৬৪৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার, ২০০৯ সালে ৬১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার, ২০১০ সালে ৫৪০ কোটি ৯০ লাখ ডলার এবং ২০১১ সালে পাচার হয় ৫৯২ কোটি ১০ লাখ ডলার। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয়েছে তা দেশের এক বছরের বাজেটের সমান। এদিকে সুইস ব্যাংকগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ হতে অর্থ জমার পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০১২ সালে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশের জমা অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ কোটি ৮০ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৯৬১ কোটি টাকা। ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল এই সময়ের মধ্যে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশের জমা রাখা অর্থের পরিমাণও ৩ গুণ বেড়ে গেছে। প্রতিবেদন মতে, ২০০৯ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯০ লাখ সুইস ফ্রাঁ বা ১ হাজার ২৮১ কোটি টাকা, আর এখন তা ৩৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। বিদেশে অর্থ পাচার নিয়ে বাংলাদেশে বরাবরই উদ্বেগ রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খানের মতে, নানা কারণে অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে। সুশাসনের অভাবেই অর্থপাচার বাড়ছে। অর্থপাচার রোধে আইনি কাঠামোকে আরো মজবুত করার পরামর্শ দেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন আহমেদ অবশ্য মনে করেন, দেশে মূলত বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের অপ্রতুলতা রয়েছে। শতভাগ বিনিয়োগ পরিবেশ থাকলে অর্থ পাচার হতো না।

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

খোঁয়াজ জুয়েলার্স

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।

আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।

310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

ডা: আহমদ হোসেনের তত্ত্বাবধানে এখন থেকে নতুন ব্যবস্থাপনায়

আহমদ হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom- Herbal (England)
ব্রিটেনে হোমিও এবং হারবালের উপর শিক্ষাপ্রাপ্ত
Chairman
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

295 Whitechapel ROAD
(1ST FLOOR) London E1 1BY
রহিমা শাড়ি শপের উপরে

Mob : 07931750250
07948261955
Email : drahmedlondon@gmail.com

খোলা : সপ্তাহের প্রতিদিন, সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

Capstone's Offer
50% DISCOUNT
* T&C apply
for CAB DRIVERS
* T&C apply
30% Discount for
Restaurant, Takeaway & Other Businesses
with an experienced, reliable & friendly service.

Our Services
- Statutory Accounts & Audit
- Sole Trader & Partnership Accounts
- Property Rental Accounts
- Business Plan & Projections
- Company Formation
- Self Assessment Tax Returns
- Capital Gain Tax
- Corporation Tax Returns
- VAT Returns & Payroll (RTI)

A K M Jalal Uddin ACCA
Chartered Certified Accountant

Call us today on
020 3490 6705, 07944 286 718

CAPSTONE
ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

50e Greatorex Street, London E1 5NP
e: info@capstoneaccountants.co.uk | www.capstoneaccountants.co.uk
* Offers end 3 months after this advert published. For full terms and conditions please call us.

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE for nurses/ health & social care workers

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিচ্ছে মানবপাচারকারীরা

১১ দিনে চেকপোস্টে সেনা সদস্যদের হাতে ৮৫৫ জন আটক

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : তরুণীর গলায় বেসরকারি একটি সাহায্য সংস্থার পরিচয়পত্রের ফিতা ঝুলানো। স্বাভাবিকভাবে বুঝা কঠিন সে পাচার কাজে লিপ্ত। তার পাশে বসা রোহিঙ্গা কন্যা শিশু শেহেনা বিবি (৮)। সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় করে কথিত ওই এনজিও কর্মী উখিয়ার হাকিমপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এ ব্লক থেকে শিশুটিকে নিয়ে যাচ্ছিল কক্সবাজার শহরের দিকে। শিশুটিকে ভাইঝি পরিচয় দিয়ে কয়েকটি চেকপোস্ট সে পার হতে পারলেও ধরা পড়ে উখিয়া কলেজ সংলগ্ন সড়কে স্থাপিত সেনাবহিনীর চেকপোস্টে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে যথারীতি চেকপোস্টে এসে থামে অটোরিকসাটি। সেনা সদস্যদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সন্দেহ হলে অটোরিকসা থেকে তাদের নামিয়ে চেকপোস্ট সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় রোহিঙ্গা শিশুটিকে পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাচ্ছিল ওই তরুণীটি। তরুণীর নাম আসমা ইয়াসমিন (২০)। তার বাবার নাম আকতার আহমদ। উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের উত্তর পুকুরিয়ায় তার বাড়ি। চেকপোস্টে তার গলায় ঝুলানো পরিচয়পত্রটি ছিল বেসরকারি সংস্থা 'মুক্তির'।

ভাইজি পরিচয় দেয়ায় সেনা সদস্যরা পৃথকভাবে তরুণীর কাছে তার ভাইয়ের নাম এবং পরে শিশুটির কাছে তার বাবার নাম জেনে নিলে পাওয়া যায় তথ্যের অমিল। ধরা পড়ে যায় তরুণী। নিশ্চিত পাচারের হাত থেকে বেঁচে যায় রোহিঙ্গা শিশুটি। এভাবে কৌশলে সড়ক, নৌ রুট এবং অরণ্য পথে উখিয়া টেকনাফ থেকে এখন দিনে রাতে পাচার হয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গা নারী ও শিশু। পরে শিশুটিকে পাঠিয়ে দেয়া হয় উখিয়ার হাকিমপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এ ব্লকে। শিশুটি বাবার নাম করিম উল্লাহ এবং তিনি মিয়ানমারে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। শিশুটি ক্যাম্পে তার মা সানজিদার সাথে থাকে। ফুসলিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল মুক্তির কর্মী পরিচয় দেয়া তরুণীটি।

হাকিমপাড়া এ ব্লকের মাঝি হামিদ জানান, মেয়ে শিশুটি তার ক্যাম্পের এবং তাকে 'মুক্তির' কথিত ওই কর্মী বেড়ানার কথা বলে তার বাসায় নিয়ে যাচ্ছিল। সেনা সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদে তরুণী আসমা ইয়াসমিন প্রথম দিকে নানা মিথ্যার আশ্রয় নিলেও পরে সে স্বীকার করে যে শিশুটিকে চাচার করার জন্যই নিয়ে যাচ্ছিল। সে জানায়, মুক্তি নামের এনজিওতে সে গত ১৯ নভেম্বর থেকে সেবিকা পদে কাজ করছে।

তবে এবিষয়ে 'মুক্তি' কক্সবাজার এর নির্বাহী কর্মকর্তা বিমল দে জানান, উখিয়া টেকনাফের রোহিঙ্গা এলাকায় আসমা ইয়াসমিন নামে তাদের কোনো কর্মী নেই। কেউ ভাইঝি, কেউ বোন আবার কেউ স্ত্রী পরিচয় দিয়ে এভাবে নিয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের।

রোহিঙ্গারা এখন খুবই অসহায় এবং একারণে সহজেই যেকোনো লোভনীয় প্রতিশ্রুতিতে রাজি হচ্ছে তারা। তাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগে নিচ্ছে শক্তিশালী মানবপাচারকারী সিন্ডিকেট।

উখিয়া চেকপোস্ট সুত্রে জানা যায়, সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ত্রাণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেয়ার পর উখিয়া টেকনাফ সড়কে বেশ কয়েকটি চেকপোস্ট স্থাপন করেছে। এর মধ্যে উখিয়া কলেজের কাছে স্থাপিত চেকপোস্টটি ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। সেনা সদস্যরা দিনরাত কঠোর নজরদারির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারের দিকে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন।

তবে পাচারকারীরা নানা কৌশলে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের পাচার করছে। বর্তমানে সড়কে কড়াকড়ি থাকায় তারা পাচারের

জন্য নৌরুট ও গহীন অরণ্য পথও ব্যবহার করছে। চেকপোস্টে সেনা সদস্যরা হিমশিম খাচ্ছে রোহিঙ্গাদের পাচার ঠেকাতে। প্রতিদিন নানা কৌশল এবং পরিচয় দিয়ে রোহিঙ্গাদের কক্সবাজার শহরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কক্সবাজারের ঈদগাহ এলাকার কালু মিয়ার পুত্র আবদুর রশিদ দুই রোহিঙ্গা নারীকে স্ত্রী এবং শালিকা পরিচয় দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় উখিয়া কলেজ চেকপোস্টে সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। পরে আবদুর রশিদকে পুলিশে দিয়ে দুই রোহিঙ্গা নারীকে তাদের ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়।

চেকপোস্ট সুত্র মতে, গত ২ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৫৫ জন রোহিঙ্গাকে চেকপোস্টে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়েছেন সেনা সদস্যরা। দালালের মাধ্যমে এসব রোহিঙ্গা অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল। এছাড়া কয়েকজন দালালকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, উখিয়ার কুতুপালং ও টেকনাফের নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে অনেক আগেই গড়ে উঠেছে কয়েকটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেট এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩৫ জন। এদের সবাই পুরনো রোহিঙ্গা। এই সিন্ডিকেটের সাথে যোগাযোগ রয়েছে আন্তর্জাতিক মানবপাচারকারী চক্রের সাথে। ২৫ আগস্টের আগেও পাচার হয়েছে কিন্তু নতুন করে লাখ লাখ রোহিঙ্গার আগমনের ফলে এখন পাচার হচ্ছে ব্যাপক হারে। বিশেষ করে রোহিঙ্গারা অসহায় হওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে ওই চক্রটি।

তাদের প্রথম টার্গেট অবিবাহিত রোহিঙ্গা যুবতি এবং শিশু। পাচারকারিরা বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে চাকরি ছাড়াও বিদেশে চাকরির প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে পাচার করছে টার্গেটিকৃত রোহিঙ্গাদের। পাচারকারি চক্র সুযোগবুঝে সড়ক, নৌ ও পাহাড় ঘেরা পথে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। কখনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে ক্যাম্পে ফিরলেও অন্য পথে চলে যাচ্ছে গন্তব্যে। কখনো মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে পার হচ্ছে পুলিশি চেকপোস্ট।

উখিয়া থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) আবুল খায়ের রোহিঙ্গা পাচার সম্পর্কে বলেন, নানা পরিচয় দিয়ে দালালেরা রোহিঙ্গাদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু চেকপোস্টে পুলিশের কঠোর তল্লাশির ফলে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। সড়ক পথে পাচার ঠেকানোর জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে স্থাপিত ৩টি চেকপোস্ট ২৪ ঘন্টা কাজ করছে। চেকপোস্টগুলো হচ্ছে কুতুপালাং, মরিচ্যাবাজার ও মেরিণ ড্রাইভের সোনারপাড়া পয়েন্টে। এসব চেকপোস্টে প্রতিদিন অনেককে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া সেনাবাহিনী পরিচালিত চেকপোস্টগুলো থেকেও অনেক দালালকে আটক করে পুলিশের হাতে দেয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে দুই সহস্রাধিক রোহিঙ্গাকে চেকপোস্টে আটক করে ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এ সময়ে ১১৪ জন দালালকে অবৈধভাবে রোহিঙ্গাদের নিয়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয়েছে।

কক্সবাজার জেলা পুলিশের এক শীর্ষ কর্মকর্তা পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পুলিশ রোহিঙ্গাদের পাচার ঠেকাতে সব পয়েন্টে তৎপর রয়েছে। কিন্তু পুলিশ তার দায়িত্বের বিরাট একটি অংশ ব্যয় করছে কক্সবাজারে আগত দেশি বিদেশী ভিআইপি প্রটোকাল নিয়ে। নতুন করে রোহিঙ্গা আসার ফলে কক্সবাজারে গত কয়েক মাসে রেকর্ড সংখ্যক ভিআইপি এসেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে পুলিশ তাদের নিরাপত্তার কাজটিই বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ সময়ে রোহিঙ্গারা কেউ কেউ পাচারের শিকার হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

পাচার রোধে কর্মরত বেসরকারি সংস্থা পাল্‌স এর সমন্বয়কারি সাইফুল ইসলাম চৌধুরী কলিম জানান, রোহিঙ্গা আশ্রিত এলাকায় এখন অনেক রোহিঙ্গা 'পাল্‌স' কর্মীদের কাছে পরিবারের সদস্যদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন। বিষয়টি উদ্বেগজনক। রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগে নানা অপরাধ এখন সহজেই সংঘটিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম এর ন্যাশনাল কমিউনিকেশন কর্মকর্তা শিরিণ আকতার জানান, ঠিক কতজন পাচার হয়েছেন তার কোন ডাটা তাদের কাছে নেই। তাছাড়া পাচারের কবল থেকে কেউ উদ্ধার হলে তাদের দেখভাল করে আইওএম।

হোয়াইটচ্যাপেলে অফিস স্পেস ভাড়া যাবে

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ইস্ট লন্ডন মসজিদের পাশে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি বিজনেস ভবনে অফিস স্পেস ভাড়া যাবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07484 110 725

Luxurious apartment sale at Dhaka Rampura

Nawar Orchid
Plot #B-2, Road #3, Avenue 3, Block #B
Aftabnagar, Dhaka

Very close to BTV Rampura, Hatirjhill about 1 km distance

5 minutes walking distance from East-West University

Very good transport link to Basundhara, Baridhara and Dhaka Internatioinal airport is 13.6 km distance.

1375sq.ft

3 bed including en-suit Master Bed, living room, kitchen/ dinning

4 veranda. Lift facilities.

3 flat remaining.

Only real buyers are requested to contact.

Contact – 07915 383 171

07725 129 691

(WD: 45/04-02/05)

পেটে গজ রেখে অপারেশন শেষ

রোগীকে ৯ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : পটুয়াখালীর বাউফলের কথিত চিকিৎসক ও ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে নয় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। সন্তান প্রসবের সময় রোগীর পেটে গজ রেখেই অপারেশন শেষ করায় বাদীপক্ষের আবেদনের শুনানি শেষে আজ বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী ইমরান সিদ্দিকী গণমাধ্যমকে বলেন, আদালত আজকে আবেদনের শুনানি শেষে কথিত চিকিৎসককে পাঁচ লাখ টাকা এবং নিরাময় ক্লিনিক কর্তৃপক্ষকে চার লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে রোগীকে এই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পর ২৮ জানুয়ারি এ ব্যাপারে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগ গত ১১ ডিসেম্বর অপারেশনকারী কথিত চিকিৎসক রাজন দাসকে (অর্জুন চক্রবর্তী) আটক দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ভুয়া ডাক্তার, পটুয়াখালীর বাউফলের নিরাময় ক্লিনিকের মালিকসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

গত ৬ নভেম্বর ওই ডাক্তারের সার্টিফিকেট ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন হাইকোর্ট। এর আগে আদালতে পটুয়াখালীর সিভিল সার্জনের পক্ষে দাখিল করা প্রতিবেদনে ডাক্তার নামধারী রাজন দাসের সার্টিফিকেট ভুয়া প্রমাণিত হয়।

গত ২৩ জুলাই পটুয়াখালীর সিভিল সার্জন ও বরিশাল মেডিকেলের গাইনি বিভাগের প্রধানসহ তিনজনকে তলব করেন হাইকোর্ট। এ ছাড়া পটুয়াখালীর বাউফলের নিরাময় ক্লিনিকের মালিককে হাজির হতে বলা হয়।

মাকসুদার মা রোকেয়া বেগম বলেন, 'গত মার্চে সন্তান প্রসবের জন্য মাকসুদাকে বাউফলের নিরাময় ক্লিনিকে নেওয়া হয়। অস্ত্রোপচার করে মাকসুদার একটি মেয়ে হয়। কয়েক দিন ক্লিনিকে থাকার পর তারা বাড়ি ফেরেন। এক মাস পর মাকসুদা পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করায় আবারও ওই ক্লিনিকে যান। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করেন। দুই মাস পর খিঁচুনি দিয়ে জ্বর ওঠে। তখন খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। গত জুনে বরিশাল মেডিকেলের বহির্বিভাগে দেখানো হয়। তখন আলট্রাসনোগ্রাফিতেও কিছু ধরা পড়ে না। এরপর পটুয়াখালীতে এক চিকিৎসককে দেখানোর পর তিনি বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন। ১২ জুলাই হাসপাতালে মাকসুদার অস্ত্রোপচার হয়। তখন তাঁর পেটের ভেতর থেকে গজ বের করা হয়।'

বিচারকদের নতুন শৃঙ্খলাবিধি সংবিধান পরিপন্থী: রিজভী

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : অধ:স্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির গেজেট প্রকাশ প্রসঙ্গে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকার বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির যে গেজেট প্রকাশ করেছে তাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। মাসদার হোসেন মামলায় বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল তার পরিপন্থী। এমনকি সংবিধানেরও পরিপন্থী।

আজ বুধবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী একথা বলেন।

এই শৃঙ্খলাবিধি সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে মন্তব্য করে রিজভী বলেন, ২২ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে লেখা আছে- বিচার বিভাগ হবে একটি স্বাধীন অঙ্গ এবং বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণ করা হবে। সেজন্য আইনও পাস করা হয়েছে। আজকে এই শৃঙ্খলাবিধির মাধ্যমে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের মৃত্যু ঘটেছে। জারি করা বিধিমালায় বলা হয়েছে অধস্তন আদালতের বিচারকদের 'নিয়োগকারী' কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি এবং আইন মন্ত্রণালয়কে অধস্তন আদালতের বিচারকদের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবেও নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিধির ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তিনি বলেন, বিচারিক আদালত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তাদের সরকারি গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য নির্বাহী বিভাগ তাদেরকে নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। এর ফলে সরকারের হুকুমেই নিম্ন আদালতের বিচারকদের চলতে হবে। বিচারকরা সবসময় আতংকে থাকবে। চাকরি রক্ষার্থে নির্বাহী বিভাগের সকল অন্যায় আবদার শুনতে ও পালন করতে হবে। সুবিচার-ন্যায়বিচার কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

সিলেটে যে অস্ত্রে কাবু রাজনীতিকরা

সিলেট, ১৩ ডিসেম্বর : প্রযুক্তির অস্ত্রে 'কাবু' হচ্ছেন সিলেটের রাজনীতিবিদরা। পড়ছেন খ্যাতির বিড়ম্বনায়। বিতর্কও পিছু ছাড়ছে না তাদের। ছবি ভাইরাল হচ্ছে সামাজিক গণমাধ্যমে। আলোচনা চলছে তাদের নিয়েও। আর যতই দিন যাচ্ছে একেক করে প্রায় সব নেতার ছবিই প্রকাশ পাচ্ছে।

এই নিয়ে বিব্রত সিলেটের রাজনীতিবিদরা। শুরুটা হয়েছিল আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজকে দিয়ে। এরপর থেকে কয়েক দিন পরপর একেক জনের ছবি ভাইরাল হচ্ছে। মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ আওয়ামী লীগ নেতা হওয়ার পাশাপাশি তিনি সিলেট জেলার আইন কর্মকর্তাও। ফলে তাকে নিয়ে বিতর্ক হয় বেশি। গেলো মাসে তিনি ভারতের মেঘালয় রাজ্যে পরিবারসহ বেড়াতে গিয়ে সুনামগঞ্জের হাওর দুর্নীতির মামলার আসামিকে পান। এবং সেখানেই আসামি আব্দুল হান্নান বেড়াতে যাওয়া মিসবাহ সিরাজের সঙ্গে ছবি তুলেন। সেই ছবি হান্নান তার নিজের ফেসবুক আইডিতে দিলে তোলপাড় শুরু হয়। আইন কর্মকর্তার সঙ্গে আসামির ভারত সফর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকেই। তবে- মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ সিলেটে ফিরে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। বলেছেন- এ ঘটনায় তিনি বিব্রত। তিনি যখন সিলেটে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবেন- এমন আভাস দিয়েছেন এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে নানাভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে বলে জানান। ভারত সফর শেষে ফেরার পর মিসবাহ সিরাজ সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। মিসবাহ সিরাজের পর সিলেট-৪ আসনের এমপি ইমরান আহমদও বিতর্কের মধ্যে পড়েন। তবে- জৈন্তাপুরে প্রবাসী হোসেন আহমদ খুনের ঘটনার পর থেকে সতর্ক রয়েছেন ইমরান আহমদ- এমনটি জানিয়েছেন এমপি ইমরানের ঘনিষ্ঠজনরা। কারণ- শ্রীপুর পাথর কোয়ারি দখল নিয়ে প্রবাসী খুনের ঘটনায় ৭৭ জনকে আসামি করা হয়। যারা আসামি হয়েছে তাদের অনেকেই হচ্ছে আওয়ামী লীগ দলীয় লোক। মামলার প্রধান আসামি করা হয়েছে জৈন্তাপুর উপজেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলীকে। এ ঘটনার পর ইমরান আহমদ এলাকা পরিদর্শন করলেও তার সঙ্গে চি"ত কাউকে দেখা যায়নি। ইমরান আহমদের ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন- যারা আসামি কিংবা বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত তারা ইমরান আহমদের করুণা পাচ্ছে না। এ কারণে তারা কেউ-ই ইমরান আহমদের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারছে না। এরপর সিলেটের ওসমানী নগরে আওয়ামী লীগের দলীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে আসামির সঙ্গে মিছিল করেছিলেন সিলেট-২ আসনের সাবেক এমপি শফিকুর রহমান চৌধুরী। ওই মিছিলে অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজও উপস্থিত ছিলেন। সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পংকজ পুরকায়স্থ ছিলেন ওই মিছিলে। পরে আওয়ামী লীগের অন্য বলয়ের নেতারা বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল করে দেয়। শফিকুর রহমান চৌধুরী ওই সময় জানিয়েছিলেন- কে আসামি, কে আসামি নয় সেটি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমার দেখার নয়। সেটি দেখবে পুলিশ। আমরা যারা রাজনীতি করি তারা দলীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে প্রোগ্রাম করি। এখানে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই বলে জানান তিনি। এদিকে- সম্প্রতি আবারো আলোচনায় এসেছেন শফিকুর রহমান চৌধুরী। শেষ মুহূর্তে এই অভিযোগ থেকে বাদ যাননি সিলেটের সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বদরউদ্দিন আহমদ কামরান। সম্প্রতি তার অনুষ্ঠানের পেছনে জামায়াত নেতার ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। আর ওই ছবিটি ভাইরাল করে দেয়া হয় ফেসবুকে। এই ভাইরালের কারণে কামরানও বিব্রত। সিটি করপোরেশন নির্বাচনের আগে তাকে নিয়ে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে বলে মনে করেন তার ঘনিষ্ঠজনেরা। কারণ- ওই দিন কামরান একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে তোলা একটি ছবির মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে। এদিকে- কয়েক দিন আগে সিলেটে প্রবাস বাংলা অনলাইন টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে প্রযুক্তিনির্ভর এমন ঘটনাবলী নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেন সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। তিনি জানিয়েছিলেন- প্রযুক্তির অপব্যবহার করে মানুষের মান সম্মান ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হয়। যেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কখন কার ছবিতে কার মাথা যোগ হয় সেটি বলা যাবে না। এ কারণে প্রযুক্তির ভালো দিকটি গ্রহণ করতে সবাইকে আহ্বান জানান তিনি।

২৯ রোহিঙ্গা নারীর মুখে ধর্ষণযজ্ঞের বর্ণনা

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : সেনারা আসতো রাতের অন্ধকারে। প্রায়ই আসতো। জুন মাসের এমন এক রাত। পশ্চিম মিয়ানমারের কোনো এক গ্রামে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সদ্যবিবাহিত এক দম্পতি। আচমকা সদলবলে তাদের শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো সাত বর্মী সেনা। ভয়ে আড়ষ্ঠ হয়ে গেলেন নববধূ এফ (নামের আদ্যাক্ষর)।

তার আর কিছু বুঝতে বাকি রইলো না। তিনি জানতেন, সেনারা রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে হামলা চালাচ্ছে। ক'দিন আগেই তার পিতা-মাতাকে হত্যা করেছে সেনারা। ভাইয়ের খোঁজ মেলেনি। এ দফায় বর্মী বাহিনীর টার্গেট সে। সেনারা এফের স্বামীকে বেঁধে ফেলে দড়ি দিয়ে। তার মাথা থেকে স্কার্ফ টান দিয়ে খুলে ফেলে তা দিয়ে মুখ বেঁধে দেয়। কেড়ে নেয় শরীরে থাকা স্বর্ণালঙ্কার। পরনের পোশাক ছিঁড়ে তাকে ছুড়ে ফেলে মেঝেতে। পালাক্রমে ধর্ষণযজ্ঞ চালায় মানুষরূপী পশুগুলো। এর মাঝে চলেছে লাঠি দিয়ে প্রহার। পাশেই শূন্যদৃষ্টিতে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম হরণ হতে দেখলেন অসহায় স্বামী। এরপর এক সেনা এফ-এর স্বামীর বুকে গুলি চালায়। আরেক সেনা তার গলা কেটে ফেলে। পরে এফকে বিবস্ত্র অবস্থায় বাড়ির বাইরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় সেনারা। তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দু'মাস পরে এফ বুঝতে পারেন, বিভীষিকার এখানেই শেষ নয়; তিনি অন্তঃসত্ত্বা।

নৃশংস পাশবিকতার এমনই সব বর্ণনা উঠে এসেছে নজিরবিহীন যৌন নির্যাতনের শিকার ২৯ নারীর মুখে। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে তাদের পৃথক সাক্ষাৎকার নেয় বার্তা সংস্থা এপি। ক্রাইসিস রিপোর্টিংয়ের ওপর পুলিৎজার সেন্টারের অনুদানে এপি বিশেষ এই প্রতিবেদন তৈরি করে। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি তৈরির সময় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েও পায়নি এপি। ধর্ষণের শিকার এই ২৯ নারীর বয়স ১৩ থেকে ৩৫। ২০১৬'র অক্টোবর থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিভিন্ন সময়ে তারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। প্রত্যেকের মুখেই একইরকম বর্ণনা শোনা গেছে। এপি তাদের বিশেষ এই প্রতিবেদনের শিরোনামে বলেছে, রোহিঙ্গাদের পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। প্রসঙ্গত, এর আগে জাতিসংঘ এবং শীর্ষস্থানীয় দুই গণমাধ্যম বিবিসি ও গার্ডিয়ানের নিজস্ব অনুসন্ধানগুলোতে একইরকম নিপীড়নের বহু ঘটনা উঠে আসে।

এপি তাদের অনুসন্ধানে জানতে পেরেছে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণযজ্ঞ চালিয়েছে রোহিঙ্গা নারীদের ওপর। তাদের ছোবল থেকে বাদ পড়েনি ১৩ বছরের শিশুও। স্বামীকে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে, কখনো বা স্বামী-সন্তানকে হত্যার পর ধর্ষণ করা হয়েছে। রোহিঙ্গা নারীদের যোনিতে বন্দুকের নল ঢুকিয়েও নির্যাতন করার ঘটনাও ঘটেছে।

নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা নারীদের ভাষ্য ছিলো একইরকম। প্রত্যেকেই হামলাকারীদের পরনে থাকা উর্দির যে বর্ণনা দিয়েছে তা স্থানীয়রা সেনাঘাঁটিতে থাকা সেনাদের পরনে দেখেছেন। অনেক নারী জানান, হামলাকারীদের পোশাকে তারা, তীর কিংবা সামরিক বাহিনীর অন্যান্য চি" দেখতে পেয়েছেন। এফ-এর মতোই গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এই নারীরা। কোথাও কোথাও নারীদের পুরুষদের থেকে আলাদা করে অন্য জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। চোখের সামনেই হত্যা করা হয়েছে তাদের সন্তানদের। স্বামী, সন্তান, সম্ভ্রম সর্বস্ব হারিয়ে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন তারা।

বার্তা সংস্থা এপি'র তরফে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বার বার কথা বলতে চাওয়া হলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, এতো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অং সান সুচির সরকার শুধু ধর্ষণযজ্ঞের নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে- তাই নয়, এগুলো স্রেফ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

১৩ বছরের মেয়েটির ঘটনা বর্ণনায় এপি'র প্রতিবেদনে বলা হয়, মেয়েটি এখনো শিশু। তার শরীরে যৌনতার ছিটেফোঁটাও প্রকাশ পায় নি। তারপরও রেহাই পায় নি সে। তার শিশুত্বও তাকে রক্ষা করতে পারে নি। ১০ সেনা পালাক্রমে তার ওপর পাশবিকতা চালিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার নির্যাতনে সংজ্ঞা হারায় সে। আর তার দুই ভাই নিখোঁজ ছিলো। তাদের মা পরবর্তীতে আর'কে নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। অপর দুই সন্তানকে খুঁজে বের করার সময় জোটেনি কপালে। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটি এখন রাতে ঘুমাতে পারে না। দুঃস্বপ্ন তাড়া করে বেড়ায় তাকে। নিজের ওপর হওয়া নির্যাতন ছাপিয়ে ভাই হারানোর বেদনা তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়। কিছুতেই ভুলতে পারে না ছোট্ট দুই ভাইয়ের কথা।

নিউইয়র্কে বোমা হামলা

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ প্রয়োজন

গত সোমবার সকালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে বোমা হামলায় কেউ মারা যায়নি–এটা স্বস্তির বিষয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ওপর এ রকম চোরাগোপ্তা হামলার প্রবণতা যে বন্ধ হচ্ছে না, তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। আমরা এ ঘটনার নিন্দা জানাই এবং শান্তিকামী সব মানুষকে অশুভ সন্ত্রাসবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

সন্দেহভাজন বোমা হামলাকারী ব্যক্তি একজন অভিবাসী বাংলাদেশি–এই তথ্য যারপরনাই দুর্ভাগ্যজনক। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নয়, খোদ বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলাদেশি সমাজের জন্যও। আমরা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত হতে চাই, যদিও আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশকে 'মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ' বলে বর্ণনা করে থাকে। আমাদের এই ভাবমূর্তিও যেন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে সন্দেহভাজন হামলাকারী আকায়েদ উল্লাহ বাংলাদেশ, বাংলাদেশি বা মুসলমান সম্প্রদায়–এসবের কোনো কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করেন না। এ ধরনের ঘটনা যারা ঘটায় তারা বিচ্ছিন্ন সমাজবিরোধী, মানবতাবিরোধী অশুভ শক্তির প্রতিনিধি, যে শক্তিকে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে।

আমেরিকান সমাজে এবং রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এই হামলার সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভাবনার বিষয়। ঘটনার পরপরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর দেশে বিদ্যমান অভিবাসনব্যবস্থার 'ভয়ংকর ক্ষতিকর' দিকের কথা পুনরুল্লেখ করে বলেছেন যে তিনি এই ব্যবস্থা উন্নত করতে বদ্ধপরিকর, যেখানে 'আমাদের দেশ' ও 'আমাদের জনগণের' স্থান হবে সবকিছুর আগে।

ডোনাfl ট্রাম্পের অভিবাসননীতির বিরুদ্ধে আমেরিকান সমাজে প্রবল প্রতিবাদ আছে। কেননা তা সংকীর্ণ, বহুত্ববাদী নীতির প্রতিকূল এবং বর্ণবাদী বৈষম্যমূলক। অন্যদিকে এই সংকীর্ণতার পক্ষে কিছু সমর্থনও সে দেশে আছে। এ রকম পরিস্থিতিতে অভিবাসী সম্প্রদায়ের কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সন্ত্রাসবাদী হামলা পরিচালিত হলে ডোনাfl ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকদের অভিবাসনবিরোধী অবস্থান জোরদার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর হামলাকারীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলে পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যই বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই আকায়েদ উল্লাহর মতো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত।

কিন্তু কাজটা যে খুব সহজ নয়, তা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আকায়েদ উল্লাহ পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে তিনি হামলা চালাতে চেয়েছেন ইসলামিক স্টেটের ওপর মার্কিন বাহিনীর হামলার প্রতিশোধ নিতে। ইতিমধ্যে ইসলামিক স্টেটের মূল ঘাঁটির পতন ঘটেছে এবং সংগঠনটি অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। কিন্তু আকায়েদ উল্লাহর মতো 'লোন উলফ' বা 'একাকী নেকড়ে'দের নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন। সেই কঠিন কাজটা সবাই মিলে করতে হবে।

অর্থ ছাড়া ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার

ইকতেদার আহমেদ

আমাদের দেশের রাজধানী শহর ঢাকার হজরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মতো পৃথিবীর অপরাপর দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে ভিআইপি লাউঞ্জ রয়েছে; তবে অন্যান্য দেশের ভিআইপি লাউঞ্জের সাথে আমাদের দেশের ভিআইপি লাউঞ্জের পার্থক্য হলো অন্যান্য দেশের ভিআইপি লাউঞ্জগুলো বেসরকারি সংস্থা পরিচালনা করে থাকে এবং এগুলো সরকারি-বেসরকারি যেকোনো ব্যক্তি ব্যবহার করতে চাইলে তাকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। আমাদের দেশের সরকারি ও বেসরকারি ভিআইপিরা কোনো ধরনের অর্থ না দিয়েই ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন এবং ভিআইপি লাউঞ্জগুলো বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় ন্যস্ত। আমাদের দেশের যেসব ভিআইপি বিদেশ যাওয়ার সময় হজরত শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অর্থ পরিশোধ না করে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুযোগ নেন, তারা বিদেশের যেকোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর অর্থ দেয়া ছাড়া এ ধরনের সুযোগ লাভ করেন না। আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী ভিআইপি যাত্রীদের জন্য প্রতিটি বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জের ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশের অনুরূপ বিদেশের বেশির ভাগ অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জের ব্যবস্থা থাকলেও তা সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো ব্যক্তি কেবল অর্থ পরিশোধ করেই ব্যবহার করতে পারেন।

আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সচিব থেকে যুগ্ম সচিব অবধি এবং সমমর্যাদার কর্মকর্তারা ভিআইপি হিসেবে পরিগণিত। বেসরকারি ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, এফবিসিসিআইয়ের ডাইরেক্টর, বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান প্রভৃতি ভিআইপি হিসেবে পরিগণিত। এসব সরকারি ও বেসরকারি ভিআইপি আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অর্থ না দিয়ে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এ ধরনের একজন ভিআইপির বিদেশ যাওয়া ও বিদেশ থেকে আসার সময় তিনি ভিআইপি লাউঞ্জে অবস্থানকালীন তার সাথে দু'জন ব্যক্তি তাকে সেবাদানের জন্য অবস্থান করতে পারেন; কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ ধরনের ভিআইপিদের যাওয়া-আসা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুইয়ের অনেক অধিক ব্যক্তি ভিআইপি লাউঞ্জে অবস্থান করেন। এভাবে অতিরিক্ত ব্যক্তির অবস্থানের কারণে আমাদের ভিআইপি লাউঞ্জগুলোতে বিশেষত হজরত শাহজালাল র: আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জগুলোতে প্রায়ই কোলাহল ও ভিড় লক্ষণীয়। আমাদের দেশে অবস্থানরত বিদেশী দূতাবাসে কর্মরত প্রাধিকার পাওয়া যেসব কর্মকর্তা ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করেন ভিআইপি লাউঞ্জের কোলাহল ও সরগরম ভাব দেখে তাদের অনেককেই বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

এ পর্যন্ত অবসরে যাওয়া সচিবেরা অবসর পরবর্তী তিন বছর ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে আসছিলেন। সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সিদ্ধান্ত হয় যে, অবসরে যাওয়া সচিবেরা আজীবন ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করবেন। এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অবসরে যাওয়া সচিবদের এ সুযোগটি দেয়া হলে সচিব ও এর উচ্চ পদমর্যাদায় সরকারের অপরাপর বিভাগ থেকে যেসব কর্মকর্তা অবসর নিয়েছেন তাদেরও অনুরূপ সুবিধা দেয়ার দাবি উঠবে এবং এ দাবিকে নাকচ, উপেক্ষা বা অবজ্ঞা কোনোটিই করার সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি অবসর-পরবর্তী ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের জন্য প্রাধিকার পেলেও উচ্চাদালতের অপরাপর বিচারকেরা অবসর-পরবর্তী এ বিষয়ে প্রাধিকার পাওয়া নন, যদিও তারা সচিবদের চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন। অবসর নেয়া সচিবদের পাশাপাশি সাবেক মন্ত্রী, সাবেক সাংবিধানিক পদধারী ও সাবেক সংসদ সদস্যদেরও আজীবন ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে, তা বাস্তবায়নের জন্য বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে সাবেক সচিব এবং সমমর্যাদার সাবেক কর্মকর্তা, সাবেক মন্ত্রী, সাবেক সাংবিধানিক পদধারী এবং সাবেক সংসদ সদস্যের সংখ্যা অগণিত। এ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন হলে বর্তমানে ভিআইপি লাউঞ্জের অসহনীয় পরিবেশ আরো তীব্রতর হবে।

পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য ও উন্নত দেশে দেশের সামগ্রিক কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যেখানে সরকারি বেসরকারি কোনো ব্যক্তিকে অর্থ ছাড়া ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করতে দেয়া হয় না, সেখানে আমাদের দেশে অর্থ ছাড়া ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারকারীদের পরিধি বিস্তৃত করা কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পৃথিবীর সব উন্নত দেশে সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনমানুষকে সেবা দেয়া হয় তার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য মূল্য দেয়ার বিনিময়ে সেবা নিতে হয়। বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারকে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। উন্নত দেশগুলোতে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার ওপর ন্যস্ত করায় এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সরকারকে নিজস্ব তহবিল থেকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। আর একান্তই রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অর্থ ব্যয়ের আবশ্যকতা দেখা দিলে তা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থার অর্থ থেকে নির্বাহ করা হয়। আমাদের দেশে ভিআইপি লাউঞ্জের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সবকিছুই সরকারের পক্ষ থেকে পালন করতে হয় বিধায় এবং ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সরকার কোনো ধরনের অর্থ না হওয়ায় সাকুল্য ব্যয় জনগণ দেয় কর থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাখা অর্থ দিয়ে নির্বাহ করা হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশের মতো ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি নির্বিভেদে সব শ্রেণীপেশা ও পদমর্যাদায় আসীন ব্যক্তিদের জন্য মূল্য পরিশোধের প্রথা চালু করা হলে এবং এর ব্যবস্থাপনা বেসরকারি সংস্থার ওপর ন্যস্ত করা হলে এ খাত থেকে সরকারের বড় অঙ্কের রাজস্ব আদায় সম্ভব।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বিমানবন্দর নিজ নিজ দেশের বিশেষ নিরাপত্তা স্থাপনা (কী পয়েন্ট ইনস্টলেশন) হিসেবে এগুলোতে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। আমাদের দেশে একজন যাত্রীর সাথে গমন ও আগমনের সময় তার যেসব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী প্রবেশমূল্য দিয়ে আগমন ও প্রস্থান লাউঞ্জে প্রবেশ করেন, তারা নির্ধারিত এলাকার সীমানা অতিক্রম করতে পারেন না; কিন্তু অনেক ভিআইপি যাত্রীর সাথে অগণিত কর্মকর্তা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী যারা তাদের গমন ও আগমনকালীন লাউঞ্জে প্রবেশ করেন এদের অনেকে তাদের বিদায় ও অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নির্ধারিত এলাকার সীমানা অতিক্রম করে বোর্ডিং ব্রিজের দোরগোড়া পর্যন্ত চলে যান। যেকোনো বিমানবন্দরে কোনো ধরনের তল্লাশি ছাড়া নির্ধারিত এলাকার সীমানা অতিক্রমপূর্বক বিশেষ নিরাপত্তা এলাকায় প্রবেশ বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। পৃথিবীর অপর কোনো দেশে ভিআইপিদের সাথে আসা কর্মকর্তা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের আগমন ও প্রস্থান লাউঞ্জ ছাড়া প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত বিমানবন্দরের এরূপ কোনো স্থানে যেতে দেয়া হয় না।

আমাদের দেশে বিমানযাত্রীরা স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনার সাথে জড়িত। বিষয়টি উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে। চোরাচালানের মাধ্যমে বিমানবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশে স্বর্ণ নিয়ে আসা এবং বাংলাদেশ থেকে তা ভারতে পাঠানো লাভজনক হওয়ায় একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাথে যোগসাজশে এ কাজটি সমাধা করে থাকে। এ যাবৎকাল পর্যন্ত অবৈধভাবে স্বর্ণ আনা-নেয়ায় জড়িত যেসব দেশী-বিদেশী যাত্রীদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সবাই সাধারণ যাত্রী। এ ঘটনায় কোনো ভিআইপি জড়িত হওয়ার কারণে গ্রেফতারের নজির না থাকলেও অভিযোগ রয়েছে তল্লাশি ব্যতিরেকে ভিআইপিরা আগমন ও প্রস্থান করেন বিধায় তাদের কারো কারো এ ধরনের হীন কাজের সাথে জড়িত থাকার বিষয় উড়িয়ে দেয়া যায় না।

আমাদের দেশে সরকারি বেসরকারি ভিআইপির সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অগণিত হওয়ার কারণে এবং আমাদের দেশের ভিআইপিরা নিয়মনীতির বালাই ছাড়া অগণিত কর্মকর্তা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধায়ী সমবিভব্যাহারে ভিআইপি লাউঞ্জে উপস্থিত হন বিধায় এর স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও মর্যাদা বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। এভাবে এক শ্রেণীর ভিআইপির জন্য প্রবেশ মূল্য ব্যতিরেকে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা বহাল রাখা দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা উভয়ের জন্য ক্ষতিকারক। তা ছাড়া ভিআইপিদের সাথে কর্মকর্তা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধায়ীদের কোনো ধরনের মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে প্রবেশ কোনোভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

আমাদের দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার পেছনে যাদের অবদান সর্বাধিক তারা হলেন বিদেশে কর্মরত শ্রমিক। আমাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহাকারীদের বেশির ভাগই বিদেশে কর্মরত শ্রমিক। এসব শ্রমিকের বিদেশ গমন ও বিদেশ থেকে আসার সময় তাদের যেসব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী বিমানবন্দরে উপস্থিত হয় এরা আগমন ও প্রস্থান লাউঞ্জে প্রবেশ করতে চাইলে জনপ্রতি ৩০০ টাকা হারে প্রবেশ মূল্য দিতে হয়। ভিআইপিদের আগমন ও প্রস্থানকালীন তাদের সাথে যারা বিমানবন্দরের ভেতরের প্রবেশ করেন তাদের যেখানে কোনো প্রবেশমূল্য দিতে হয় না সেখানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে প্রবেশমূল্য আদায় দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার আইনের দৃষ্টিতে সমতার পরিপন্থী।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকারই জনগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজ করে। সরকারের যেকোনো কাজ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তারা বাস্তবায়ন করে থাকেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তির দেশের সাধারণ জনমানুষকে নিঃস্বার্থ সেবা দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যেখানে অর্থ দেয়া ব্যতিরেকে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার করতে পারেন না সেখানে আমাদের দেশে এ ধরনের সুবিধা অব্যাহত রেখে এর পরিধির বৃদ্ধি অযৌক্তিক, অবিবেচনাপ্রসূত এবং নীতিনৈতিকতা ও বিবেক বিবর্জিত।

> আমাদের দেশে সরকারি বেসরকারি ভিআইপির সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অগণিত হওয়ার কারণে এবং আমাদের দেশের ভিআইপিরা নিয়মনীতির বালাই ছাড়া অগণিত কর্মকর্তা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধায়ী সমবিভব্যাহারে ভিআইপি লাউঞ্জে উপস্থিত হন বিধায় এর স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও মর্যাদা বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। এভাবে এক শ্রেণীর ভিআইপির জন্য প্রবেশ মূল্য ব্যতিরেকে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা বহাল রাখা দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা উভয়ের জন্য ক্ষতিকারক।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

‘বিশেষ চিহ্ন’ দেখলেই দ্রুত মিলছে পাসপোর্ট

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : আবেদনপত্রে দালালের বিশেষ চিহ্ন দেখলেই দ্রুত হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। সহজে ছবি তোলা ও পাসপোর্ট পাচ্ছেন যথাসময়ে। এ জন্য দালালকে দিতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ।

মঙ্গলবার সরজমিনে চট্টগ্রাম মহানগরীর ডবলমুরিং থানার মনসুরাবাদ এলাকায় অবস্থিত বিভাগীয় পাসপোর্ট কার্যালয় ঘুরে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। তবে দালালদের উৎপাত ও বাড়তি টাকা নেয়া প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যালয়ের উপপরিচালক একেএম মাজহারুল ইসলাম বলেন, পাসপোর্ট কার্যালয়ে কোনো দালাল নেই। দালালদের বাড়তি টাকা দিয়ে কেউ পাসপোর্ট নিচ্ছে বলেও আমার জানা নেই।

জরুরি ও সাধারণ দুই ধরনের পাসপোর্টই পাওয়া যায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় থেকে। জরুরি পাসপোর্টের জন্য সরকারি ফি ছয় হাজার টাকা এবং সাধারণ পাসপোর্টের সরকারি ফি তিন হাজার টাকা। ব্যাংকে ফি জমা দিয়ে রশিদ পাসপোর্টের আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়।

আবেদনপত্র জমা দেয়ার পর তোলা হয় ছবি। এরপর পুলিশের মাধ্যমে যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট সময়ে পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার কথা। কিন্তু গতকাল সকাল ১১টার দিকে পাসপোর্ট কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, মূল ফটকের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছেন আনসার সদস্য রেজাউল করিম। এ সময় সেখানে যান নগরের বাকলিয়া এলাকার বাসিন্দা সোহেল চৌধুরী। তিনি সাধারণ পাসপোর্ট করতে চান জেনে রেজাউল বলেন, সব আমি করে দেব। পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা দেবেন। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু ছবি তুলে চলে যাবেন।

এত টাকা কেন সোহেল প্রশ্ন করতেই রেজাউলের জবাব, পরিচালক সাহেবের পিএর মাধ্যমে করাব এ পাসপোর্ট। কোনো অসুবিধা হবে না। তিন হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দেব। দেড় হাজার টাকা অফিস খরচ। বাকিটা ভেরিফিকেশনের জন্য পুলিশকে দিতে হবে। তবে টাকা জোগাড় করে পরে আসবেন জানিয়ে চলে যান সোহেল।

এরপর রেজাউলের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় হাটহাজারীর লাঙ্গলমোড়া থেকে আসা যুবক মুরাদকে। তিনি বলেন, সাড়ে ৫ হাজার টাকায় রেজাউলের মাধ্যমে পাসপোর্ট করতে দিয়েছি। ছবি তোলা হয়েছে। পাসপোর্ট কবে পাব জানতে এসেছি।

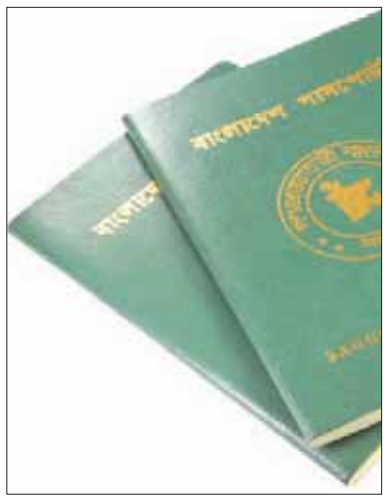

বাড়তি টাকা কেন দিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিজে ফরম পূরণ করে জমা দিলে নানা ভুলত্রুটি ধরে। দু-তিন দিন পরে ছবি তুলতে হয়। বাড়তি টাকা না দিলে হয়রানির শিকার হতে হয়। মুরাদ চলে যাওয়ার পর বাড়তি টাকা নেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে অস্বীকার করেন রেজাউল। তিনি বলেন, মানুষ এলে তাদের সাহায্য করি।

আরো কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের সময় কথা হয় সন্দ্বীপের মো. খোরশেদ ও খুলশী এলাকার রফিকুল আলমের সঙ্গে। দু’জনেরই অভিযোগ, তারা নিজেরা আবেদনপত্র জমা দিতে গেলে তা নেয়া হয়নি। পরে দালালের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

খোরশেদ, রফিকুল ও কায়েসসহ আরো কয়েকজন আবেদনকারী জানান, দালালরা যেসব আবেদনপত্র জমা দেয় তাতে তারা বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে। যেমন ইংরেজি ও বাংলা বর্ণমালার কোনো একটি বর্ণ বা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে টিক চিহ্ন ইত্যাদি। এসব চিহ্ন দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বুঝে ফেলেন যে আবেদনপত্রটি তাদের চিহ্ন দালালের মাধ্যমে এসেছে।

পাসপোর্ট কার্যালয়ে তৎপর এমন এক দালাল বলেন, ভাই দীর্ঘদিন ধরে এ কাজে আছি। আর কোথায় যাব। কাজ না করলে খাব কি। দালালি করে যা পাই তা থেকে কিছু পাই। সব অফিসাররা নিয়ে নেয়। তবে সাংবাদিকদের যন্ত্রণায় বাঁচি না। তাই ছদ্মবেশে অফিসারদের দেয়া ‘বিশেষ চিহ্ন’ ব্যবহার করে কাজ করি। এ রকম বিশেষ চিহ্ন প্রাপ্ত ২৫-২৬ দালাল এখানে কাজ করে। এ ছাড়া নগরীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেও অনেকে নিরাপদে এ কাজ করে বলে জানান তিনি।

জানা যায়, বছর খানেক আগে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পাসপোর্ট কার্যালয়ের ৬৫ জন দালালের একটি তালিকা তৈরি করে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তালিকাটি পাঠানো হয় পুলিশকে। এরপর কয়েকজনকে আটক করা হলেও উৎপাত কমেনি দালালের। বরং দালালরা নগরীর বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত আবেদনপত্র আবেদনকারীকে দিয়ে পাঠায়।

ভুক্তভোগীরা জানান, চট্টগ্রাম পাসপোর্ট কার্যালয়ে প্রতিদিন অর্ধশতাধিক দালাল তৎপর থাকে। যারা সরকার নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত টাকা আদায় করে চুক্তিতে পাসপোর্ট করে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া কম সময়ে পাসপোর্ট পেয়ে যায় গ্রাহকরা। হয়রানির শিকার হয় দালালদের বিশেষ চিহ্নবিহীন আবেদনকারীরা।

ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকের দাবী

রাজকোষ চুরির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দায়ী

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : রাজকোষ চুরির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে দায়ী করেছে ফিলিপাইনের সেই রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংক (আরসিবিসি)। তারা বলেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক এই রাজকোষ চুরিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে। ব্যাংকের নজরদারি কর্তৃপক্ষ (মনিটরিং অথরিটি) তাদের অবহেলাকে ধামাচাপা দেয়ার মাধ্যমে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল ব্যাংক যেন বলির পাঁঠা না হয়। ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকের বিরুদ্ধে মামলা করতে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভের প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক আহ্বান জানিয়েছে এমন এক রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ মন্তব্য করেছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

এতে বলা হয়, শনিবার এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি বলেছেন, ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাভিত্তিক ওই ব্যাংকটিকে (আরসিবিসি) সমূলে উৎপাটন করতে চান তিনি। এ ছাড়া রয়টার্স ওই মন্তব্যের পর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভের সঙ্গে যৌথভাবে আরসিবিসির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করতে চাইছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এ খবর প্রকাশিত হয়। মঙ্গলবার এর জবাবে একটি বিবৃতি দিয়েছেন আরসিবিসির আইন বিভাগের প্রধান জর্জ ডেলা কস্তা। তিনি বলেছেন, আইনগতভাবে যতটুকু দরকার তার সবটুকু ফিলিপাইনের সিনেট ও এর রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিচিত ব্যাংকো সেন্ট্রাল এনজি ফিলিপাইন-এর কাছে প্রকাশ করেছে আরসিবিসি। পক্ষান্তরে বি বি (বাংলাদেশ ব্যাংক) যতদূর পারে তার সবটাই গোপন করেছে। সত্য প্রকাশে বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছে তারা। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের টাকা নিউ ইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ থেকে চুরি করে হ্যাকাররা। এতে চুরি করা অর্থের কিছুটা পাঠানো হয় শ্রীলঙ্কার একটি ব্যাংকে। কিন্তু একটি নামের বানান ভুল লেখায় সেই টাকা রক্ষা পায়। কিন্তু কমপক্ষে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার পাঠানো হয় ফিলিপাইনে। সেখানকার রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের ম্যানিলাভিত্তিক একটি শাখায় পাঠানোর পর ওই টাকা নগদায়ন হয়ে চলে যায় বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে। সেখান থেকে ক্যাসিনো হয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। এরপর প্রায় দু’বছর কেটে গেছে। কিন্তু এর জন্য কে দায়ী সে বিষয়ে একটি শব্দও জানা যায়নি। অন্যদিকে ম্যানিলা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্ধার করতে পেরেছে প্রায় এক কোটি ৫০ লাখ ডলার। এর বেশির ভাগই উদ্ধার করা হয়েছে ম্যানিলার এক জাঙ্কেট অপারেটরের কাছ থেকে। এ নিয়ে ভিতরে ভিতরে অনেক কথা বলা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সর্বশেষ মন্তব্যের জবাবে আরসিবিসির জর্জ ডেলা কস্তা তার বিবৃতিতে বলেছেন, এই রাজকোষ চুরিতে সুনির্দিষ্টভাবে আংশিক ভাবে দায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা দেখাতে তাদের অস্বীকৃতি আছে। এটা ঘটনাকে অব্যাহতভাবে ধামাচাপা দেয়ার নামান্তর। এ ছাড়া বিশ্বজুড়ে সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে যে প্রচেষ্টা রয়েছে তার ওপর একটি অহিতকর প্রচেষ্টা। বাংলাদেশ ব্যাংকের অবহেলার স্পষ্ট শিকার আরসিবিসি। উল্লেখ্য, চুরি করা অর্থের স্থানান্তর ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য গত বছর ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরসিবিসিকে রেকর্ড ১০০ কোটি পেসো (বা ২ কোটি ডলার) জরিমানা করে। জর্জ ডেলা কস্তা বলেন, এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে এ কাজে জড়িত এমন একজন ব্যক্তিকেও শনাক্ত করা হয়নি। আর আদালতে দণ্ডিত হওয়া তো আরো পরের কথা।

কোথা থেকে ফিরে আসছেন তাঁরা

এখনো নিখোঁজ

সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক মোবাশ্বার হাসান, সাংবাদিক উৎপল দাস, ব্যবসায়ী সৈয়দ সাদাত আহমেদ, কল্যাণ পার্টির মহাসচিব আমিনুর রহমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইশরাক আহম্মেদ

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : এই শহরে হঠাৎ 'নিখোঁজ' বা গুম হওয়া মানুষগুলোর মধ্যে যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকেও কোনো তথ্য আদায় করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাঁরা কোথা থেকে ফিরেছেন, কে বা কারা তাঁদের ধরে নিয়েছিল, কোথায় রাখা হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছুই আর জানা যাচ্ছে না। এ রহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশেরও খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় না। যদিও এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রচলিত সন্দেহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিকে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ফিরে আসার পরও লোকগুলো নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারেন না বলেই তাঁরা চুপ থাকেন। আর এভাবে ধরে বা তুলে নিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতির কারণে মানুষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আস্থা হারাচ্ছে। দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আবার অপরাধীদের জন্যও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে অপকর্ম করা সহজ হয়ে উঠছে।

আবার 'নিখোঁজ' হওয়া বা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগের বেশ কয়েক দিন পরে অনেককেই গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মাঝের সময়টা তাঁরা কোথায় ছিলেন; এ বিষয়ে পুলিশের সাধারণ জবাব, 'গা ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁরা।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের জনসংযোগ ও গণমাধ্যম বিভাগের উপকমিশনার মাসুদুর রহমান বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ বিধিমোতাবেক তদন্ত কার্যক্রম চালিয়ে থাকে।

গুম হওয়ার পরে ফিরে আসার অন্তত ২০টি ঘটনা ঘেঁটে কিছু সাধারণ প্রবণতা পাওয়া যায়। এ ঘটনাগুলোর প্রায় সব ক্ষেত্রেই 'প্রশাসনের লোক', র‍্যাব বা ডিবির পরিচয় ব্যবহার করা হয়েছে। অপহরণকারীরা সবাই খুবই পেশাদার বা প্রশিক্ষিত। আর কোনো ঘটনাতেই অপহরণের পরে মুক্তিপণ বা চাঁদা দাবি করা হয়নি।

হংকংভিত্তিক এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন (এএইচআরসি) ও দেশীয় মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের হিসাব অনুযায়ী, ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮ বছর ৯ মাসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৯৫ জন নিখোঁজ হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁদের মধ্য থেকে ৫২ জনের লাশ পাওয়া গেছে। ফিরে এসেছেন ১৯৫ জন। গত ২২ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত গত সাড়ে তিন মাসে

অনিরুদ্ধ রায়

রুকনুজ্জামান

শামীম আহমেদ

১৫ জন 'নিখোঁজ' হন। তাঁদের মধ্যে ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ রায়, জামালপুরের সরিষাবাড়ী পৌরসভার মেয়র রুকনুজ্জামান ও ব্যাংক কর্মকর্তা শামীম আহমেদকে ধরে নেওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ছয়জনকে পরে বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। এখনো নিখোঁজ আছেন ছয়জন। তাঁরা হলেন কল্যাণ পার্টির মহাসচিব আমিনুর রহমান, সাংবাদিক উৎপল দাস, ব্যবসায়ী ও বিএনপির নেতা সৈয়দ সাদাত আহমেদ, কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইশরাক আহম্মেদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোবাশ্বার হাসান ও সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান।

ফিরে এসে চুপ

এ পর্যন্ত যাঁরা নিখোঁজ হওয়ার পর ফিরে এসেছেন, সবাই চুপ থেকেছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তেমন উচ্চবাচ্য করেনি।

২০১১ সালের ১৭ নভেম্বর মালিবাগ হোসাফ টাওয়ারের সামনে থেকে একসঙ্গে সাতজনকে অপহরণ করা হয়। তাঁরা হলেন মো. মিরাজ (২৬), মো. দিদার (২৮), জসীমউদ্দীন (৩৫), মো. আকাশ ওরফে বাহার (২৯), শেখ সাদী (৩৮), আরিফ হোসেন (২৮) ও মো. জুয়েল (২২)। অপহরণের পর আকাশের ক্রেডিট কার্ড নিয়ে দুই অপহরণকারী শান্তিনগর এলাকার ব্র্যাক ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে কিছু টাকাও তুলে নেয়। সেই টাকা তোলার সময় বুথে রাখা সিসি ক্যামেরায় তাদের ছবিও ওঠে। সেই ছবি প্রথম আলোতেছাপাও হয়েছিল। কিন্তু অপহরণকারী কারা, তা আজও জানা যায়নি।

ওই সাতজনের মধ্যে মিরাজ ও সাদীকে কয়েক ঘণ্টা পর গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর কয়েক দিন পর জসীমউদ্দীনের লাশ পাওয়া যায় আশুলিয়া এলাকায়। বাকি চারজনের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা এখনো অজানা। কারা তাঁদের ধরে নিয়ে গেল, তা উদ্‌ঘাটিত হয়নি। মিরাজ ও সাদীর সঙ্গে ঘটনার পরপর যোগাযোগ করা হলেও তাঁরা এ বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি।

চট্টগ্রামের স্বর্ণ ব্যবসায়ী মৃদুল চৌধুরীর অপহরণ ও ফিরে আসার ঘটনা দেশব্যাপী আলোচিত হলেও আজও জানা যায়নি কারা এ কাজ করেছিল। র‍্যাব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সোনা লুটের মামলা করার পর ২০১৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তুলে নেওয়া হয় মৃদুলকে। ছয় দিন পরে কুমিল্লার বুড়িচং এলাকায় মৃদুলকে ফেলে যাওয়া হয়। কারা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি পুলিশের পক্ষ থেকে।

নিখোঁজ হওয়ার পরে বিএনপির নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ কী করে ভারতে গিয়ে আবির্ভূত হলেন, সেটা এখনো একটা রহস্য। সালাহউদ্দিন এখনো দেশে ফিরতে পারেননি। ২০১৫ সালের ১০ মার্চ রাতে উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের ১৩-বি নম্বর সড়কের একটি বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা সালাহউদ্দিন আহমদকে ধরে নিয়ে যায়। ১২ মে সালাহউদ্দিনের খোঁজ মেলে ভারতের মেঘালয়ের শিলংয়ে।

অপহরণের পর উত্তরা ৩ নম্বর সেক্টরের নিরাপত্তাকর্মী ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম আলোকেবলেছিলেন, তাঁকে ধরে নেওয়ার আগে ওই বাসার কাছেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পিকআপ দাঁড়ানো ছিল। ওই পিকআপে আসা সদস্যরা সেখানে কর্তব্যরত ৩ নম্বর সেক্টর কল্যাণ সমিতির নিয়োগ করা নিরাপত্তাকর্মীদের কাছে ১৩-বি নম্বর সড়কটির অবস্থান জানতেও চেয়েছিলেন। শুরু থেকেই সালাহউদ্দিনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেই দায়ী করে আসছে তাঁর দল ও পরিবার। তবে সালাহউদ্দিন আহমদের স্ত্রী হাসিনা আহমেদ প্রথম আলোকেবলেন, তিনি এখন মোটামুটি সুস্থ। তাঁকে দেশে আনার চেষ্টা চলছে। আর কারা তাঁকে ভারতে নিয়ে গেল, এ বিষয়ে জানতে পুলিশ কোনো তৎপরতা চালাচ্ছে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনার তদন্তের নানা দিক নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলার পর গত বছরের ১৬ মার্চ নিখোঁজ হন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তানভীর হাসান জোহা। এক সপ্তাহ পর ২৩ মার্চ জোহাকে বাড়িতে দিয়ে যান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকেরা। জোহা বিমানবন্দর সড়কে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করছিলেন বলে পরিবারকে জানান কর্মকর্তারা।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড হওয়া সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরীকে গত বছরের ৪ আগস্ট পুরান ঢাকার আদালতপাড়া থেকে ডিবি পরিচয়ে ধরে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ তাঁর পরিবার ও আইনজীবীদের। সাত মাস পর ২ মার্চ হুম্মামকে ধানমন্ডি এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়। হুম্মামকে কারা তুলে নিয়েছিল, তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। হুম্মামও আর মুখ খোলেননি।

হুম্মামকে তুলে নেওয়ার পাঁচদিন পর ৯ আগস্ট রাতে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড হওয়া মীর কাশেম আলীর ছেলে আইনজীবী আহমেদ বিন কাশেমকে তাঁর মিরপুরের বাসা থেকে একদল লোক তুলে নিয়ে যায় বলে তাঁর স্ত্রী তাহমিনা আক্তার অভিযোগ করেন। এখন পর্যন্ত তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ
TAJ ACCOUNTANTS
HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs
Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843
Our Popular Services
- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Nurujjaman

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk
We are registered licence holder in public practice

‘সম্ভ্রম বাঁচাতে আমি কেঁদেছি, ওরা হেসেছে’

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : প্রতি কক্ষে একজন করে নারী। সবাই স্বল্পবসনা। সবসময় সুন্দর, পরিপাটি থাকতে হয় তাদের। চার তলা বাড়ির ফ্ল্যাটের ভেতরেই রয়েছে পার্লার। যাবতীয় সাজগোজ করতে হয় সেখানেই। ফ্ল্যাটের সামনে সার্বক্ষণিক থাকে একজন প্রহরী।

প্রতি সপ্তাহে এই বাসার নারীদের স্থানান্তর করা হয়। নতুন নারীদের এনে রাখা হয় এখানে। দিনে-রাতে পুরুষদের আনা-গোনাতো আছেই। ফ্ল্যাটের একটি কক্ষ টর্চার সেল হিসেবে পরিচিত। কেউ কথার অবাধ্য হলেই তার ওপর নেমে আসে নির্যাতন। খাওয়া বন্ধ। কথায় কথায় মারধর। এমনকি ইলেকট্রিকের শকও দেয়া হয়। এভাবেই বাধ্য করা হয় অনৈতিক কাজে। ভারতের হায়দারাবাদের এই ফ্ল্যাটে রয়েছে অনেক বাঙালি ও রোহিঙ্গা তরুণী। চাঞ্চল্যকর এসব তথ্য দিয়েছেন এই ফ্ল্যাটেই দীর্ঘদিন নির্যাতিত ত্রিশোর্ধ্ব বছর বয়সী এক নারী। মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে সীমান্ত পার করে ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাকে। অনৈতিক কাজ করতে না চাইলে তাকে বেদম প্রহার করা হতো। এক পর্যায়ে গণধর্ষণ করা হয় তাকে। অমানবিক-নির্মম এসব বিষয়ে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

পিরোজপুর জেলার এই নারী থাকতেন ঢাকার পশ্চিম মাতুয়াইলে। স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর দু?ই সন্তান নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই নারী। চাকরি খুঁজছিলেন। চাকরি খুঁজতে গিয়েই কবির নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়। কবিরের পুরো নাম মিরাজ হোসেন কবির। কবির তাকে চাকরি দেবে বলে আশ্বস্ত করে। বেতন মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার। থাকা-খাওয়া কর্তৃপক্ষের। কবিরের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত লুচি ওরফে আঁখি এবং শামীমও তাকে একইভাবে আশ্বাস দেয়। সহজেই আকৃষ্ট হয় ওই নারী। চাকরি হবে ভারতের একটি ক্লিনিকে। সেখানে প্রায়ই যাওয়া-আসা করে কবির। সন্তানদের গ্রামের বাড়িতে মায়ের কাছে রেখে গত ১৪ই আগস্ট রাতে কবিরের সঙ্গে যাত্রা করেন তিনি। ঢাকা থেকে বাসযোগে বেনাপোল। পরে সাতক্ষীরা। সেখানে সীমান্ত এলাকায় সুমন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। ওই বাড়িতে মিলিত হয় আরেক নারী। তাকেও চাকরি দেবে বলে ভারতে নিয়ে যাচ্ছিলো কবির। দুই নারীর মধ্যেই স্বপ্ন খেলা করছিলো, চাকরি হবে। পরিবারে সুখ-স্বস্তি আসবে। সন্তানরা সুখে থাকবে। গভীর রাতে দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পাড়ি দিতে প্রস্তুত হয় কবিরসহ দুই নারী।

সাতক্ষীরার ভোমরা সীমান্ত দিয়ে হেঁটে বন-জঙ্গল পার হয়ে ভারত। ভারতের চাঁদপাড়ার একটি ঝুপড়ি ঘরে রাত কাটে তাদের। সেদিন ছিলো ১৫ই আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা দিবস। সর্বত্র কড়াকড়ি। বাধ্য হয়েই সেখানে আরো দু’রাত কাটাতে হয় তাদের। তারপর চাঁদপাড়া থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ হয়ে কলকাতার হাওড়া। হাওড়াতে ট্রেন মিস করে তারা। ওই সময়ে সন্দেহমূলক অবস্থানের কারণে ওই দুই নারীকে আটক করে পুলিশ। কিন্তু কবিবের তদবিরে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেয়া হয় তাদের। ট্রেনযোগে হাওড়া থেকে হায়দারাবাদ। নেরেডমিটের শ্রী কলোনির ১৩৫ নম্বর বাড়ি। সঞ্জুর ঘর হিসেবেই পরিচিত। দালালদের হোতাদের একজন সঞ্জু। ওই বাড়ির ফ্ল্যাটে আনার পর দীর্ঘ বিশ্রাম। তারপর গোসল শেষে শুরু হয় রূপসজ্জা। চুল থেকে পা। প্রসাধনীর সঙ্গে পরিচর্চা। ততক্ষণে কবির ফিরে তার আসল চরিত্রে। অবাক-বিস্ময়ে তা দেখে ঢাকা থেকে পাচার হওয়া এই নারী। নতুন নাম দেয়া হয় নারীর। পূজা। পূজাকে ওয়েস্টার্ন পোশাক পরতে দেয়া হয়। মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি হতে বলা হয় তাকে। পূজা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কিছুতেই ওই পথে পা দেবে না। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। পূজা জানায়, কবির তাকে বলেছিলো- ‘এই কাজে টাকা বেশি পাবি। টাকা রুজি করতে আসছিস। কি করে টাকা রুজি করলি তা কেউ দেখবে না। কাজ কর।’ এভাবেই পূজাকে রাজি করানোর চেষ্টা করা হয়। এক পর্যায়ে টর্চার সেলে নিয়ে মারধর করা হয় তাকে। রাজি না হলে মেরে বস্তায় ফেলে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয় সঞ্জু। ওই রাতেই পরপর সাত যুবক তাকে ধর্ষণ করে। পূজা বলেন, ‘প্রতি রাতেই মাতালরা আমাকে নিয়ে খেলা করতো। শরীরে মদ ঢেলে দিতো। নাচতে বলতো। রক্ষা পেতে চিৎকার করেছি। কান্না করেছি। ওরা শুধু হেসেছে। পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিলো না। বাইরে সবসময় প্রহরী থাকতো।’

খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য পূজাকে সেখানে নাচ শেখানো হয়। দিনে-রাতে চলতো নির্যাতন। সেই সঙ্গে মাতাল খদ্দেরদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায়ের জন্য নাচতে হতো। নাচতে না চাইলে বা খদ্দেররা কোনো অভিযোগ দিলে মারধর করতো সঞ্জু। প্রায় সময়ই সিঁদুর, শাঁখা পরে থাকতে হতো তাকে। এ বিষয়ে পূজা জানান, সেখানে বাঙালি হিন্দু মেয়েদের চাহিদা বেশি। শ্রী কলোনির ওই বাড়িতে পূজাসহ আরো অনেক মেয়ে ছিলো। প্রতি সপ্তাহে ওই বাড়িতে নতুন মুখ আনা হতো। এক সপ্তাহ পর তাদের অন্যত্র পাঠানো হতো। এই চক্রের হোতাদের মধ্যে রয়েছে রঞ্জিত, বাপ্পি, সুনীল, গণেশ, সুমন, রবিনসহ আরো অনেকে। ভারতের হায়দারাবাদ, কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বইতে রয়েছে তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রামে রয়েছে কবিরের মতো তাদের দালাল চক্র। মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নারীদের ভারতে নিয়ে যায় তারা। বিনিময়ে চক্রের হোতাদের কাছ থেকে আদায় করে লাখ লাখ টাকা। পূজা জানান, অন্যদের বাইরে পাঠানো হলেও তাকে বাসার বাইরে কোথাও পাঠানো হতো না। কারণ তাদের ধারণা ছিলো পূজা যে কোনো সময় পালাতে পারে। একই কারণে তার শরীর বিক্রি করে আয় করা টাকার ভাগও তাকে দেয়া হতো না। পূজা জানান, একপর্যায়ে অভিনয় করে তাদের আস্থা অর্জন করেন। তখন তাকে কিছু টাকাও দেয়া হয়। পাহারা কমানো হয়। ওই সময়ে একজন খদ্দের পান যার বাড়ি বেনাপোলে। লিটন নামের ওই ব্যক্তি ভারত থেকে প্রায়ই পণ্য আমদানি করেন। তাকে অনুরোধ করেন দেশে নিয়ে যেতে। অতঃপর লিটনের সহযোগিতায় গত ২৭শে নভেম্বর ওই বাসা থেকে বের হন। পূজা বলেন, ‘লিটন বলেছিলো তরে আমি বেনাপোল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো। তারপর হের লগে আমি পলাইয়া আসছি।’

লিটনের পাসপোর্ট দেখিয়েই ট্রেনের টিকিট নেয়া হয়। আবার ভারতের ২৪ পরগনার চাঁদপাড়া সীমান্ত। সন্ধ্যা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা ফসলি জমিতে লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। দালালের মাধ্যমে রাত ১০টায় নৌকায় চড়েন। তারপর জঙ্গল দিয়ে হাঁটতে হয়েছে কিছু সময়। আবার রাতের অন্ধকারে বরফের মতো ঠাণ্ডা পানিতে নামতে হয়েছে। ছদ্মনামধারী পূজা জানান, গলাসম পরিমাণ পানি দিয়ে সীমান্ত পার হতে হয়েছে। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন সাতক্ষীরার একটি বাড়িতে। খবর পেয়ে সেখান থেকে পূজাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন মানবাধিকারকর্মী আলমগীর সেলিম। হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড হেল?থ ফাউন্ডেশনের এই কর্মী বলেন, এই মেয়েকে যারা পাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এই মেয়ের মতো অনেকে ভারতের বিভিন্ন পতিতালয়ে, বাসায় বন্দি জীবনযাপন করছে। তাদের উদ্ধার করা উচিত। এ জন্য সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

ভূমিমন্ত্রীর সাংবাদিক পেটানো ছেলে হাজতে

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : পাবনায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু এমপির ছেলে এবং তার ক্যাডার বাহিনী চার সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করা মামলায় ভূমিমন্ত্রীর ছেলে শিরহান শরীফ তমালের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত ।

বুধবার বেলা ১টার দিকে পাবনার আমলী আদালত-১-এ ভূমিমন্ত্রীর ছেলে শিরহান শরীফ তমাল স্বেচ্ছায় হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেন। আদালতের বিচারক অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম জামিন নামঞ্জুর করে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ২৯ নভেম্বর পাবনার রূপপুরে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভূমিমন্ত্রীর পুত্র ও তার ক্যাডার বাহিনীর হামলায় আহত হন সময় টিভি, এটিএন নিউজ, ডিবিসি নিউজের পাবনা প্রতিনিধিসহ এক ক্যামেরাপার্সন।

এ ঘটনার ঈশ্বরদী উপজেলা যুবলীগ সভাপতি ভূমিমুন্ত্রীর ছেলে শিরহান শরীফ তমাল ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব সরকারের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২৫/৩০ জনকে আসামি করে ঈশ্বরদী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

এদিকে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ, সমাবেশ ও মানববন্ধন অব্যাহত রেখেছেন পাবনায় কর্মরত সাংবাদিকরা।

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL
Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
Example, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।
আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com
Serving for last 8 years
(We do not help CAB/TRADE Insurance)
TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

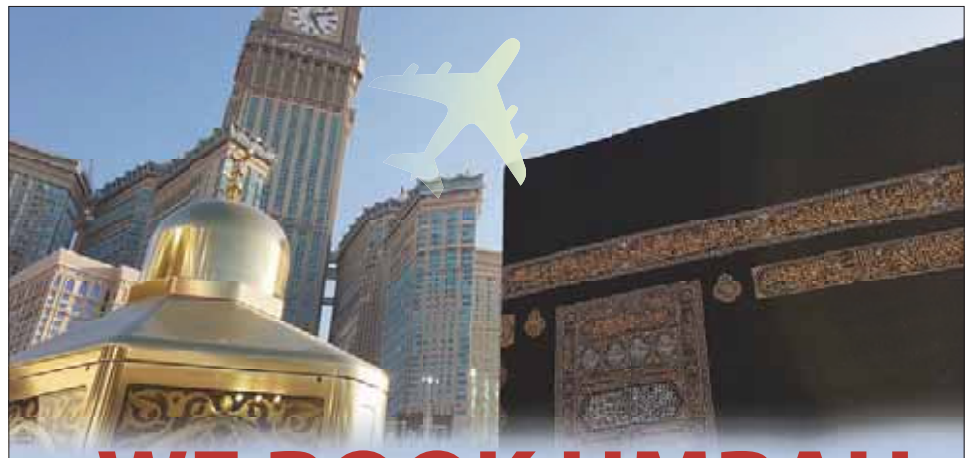

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE
TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA
TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO
388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

লন্ডনে শোকসভায় বক্তারা

শিক্ষক রুহুল আমিন ছিলেন মানুষ গড়ার সুদক্ষ কারিঘর, নিঃস্বার্থ সমাজসেবী

বিয়ানীবাজারের ঐতিহ্যবাহী পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রয়াত রুহুল আমিন স্মরণে পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ উদযাপন পরিষদ, যুক্তরাজ্য'র উদ্যোগে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক মনজ্জির আলীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সদস্য সচিব ও মরহুমের সহপাঠী আলহাজ ছমির উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক কয়ছর উদ্দিন জালাল। সভায় বিদ্যালয়ের প্রয়াত সকল শিক্ষক ও ছাত্রের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শোকসভায় প্রয়াত শিক্ষক রুহুল আমিনের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের কথা তুলে বক্তব্য রাখেন শতবর্ষ উদযাপন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ শামসুদ্দিন খান, পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ শরফ উদ্দিন, ডা. আব্দুল কাদির, কয়ছর উদ্দিন জালাল, বিলাল মোহম্মদ ফাহিম, সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আলহাজ বদরুজ্জামান বদর, যুগ্ম সদস্য সচিব ফয়জুল হক, লুৎফুর রহমান ছায়াদ, কার্যকরী সদস্য হেলাল উদ্দীন আহমদ, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মজুমদার মিয়া, যুক্তরাজ্য জাসদ নেতা মো: রেদোয়ান খান, কবি নজরুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা আবুল হোসেন অদুদ, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আব্দুর রহিম শামীম, বিয়ানীবাজার জনকল্যাণ সমিতি ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক আনেয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ হাজী ফখরুল ইসলাম, ইউনাইটেড বিয়ানীবাজারের প্রতিষ্ঠাতা রাহুল এ রহমান, সাবেক ছাত্রনেতা নুর উদ্দিন লোদী, যুবনেতা শিহাব উদ্দিন, প্রজন্ম'৭১ যুক্তরাজ্যের আহ্বায়ক মো: বাবুল হোসেন প্রমূখ।

সূচনা বক্তব্যে উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ও প্রয়াত শিক্ষকের সহপাঠী প্রবীণ সাংবাদিক ও সাবেক কাউন্সিলার শাহাব উদ্দিন আহমদ বেলাল অশ্রুসিক্ত নয়নে স্কুল জীবন ও কর্মজীবনের নানা স্মৃতি তুলে ধরেন। এ সময় স্মরণ সভায় এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সভায় রুহুল আমিনকে একজন পরোপাকারী ও সমাজসেবক হিসেবে আখ্যায়িত করে বক্তারা বলেন, তাঁর মানবিকতাবোধ আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বক্তারা বলেন, প্রয়াত শিক্ষক রুহুল আমীনকে সৎ, ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও মানুষ গড়ার সুদক্ষ কারিঘর এবং সর্বোপরি একজন হৃদয়বান নিঃস্বার্থ সমাজসেবী ছিলেন। বক্তারা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। বক্তারা একজন কৃতীমান ব্যক্তি হিসাবে রুহুল আমীনের নামে বিয়ানীবাজারে একটি রাস্তা অথবা যেকোন ভবনের নামকরণের দাবি জানান।

সভায় বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র লন্ডন প্রবাসী পৌরসভাধীন ফতেপুর গ্রামের হাজী আতাউর রহমান আপ্তাব হাজী, বার্মিংহাম প্রবাসী নয়াগ্রামের (বড়দেশ) হাজী আলা উদ্দিন এবং দুর্বৃত্তদের হামলায় নির্মমভাবে নিহত সুপাতলা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

শেষে হাফিজ মওলানা কাজী আহমদ হাসান এবং হাফিজ মওলানা সাজ্জাদুর রহমানের পরিচালনায় এক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, রুহুল আমিন গত ৩০ নভেম্বর সিলেটের একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র নির্বাচন সম্পন্ন

জকিগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা, নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ডস প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের দ্যা অট্রিয়াম হলে সংগঠনের সভাপতি মসিউর রহমান শাহিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শামীম শাহানের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ধর্ম সম্পাদক মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন। বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুছ ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক শামীম শাহান। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় পর্বে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের অ্যাওয়াডর্স প্রদান করা হয়।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আলহাজ্ব ঈসমাইল আলী, শিহাব আহমদ চৌধুরী সাবু, মাওলানা শেহাব উদ্দিন।

সভায় মোঃ হামিদুর রহমান চৌধুরী আজাদকে সভাপতি, মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছকে সাধারণ সম্পাদক ও আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমনকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ২০১৭-১৯ সালের জন্য সংগঠনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু, মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল, বাবুল আহমদ, জুবের লস্কর, জয়নাল আবদীন চৌধুরী, মাজহারুল ইসলাম মহসিন, মো: ফেরদৌস মাসুদ, যুগ্ম সম্পাদক একেএম মাছুম, রাসেল আলম চৌধুরী বাবু, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছিত মুকুল, হাসনাত চৌধুরী, সহ কোষাধ্যক্ষ রাশেদুল হক চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক আহমদ, শাহ সালাহ উদ্দিন সুহেল, শাহ নেওয়াজ বদরুল, আহমদ আব্দুল হালিম, দেলওয়ার হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এসি আজাদ চৌধুরী, সদস্য সম্পাদক সুজন চৌধুরী, মহিলা সম্পাদিকা মিসেস তাহনাজ চৌধুরী, শিক্ষা সম্পাদক মিফতাহ চৌধুরী, সহ শিক্ষা সম্পাদক মো: ফাদ্বলুর রহমান, ধর্ম সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোছলেহ উদ্দিন, সমাজ সেবা সম্পাদক মাসুক আহমদ, অফিস সম্পাদক বদরুজ্জামান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেহাব উদ্দিন লস্কর, নির্বাহী সদস্য হারুনুর রশিদ চৌধুরী, মাওলানা মোঃ আব্দুর রব, মসিউর রহমান শাহীন, শামীম শাহান, মোঃ আতিকুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Instant Cash Service
ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM
*T&C Apply

barakah Whitechapel
131 Whitechapel Road
London E1 1DT, 020 7247 2119
(Oposite East London Masjid)

barakah Manor Park
425 High St North Manor Park
London E12 6TL, 020 8552 6067
(Oposite Baitur Rahman Masjid)

প্রতি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Taka Rate Line : 020 7247 0800

বার্মিংহাম লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে শানে মুস্তাফা (সাঃ) কনফারেন্স

আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে রাসুল (সাঃ)কে ভালোবাসতে হবে

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে ইউকে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স'র উদ্যোগে এক শানে মুস্তাফা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির ব্যবস্থাপনায় এবং আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এমএ কাদির আল হাসান এবং পরিচালনা করেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির কো-অর্ডিনেটর মাওলানা রফিক আহেমদ ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী।

কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র সভাপতি, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাদিসে নববীর অন্যতম খাদেম, বাহরাইন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শায়েখ ড. নাজি ইবনে রাশিদ আল-আরাবী আল আজহারী, লন্ডন ব্রিকলেন জামে মসজিদের খতিব, দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডনের মুহাদ্দিছ মাওলানা নজরুল ইসলাম।

কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হুছামুদ্দীন চৌধুরী বলেন, মানুষের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা। রাসূল (সাঃ) এর প্রতি মহব্বত ছাড়া কারো ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। তিনি বলেন, রাসুলে পাক (সাঃ) কে অনুসরণ করতে হলে তাঁকে ভালোবাসতে হবে। আর তাঁকে ভালোবাসতে হলে তাঁর সুমহান চরিত্র এবং আল্লাহ প্রদত্ত অতুলনীয় মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শায়েখ ড. নাজি ইবনে রাশিদ আল-আরাবী আল আজহারী বলেন, রাসূল (সাঃ) হচ্ছেন গোটা মানবজাতির সরদার। আল্লাহ তাবারাকা ওতায়ালা তাঁকে গোটা বিশ্ব জাহানের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি রাসুল (সাঃ) এর একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত আমি রাসুল (সাঃ) তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমন কি দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় না হই।

কনফারেন্সে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বার্মিংহামের ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ইয়ার নাইনের ছাত্র মোঃ আব্দুল মুনিম ও নাশিদ পরিবেশন করেন শামছুদ্দোহা শিল্পী গোষ্ঠী। শায়েখ ড. নাজি ইবনে রাশিদ আল-আরাবী আল আজহারী'র আরবী ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করেন দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডনের শিক্ষক মাওলানা মারুফ আহমদ।

কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্যান্ডওয়েল কাউন্সিলের মেয়র, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ফাউন্ডার মেম্বার কাউন্সিলার আহমেদ উল হক এমবিই, বাংলাদেশ মালটিপারপাস সেন্টারের চেয়ারম্যান, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ফাউন্ডার মেম্বার আলহাজ নাছির আহমদ, বার্মিংহাম সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদের খতিব হাফিজ মাওলানা সাব্বির আহমদ, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ কাজী আংগুর মিয়া, হাজী কামরুল হাসান চুনু মিয়া, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের সেক্রেটারি মোঃ মিসবাউর রহমান প্রমূখ। শেষে বিশ্বের মুসলমানদের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুক্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আনজুমানে আল-ইসলাহ ইউকে'র গ্রান্ড কনফারেন্স

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র দেশব্যাপী কর্মসুচির অংশ হিসেবে সেন্ট্রাল কাউন্সিলের উদ্যোগে এক গ্রান্ড কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ ডিসেম্বর শনিবার লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের প্রেসিডেন্ট আল্লামা হাফিজ আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী ও সাইদ আহমদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত গ্রান্ড কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাহরাইন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শায়েখ ড. নাজী বিন রাশীদ আল আরাবী আল আজহারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরব আমিরাতের সাবেক বিচারপতি ও বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র সাবেক সভাপতি শায়খুল হাদিস আল্লামা হবিবুর রহমান, মিশরের ক্বারি ইয়াসির আবদুল বাছিত। কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ব্রিকলেন জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী প্রমূখ।

গ্রান্ড কনফারেন্সে বক্তারা বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভালবাসা লাভের জন্য তাঁর হাবীব (সাঃ)কে ভালবাসতে হয়। আর রাসূলে পাক (সাঃ) এর মহব্বতই ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহর রাসূলের মহব্বত লাভ এবং প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ঈদে মীলাদুন্নবী (সাঃ) মাহফিল। মহিফিলে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে 'দ্যা ফাস্ট স্পিং' নামে একটি স্মারকের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুফতি আশরাফুর রহমান, মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, মাওলানা সাদ উদ্দীন সিদ্দিকী, মাওলানা আবদুল মালিক, মাওলানা আবদুল কাহহার, হাফিজ কয়েছুজ্জামান, মাওলানা আবদুর রহমান নিজামী, মাওলানা আবদুল মতিন, মাওলানা হাফিজ হেলাল উদ্দিন, হাফিজ আব্দুস শহিদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ওয়েলসে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও ব্যবসায়িক সফলতা শীর্ষক সেমিনার এবং গালা ডিনার

'বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স'র উদ্যোগে ওয়েলসে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও ব্যবসায়িক সফলতা শীর্ষক এক সেমিনার এবং বার্ষিক গালা ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর ওয়েলসের নিউপোর্টের একটি হলে বিবিসি ওয়েলস এর জনপ্রিয় উপস্থাপিকা লুসি ওয়েনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় ও সংগঠনের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দিলাবর আলী হোসেনের স্বাগত বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

এবারের বিষয় ছিল ক্ষমতায়নে এবং ব্যবসায়ীক ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা। মহিলাদের ব্যবসায়ীক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক অথবা পুরুষতান্ত্রিক অসহযোগিতাকে এড়িয়ে, কিভাবে তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করা যায়, মুলত এ উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কেবিনেট সেক্রেটারি মার্ক ড্রেকফোরড, রুশনারা আলী এমপি, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর শরিফা খান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। ডবলিউ বিসিসি'র সেক্রেটারি জেনারেল মাবস নুরের ধন্যবাদ বার্তা পাঠ করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি সিইও বাউজো শামছুন নেয়ার আলী, সিইও কার্ডিফ এয়ারপোর্টের এর ডেব বারবার, সলিসিটর শাকিলা আহমদ প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রুবাইয়াত, রাজা কাশেফসহ অন্যান্যরা। গালা ডিনারে আগত অতিথিরা অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মহানগরী খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবেশ

জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণার স্বীকৃতি বাতিল করতে হবে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে এক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ ডিসেম্বর রোববার রাতে পূর্ব লন্ডনের একটি হলে শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফয়েজ আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ শাহনুর মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ ও মাওলানা নাজিম উদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগরীর সহ সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আরমান আলী, বায়তুলমাল সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব সৈয়দ আরজুল ইসলাম প্রমূখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, জেরুসালেমে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস অবস্থিত। জেরুসালেম অসংখ্য নবী-রাসূলের স্মৃতি-বিজড়িত মুসলিমদের পবিত্র ও ঐতিহাসিক স্থান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানীর স্বীকৃতি দিয়ে সারা বিশ্বের মুসলিমদের হৃদয়ে আঘাত দিয়েছেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্বব্যাপী ঘৃণিত ব্যক্তি ও ধিক্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। বক্তারা বলেন, এ ঘোষণা

বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের এক নতুন অংশ আর ট্রাম্প তাদের চর হয়ে এ কাজ করছেন। জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানীর ঘোষণা কখনো মেনে নেয়া যায় না। বক্তারা অবিলম্বে এ স্বীকৃতি বাতিল করার আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কাশীনাথ আলাউদ্দিন হাইস্কুলের শতবর্ষ উদযাপন

মৌলভীবাজারের ঐতিহ্যবাহী কাশীনাথ আলাউদ্দিন হাইস্কুল ও কলেজের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে গত ১০ ডিসেম্বর রোববার দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডনের একটি হলে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ময়িজ মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মুজাহিদ জায়গিরদার ও জামাল আহমদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান কেএম আবু তাহের চৌধুরী, উপদেষ্টা সৈয়দ মনোহর আলী, মশাহিদুর রহমান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, কমিউনিটি নেতা আব্দুল হান্নান তরফদার, মবশির আলী, আব্দুস সোবহান শামিম, শাহ সবুজ আহমদ প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কাশীনাথ ঘোষ ও খান বাহাদুর আলাউদ্দিন চৌধুরী এবং শিক্ষকদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং স্কুলের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে 'শতাব্দীর আলো' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের সন্নিকটে ফ্লাট বিক্রি

সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের সন্নিকটে শ্যামলী আবাসিক এলাকায় ৮ ডেসিমেল জায়গার উপর নির্মিত একটি বাসা বিক্রি হবে। সাড়ে ৫তলা ফাউন্ডেশনের বাসায় ইতোমধ্যে এক তলার (দুই ইউনিট) কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তিনটি কার পার্কিং আছে। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact : UK: 07719 176 159.
Bangladesh 0088 01761 886 439
E: latifa.miah@sky.com

(WD: 44/04-01/05)

সিলেটের মেজরটিলায় ফ্লাট বিক্রি

সিলেট শহরতলীর মেজরটিলাস্থ মোহাম্মদপুরে নির্মাণাধীন প্যারাডাইস টাওয়ারে তিন বেড রুমের একটি ফ্লাট বিক্রি হবে।

মুল রোডের কাছাকাছি টাওয়ারের অবস্থান। ৮ তলা বিশিষ্ট টাওয়ারের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: F. Uddin:
07701 021 248

(WD: 42-45)

সিলেট শাহপরান সুরমা গেইটে বাণিজ্যিক জমি বিক্রয়

সিলেট শাহপরান সুরমা গেইটের বাইপাস পয়েন্টে মার্কেটসহ ১০ শতাংশ বাণিজ্যিক জমি বিক্রয় হবে। মার্কেটটি সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় আছে। জায়গাটুকু সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পয়েন্টে অবস্থিত। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ: সোহেল আহমদ 07908 645 292

(WD: 44/04-03/05).

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

ভটেশ্বরে প্লট বিক্রি

সিলেটের ভটেশ্বর সেনানীবাসের সম্মুখে ওয়ালি হাউজ আবাসিক প্রকল্পে জরুর ভিত্তিতে সাড়ে ৭ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: F Uddin
07701 021 248

(WD: 42-45)

ঢাকা জিগাতলায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকার জিগাতলা এলাকায় ১১০০ স্কয়ার ফিট আয়তনের তিন বেড রুমের একটি ফ্লাট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। দুটি এটাস্ট ও একটি কমন বাথরুম রয়েছে। তিনটি বারান্দা আছে। দক্ষিণ দিকের বারান্দা বড়, লম্বা ও দৃষ্টিনন্দন। দুটি লিফট রয়েছে।

১২ তলা বিশিষ্ট টাওয়ারের অষ্টম তলায় ফ্লাটটি অবস্থিত। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact-
079881 01569
07969 855 528

(WD: 40-43)

ব্রাইটনে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

ব্রাইটনের বগনার রেজিস, মিডলটন অন সি এলাকায় ৫৬ সীটের একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৫ হাজার পাউন্ড। রেইট নাই। উপরে ৫ রুমের ফ্লাট আছে। ২০ বছরের অপেন লীজ রয়েছে। সপ্তাহে ৫/৬ হাজার পাউন্ডের ব্যবসা হয়। দাম ৬০ হাজার পাউন্ড। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হচ্ছে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: Mr. Babu: 07939 173 921

(WD: 41-44)

বার্নেটে টেকওয়ে বিক্রি

নর্থ লন্ডনের বার্নেট এলাকায় একটি টেকওয়ে বিক্রি হবে। রেন্ট সপ্তাহে ১৭৫ পাউন্ড। রেইট নাই। ব্যবসা ভালো। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact:
Juel Ahmed - 07940 996 850
Murad: 07533 302 734

(WD: 40-43)

আপমিনস্টারে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

এসেক্সের আপমিনস্টার এলাকায় ৪৬ সিটের একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট ও রেইট বার্ষিক ২৫ হাজার পাউন্ড। ১৪ বছরের অপেন লীজ রয়েছে। রেস্টুরেন্টের উপরে দুই বেডরুমের ফ্লাট আছে। বছরে ১০ হাজার পাউন্ড ভাড়া পাওয়া যায়। বর্তমানে ভাড়াটিয়া আছেন। মালিকের অসুস্থতাজনিত কারণে বিক্রি হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ: মি: আলী : 07930 817 369/
07943 124 978

(WD: 44/04-03/05).

ফ্রাইড চিকেন শপ বিক্রি

পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকায় একটি ফ্রাইড চিকেন শপ জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৫ হাজার পাউন্ড। রেইট ৫২০০ পাউন্ড। ব্যবসা সপ্তাহে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact- S Miah: 0777 1151 282

(WD: 40-43)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD

Secretary
British Bangladesh Traditional
Doctor's Association in The UK

257a Whitechapel ROAD
(1ST FLOOR)
London E1 1DB

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk
খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

- Extension
- Plumbing
- Tiling
- Loft Conversions
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে বিএনপির বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে গত ১০ ডিসেম্বর রোববার বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করছে যুক্তরাজ্য বিএনপি। বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট আওয়ামী বাকশালী অবৈধ সরকার কর্তৃক অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের পরিকল্পিতভাবে গুম-খুন, নিপীড়ন-নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য বিএনপি এ বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে।

যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এমএ মালিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা গুম-খুন, নিপীড়ন-নির্যাতিত নেতাকর্মীর ছবি সম্বলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড বহন করে অবৈধ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করেন। প্রচন্ড ঠান্ডা ও তুষারপাত উপেক্ষা করে যুক্তরাজ্য বিএনপি, জোনাল কমিটি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতাকর্মীরা এ বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান, হুমায়ুন কবির, ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান মুজিব, যুক্তরাজ্য বিএনপির উপদেষ্টা আলহাজ্ব তৈমুছ আলী, সহ সভাপতি প্রফেসর এম ফরিদ উদ্দিন, গোলাম রাব্বানী, গোলাম রাব্বানী সোহেল, সাবেক সহ সভাপতি শাহ আকতার হোসেন টুটুল, যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান, কামাল উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরি, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক এমদাদ হোসেন টিপু, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সদস্য আলহাজ্ব সাদিক মিয়া, এডভোকেট তাহির রায়হান চৌধুরী পাভেল, মেসবাউজ্জামান সোহেল, সহ সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, খসরুজ্জামান খসরু, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আবু সায়েম, লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি তাজুল ইসলাম, বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এনামুল হক লিটন, যুক্তরাজ্য বিএনপির যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ খান হেভেন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আবু নাসের শেখ, সহ সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সদস্য কামাল চৌধুরী, আব্দুল বাসিত বাদশা, আমিনুর রহমান আকরাম, এজে লিমন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ সভাপতি শফিকুল ইসলাম রিবলু, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, সাধারণ সম্পাদক এসএম লিটন, সেন্ট্রাল লন্ডন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সামাদ, সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট বিএনপির সভাপতি হাজী এমএ সেলিম, এনফিলড বিএনপির সভাপতি হেলাল উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফয়জুল হক, পোর্টসমাউথ বিএনপির সভাপতি আব্দুল আহাদ, সাসেক্স বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শামিম আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাওলানা শামিম আহমেদ, লন্ডন মহানগর বিএনপির সহ সভাপতি আব্দুর রব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোমান আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সোহেল শরীফ মোহাম্মদ করিম, সহ কোষাধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউর রহমান, দপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম মাসুক, সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মাকসুদুল হক, সহ পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ আকবর, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ওমর গনি, সদস্য ফখরুল ইসলাম, আরিফুল হক, রেজাউর রহমান চৌধুরী রাজু, শাকিল আহমদ, মোঃ জামাল হোসাইন, ইমরান হোসেন, শাহনেওয়াজ জুয়েল, একেএম নেছার উদ্দিন, মোহাম্মদ রাশেদ আলম, মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ, হাসান জাহেদ, যুবদলের সভাপতি রহিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমেদ শাহিন, সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, জাসাসের প্রধান উপদেষ্টা নাজিমুল ইসলাম লিটন, জাসাস সভাপতি এমাদুর রহমান এমাদ, সাধারণ সম্পাদক তাজবির চৌধুরী শিমুল, যুবদল নেতা আব্দুল হক রাজ, দেওয়ান আব্দুল বাছিত, সৈয়েদ লায়েক মোস্তাফা, আকতার হোসাইন শাহিন, বাবর চৌধুরী, সুরমান খান, শাজাহান হোসেন, আবুল খয়ের, শাহেদ আহমেদ, সুয়েদুল হাসান, মোশারফ হোসেন, শাকিল আহমেদ, মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া, শাকিল আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ সভাপতি ডালিয়া লাকুরিয়া, যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শিমু, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জাহেদুর রহমান, জাসাসের যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান বাবলু, আব্দুল মোতালিব লিটন, মোঃ সফিউল ইসলাম মুরাদ, মাহবুবুর রহমান, ফজলে রহমান পিনাক, রেজাউল করিম রিকি, ফুয়াদ আহমেদ, মনির আহমেদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ ইউকে'র ঘোষনা

জাতিসংঘের নির্দেশনায় বিশ্বের সকল দেশে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর, থেকে দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। 'সার্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ তারিখকে নির্ধারণ করা হয়। এ ঘোষণা ছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নবরূপে সৃষ্ট জাতিসংঘের অন্যতম একটি বৃহৎ অর্জন।

১৯৫০ সালের ৪ ডিসেম্বর, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩১৭তম পূর্ণ অধিবেশনে ৪২৩(৫) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সদস্যভূক্ত দেশসহ আগ্রহী সংস্থাগুলোকে দিনটি তাদের মতো করে উদযাপনের আহ্বান জানানো হয়।

তবে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এ ঘোষনা করা হয়েছিল আজ বিশ্বে একচ্ছত্র প্রভাব ও দারিদ্র বিস্তার যেন সে অধিকারকে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু যেভাবে হউক দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বর্জন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখে এ মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে।

এ লক্ষ্যে প্রচেষ্ঠায় আমাদের সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সাধ্যমত এলক্ষে কাজ করে যাওয়ার প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ইউকে শাখা বিশেষ করে প্রবাসীদের দেশীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। এতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

বিস্থারিত জানতে হলে যোগাযোগ করুন, মো. রহমত আলী (সভাপতি) মোবাইল-০৭৯৫৭ ৬৯০৫৬৪ অথবা কাউন্সিলার আয়াস মিয়া (সাধারণ সম্পাদক) মোবাইল-০৭৯৬১৫৬৬০৬৬।

রহমত আলী
সভাপতি

মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজা
সহ সভাপতি

কাউন্সিলার আবদুল মুকিত চুনু এমবিই
সহ সভাপতি

এলাইছ মিয়া মতিন
সহ সভাপতি

কাউন্সিলার মোঃ আয়াস মিয়া
সাধারণ সম্পাদক

আবুল হোসেন
সহ সাধারণ সম্পাদক

শেখ মুদাব্বির হুসেন (মধু মিয়া)
সহ সাধারণ সম্পাদক

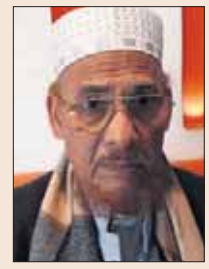
মাওলানা রফিক আহমেদ
কোষাধ্যক্ষ

আব্দুল হান্নান
সহ কোষাধ্যক্ষ

আব্দুল আজিজ
সাংগঠনিক সম্পাদক

ব্যারিস্টার নাবিলা রফিক
আইন বিষয়ক সম্পাদক

মোহাম্মাদ শরীফুজ্জামান
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

বদরুজ্জামান বাবুল
সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

তাহের কামালী
দপ্তর সম্পাদক

মো: সানু মিয়া
নির্বাহী সদস্য

এম এ মান্নান
নির্বাহী সদস্য

শাহ মুনিম
নির্বাহী সদস্য

ফারুক মিয়া
নির্বাহী সদস্য

নজরুল ইসলাম
নির্বাহী সদস্য

মিসবাহ উদ্দিন আহমেদ
নির্বাহী সদস্য

সৈয়দ জহুরুল হক
নির্বাহী সদস্য

লিমা কুরেশি
নির্বাহী সদস্য

আঙ্গুর আলী
নির্বাহী সদস্য

মিসবাহ জামাল
নির্বাহী সদস্য

ইসলাম উদ্দিন
নির্বাহী সদস্য

এসোসিয়েট মেম্বারদের মধ্যে রয়েছেন নছির মিয়া, মানিক মিয়া, এ নূর, আমিনুর রহমান খান, হাসনাত খান, ফারুক আহমদ, আমির উদ্দিন আহমদ, আব্দুল হক হাবিব, আলহাজ্ব রইছ আলী ও সৈয়দ আহবাব হোসেন।

হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশ ইউকে কার্যনির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকে'র মজলিসে কিয়াদতের সভা

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার আহ্বান

বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকে'র মজলিসে কিয়াদতের এক সভা গত ৯ ডিসেম্বর শনিবার ইস্ট লন্ডন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণায় তীব্র প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। নেতৃবৃন্দ মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পকে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতপূর্ণ, অন্যায় ও অশান্তি সৃষ্টির এই সিদ্ধান্ত হতে বিরত থাকার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওআইসি, আরব লীগ, আমেরিকার মিত্র যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, তুরস্ক, সৌদি আরবসহ সকল মুসলিম দেশ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আকস্মিক ও অদূরদর্শী একক সিদ্ধান্তের বিরোধী। মুসলিম বিশ্বের আপামর জনগণ এ অন্যায়, একক ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি এবং কখনো মেনে নিতে পারবে না। নেতৃবৃন্দ মনে করেন, মধ্য প্রাচ্যের শান্তি পক্রিয়া বিনষ্ট হবে। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার ও মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস এর মর্যাদা হারাবে। এ সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী ও জাতিসংঘের সকল ডিকলারেশনের পূর্ণ লংঘন। এতে প্রমাণিত হয়, মার্কিন প্রশাসন ঈসরাইল তোষণের পক্ষে।

নেতৃবৃন্দ সকল মুসলিম দেশ, সংস্থা ও নেতৃবৃন্দকে একত্রিত হয়ে গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে জোরদার করে যুক্তরাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্ত ও স্বীকৃতি বাতিল করার প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও উন্নতির লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকে'র মজলিসে কিয়াদতের সদস্যরা হচ্ছেন- হাফেজ মাওলানা শামছুল হক, চেয়ারম্যান কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটস, শেখ আব্দুল কাউয়ুম, ইমাম ও খতিব ইস্ট লন্ডন মসজিদ, হাফেজ মাওলানা আবু সাঈদ চেয়ারম্যান শরীয়া কাউন্সিল ইউকে, হাফেজ মাওলানা আব্দুল জলীল সভাপতি আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে, মাওলানা শোয়েব আহমদ সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে, মাওলানা আব্দুল কাদের সালেহ সভাপতি খেলাফত মজলিস ইউকে, মাওলানা একে মওদুদ হাসান ইমাম ও খতিব পিকাডেলী মসজিদ, মাওলানা জমশেদ আলী সভাপতি মাজাহিরুল উলুম লন্ডন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাবেক ইমাম সাউথ এন্ড মসজিদ, মুফতি শাহ সদরুদ্দীন সভাপতি জমিয়তে উলামা ইউরোপ, শেখ ইমদাদুর রহমান মাদানী প্রিন্সিপাল মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসা, হাফেজ মাওলানা আবুল হোসাইন ইমাম ইস্ট লন্ডন মসজিদ, মুফতি মাওলানা আব্দুল মোস্তাকিম প্রিন্সিপাল মদীনাতুল খায়ের আল-ইসলাম, মাওলানা আব্দুল মালিক ইমাম বায়তুল আমান মসজিদ, মাওলানা মুমীনুল ইসলাম ফারুকী উলামা কাউন্সিল দাওয়াতুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা শফিকুর রহমান আল কুরআন ইন্সস্টিটিউট লন্ডন, শায়েখ মাহমুদুল হাসান ইমাম সাউথ এন্ড মসজিদ, মাওলানা জিল্লুর রহমান চৌধুরী ইমাম ব্রিকলেন মসজিদ, মাওলানা সাদিকুর রহমান ইমাম আল-আকসা মসজিদ ডকল্যান্ড। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পপলার সেন্ট্রাল মসজিদের উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত

পপলার সেন্ট্রাল মসজিদের উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালন উপলক্ষে এক ওয়াজ মাহফিল গত ২ ডিসেম্বর শনিবার মসজিদের প্রধান হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদের ইমাম হাফিজ আব্দুস শহীদের সভাপতিত্বে ও মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ নূরুদ্দীন আহমদ ও সেক্রেটারি আব্দুল মুমিনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন শায়খুল হাদিস আল্লামা হবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল ইউকে'র পরিচালক আল্লামা জিসান আল কাদরী, মাওলানা নূরুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল কাহহারসহ ব্রিটেনের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামগণ।

ওয়াজ মাহফিলে বক্তারা বলেন, শুধু বছরে এক দিন ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করলেই হবে না, সাথে সাথে মহানবীর আদর্শকে সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। তবেই ইহকাল ও পরকালের মুক্তি পাওয়া যাবে।

মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মসজিদ কমিটির ট্রেজারার হাজী কবির মিয়া, হাজী আনছার মিয়া, আশরাফুজ্জামান, মানিক মিয়া, হাজী ছানা মিয়া, আব্দুস সত্তার, ক্বারি শেখ মনোয়ার হোসেন, ক্বারি আব্দুল মুহিত প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে'র সাধারণ সভা

জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণার তীব্র নিন্দা

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে'র এক সাধারণ সভা গত ৯ ডিসেম্বর শনিবার পূর্ব লন্ডনের একটি কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউকে জমিয়তের সভাপতি শায়েখ মুফতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব মাওলানা মামনুন মহিউদ্দীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারি মাওলানা মোদাসিসর আনোয়ার। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউকে জমিয়তের প্রধান উপদেষ্টা ক্বারি মাওলানা আব্দুল করীম, ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুল আজিজ সিদ্দিকী, ইউরোপ জমিয়তের মহাসচিব সৈয়দ মাওলানা মোশাররফ আলী, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব, মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, ইউকে জমিয়তের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা সাদিকুর রাহমান, হাফিজ জুবায়ের আহমেদ, ইউকে জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জসিম উদ্দীন, মাওলানা হুসাইন আহমদ, মাওলানা উবায়দুর রাহমান প্রমূখ।

সভায় প্রায় ৭০ বছরের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি লঙ্ঘন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করায় বক্তারা তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তারা বলেন, জেরুসালেমে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস হচ্ছে ইসলামের প্রথম কিবলা। এই বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)সহ সকল নবীরা ইমামতি করেছেন। বক্তারা বলেন, মুসলমানদের এই পবিত্র স্থানকে কোন ভাবেই বিশ্ব বিবেক, বিশ্বের মুসলমান ইসরাইলের রাজধানী মানবেনা। বক্তারা জাতিসংঘ ও ওআইসিসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র প্রধানের কাছে জেরুসালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষণা করার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে জমিয়তের যুব বিষয়ক সম্পাদক মুফতি আজীম উদ্দীন, ট্রেজারার মুফতি বুরহান উদ্দীন, মাওলানা লুৎফুর রাহমান, সাহিত্য সম্পাদক মুফতি লুৎফুর রাহমান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামছুল হক, সমাজ বিষয়ক সম্পাদক হাজী শায়েস্তা মিয়া, মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মাওলানা রায়হান হুসাইন, হাফিজ মুশতাক আহমদ, মুফতি আব্বাস খান, হাজী জুবায়ের আহমদ, হাজী আব্বাছ মিয়া, হাজী আব্দুল কালাম, হাফিজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, হাফিজ ওয়ালিদুর রাহমান, হাফিজ মুশাররাফ আহমদ, মাওলানা সাদিকুর রাহমান, হাজী আসাদ রাহমান প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিসিএ এসেক্সের সভায় আনডকুমেন্টেড শ্রমিকদের বৈধতা প্রদানের জোর দাবি

বৃটেনের কারি শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন বিসিএ এসেক্স রিজিয়নের নতুন আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর বুধবার হারলোর গার্ডেন অব ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টে বিসিএ এসেক্স রিজিয়নের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় বিসিএর সিনিয়র সভাপতি প্রবীণ ক্যাটারার্স জামাল উদ্দিন মকদ্দুসের সভাপতিত্বে এবং এসেক্স রিজিয়নের যুগ্ম আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ফরহাদ হোসেন টিপুর পরিচালনায় এবং সদস্য আব্দুল সুফানের সার্বিক আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বিসিএর নতুন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সালেহ আহমদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র ক্যাটারার্স সিরাজ আলী, আশরাফ হোসেন মুকুল, আব্দুল হক, নাজাম উদ্দিন নজরুল, আলতাফ হোসেন, আফজল হোসেন, সালেহ আহমদ, ইশতিয়াক হোসেন দুদু, তৌরিছ মিয়া, রওশন আহমদ, নাজমুল হক, বদরুল উদ্দিন রাজু, সুয়েবুর রহমান চৌধুরী, আনোয়ার আহমদ মুরাদ, আব্দুল কুদ্দুছ, বুরহান উদ্দিন বাবুল প্রমূখ।

সভায় কারি শিল্পের বর্তমান সংকটের বিষয় উল্লেখ করে এ গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে বাঁচাতে বৃটেনে অবস্থানরত সকল আনডকুমেন্টেড বাংলাদেশীকে বৈধতা প্রদান করার জন সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়। এছাড়া বিসিএ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিসিএ এসেক্স রিজিয়নের নতুন আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সভায় আগামী ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিএ এসেক্স রিজিয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য বিএনপির বিবৃতি

অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মিডিয়ায় সংবাদ প্রেরণ না করার আহবান

যুক্তরাজ্য বিএনপির অধীনে অনুষ্ঠিত যে কোন সভা সমাবেশের সংবাদ দলের অনুমোদিত ব্যক্তি অথবা অনুমতি ছাড়া মিডিয়ায় প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকতে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ। গত ১১ ডিসেম্বর রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক একযৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, দলীয় এই নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র মোতাবেক শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে যথাযথ সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আল-ইসলাহ নিউহ্যাম শাখার ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন

আনজুমানে আল ইসলাহ নিউহাম শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) মাহফিল গত ২৯ নভেম্বর বুধবার নিউহ্যামের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল ইসলাহ নিউহ্যাম শাখার সভাপতি আলহাজ্ব আখার আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইনামুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শায়খুল হাদিস মোঃ হাবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পপলার সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব হাফিজ আব্দুস শহিদ, দারুল হাদিস লতিফিয়ার লন্ডনের ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল কাহার, আল ইসলাহ গ্রেটার লন্ডন ডিভিশনের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য কামাল হুসাইন, শাহজাহান মিয়া ছানা, আফাজ উদ্দিন ইহদাজ, আশিক আহমদ, নূরুল ইসলাম, ক্বারি গোলাম মাওলানা। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল কাদির। নাশিদ পাঠ করেন ক্বারি আব্দুল মুহিত ও হাফিজ শানুর আহমদ।

মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা হাফিজ কয়েছ উজ্জামান, মাওলানা আব্দুল বাছির কয়েছ, মাওলানা সেলিম উদ্দিন, ক্বারি গোলাম আজম, মাওলানা আমিন উদ্দিন, ডা. বাবরুল হোসেন বাবুল, তফাজ্জ আলী, মাওলানা আলী হোসেন, সৈয়দ বদরুল হোসেন, হাজী আব্দুল হক, আব্দুস শহীদ, শাহিন মিয়া, দ্বীন চৌধুরী প্রমূখ। শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শেখ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র কমিটি গঠিত

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিশ্বনাথ উপজেলার অলংকারী ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের শেখ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত শেখ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এক সভায় শেখ আব্দুল হাইকে সভাপতি, শেখ হারুনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক, শেখ রেজাউল করিম রাজুকে কোষাধ্যক্ষ এবং শেখ সাবুল আলীকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি শেখ ইসতিয়াক আলম রুমেল, শেখ সেলিম আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল হালিম, সহ কোষাধ্যক্ষ শেখ আমিনুর রশিদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক শেখ সায়ীদা নূর, সহ মহিলা সম্পাদিকা শেখ ফারহানা, সহ মহিলা সম্পাদিকা শেখ তানিয়া রহমান তান্নি, প্রকাশনা সম্পাদক শেখ ফাহিম, দপ্তর সম্পাদক শেখ আলতাব আলী, সহ দপ্তর সম্পাদক শেখ কলিম আহমদ। প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার শানুর আলী মামুন, উপদেষ্টা শেখ আছাব আলী ও শেখ মিজানুর রহমান। উল্লেখ্য, শেখ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র মাধ্যমে এলাকার অসহায় গরিব মানুষের সাহায্য সহযোগিতার পাশাপাশি ও শেখ পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সম্প্রীতি গড়ে তুলা হবে বলে জানানো হয়। শেখ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র মূল শ্লোগান হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করা সম্ভব। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কলচেস্টারে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের মতবিনিময় ও ডিনার পার্টি

এসেক্স'র রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সম্মানে কলচেস্টারে এক মতবিনিময় সভা ও ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ইশতিয়াক হোসেন দুদুর আমন্ত্রণে গত ৪ ডিসেম্বর সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন ব্যবসায়ী শেখ আব্দুল খালিক।

মতবিনিময় সভায় রেস্টুরেন্ট ব্যবসার বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে করণীয় এবং নতুন প্রজন্মকে এ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করতে মেইনস্ট্রিম ব্যবসার সাথে সমন্বয় করে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া সভায় এসেক্স'র রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের সাথে আরো বেশি যোগাযোগ ও সমন্বয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ ক্যাটারার্স

সিরাজ আলী, তওরিছ মিয়া, মিছবাহ উদ্দিন, নিজাম উদ্দিন নজরুল, এলাইছ মিয়া কামালী, সৈয়দ ওয়াহিদুল হাসান, দিলোওয়ার আহমেদ, নাজ আহমেদ, মজির উদ্দিন, আব্দুল হক, বদরুল উদ্দীন রাজু, আফজল হোসেন, এমএ হক, আলতাফ হোসেন, জাবেদ আহমেদ, বুরহান উদ্দনি বাবুল, বাহার উদ্দিন টনি, আব্দুর রহিম রঞ্জু, নজরুল ইসলাম রাজু, তারেক রহমান তুহীন প্রমূখ। শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান

কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র অর্থায়নে ও মৌলভীবাজার জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির সহযোগিতায় কুলাউড়ায় সহস্রাধিক অসহায়-গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও ল্যান্স সংযোজন করা হয়েছে। গত ৩ ডিসেম্বর রোববার সকাল ১০টায় কুলাউড়া পৌরসভা প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী চিকিৎসা সেবার উদ্বোধন করেন মোঃ আব্দুল মতিন এমপি।

দিনব্যাপী চক্ষু শিবিরে কুলাউড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রায় ১৮০০ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ২৮৭ জন রোগীকে মৌলভীবাজার বিএনএসবি হাসপাতালে ল্যান্স সংযোজন করা করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে লন্ডন থেকে টেলিকনফারেন্সে চক্ষু শিবির পরিচালনায় সংশ্লিষ্টদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র সভাপতি রেজাউল হায়দার রাজু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান ও কোষাধ্যক্ষ অলিউর রহমান চৌধুরী ফাহিম।

চক্ষু শিবির পরিচালনা কমিটির সভাপতি পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ এনামুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আসম কামরুল ইসলামের পরিচালনায় চক্ষু শিবির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চৌধুরী মোঃ গোলাম রাব্বী, কুলাউড়া পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব শফিউল আলম ইউনুছ, কুলাউড়া ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ সৌম্য প্রদীপ ভট্টাচার্য সজল, কেন্দ্রীয় জাসদ নেতা গিয়াস উদ্দিন আহমদ, মৌলভীবাজার জেলা পরিষদ সদস্য মোঃ আব্দুল মানিক, সাবেক চেয়ারম্যান মুকিম উদ্দিন আহমদ, বিএনএসবির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশাহিদ আলী, সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ মুজিব, কুলাউড়া পৌরসভার প্যানেল মেয়র ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়নাল আবেদীন বাচ্চু, কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রেদওয়ান খান, কুলাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আতাউর রহমান আতা, কুলাউড়া পৌরসভার কাউন্সিলর ইকবাল আহমদ শামীম, হারুনুর রশীদ, জামায়াত নেতা রাজানুর রহিম ইফতেখার, কুলাউড়া ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম শামীম, কুলাউড়া উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও চক্ষু শিবির পরিচালনা কমিটির প্রচার সম্পাদক মোঃ আব্দুস শহিদ, প্রেস ক্লাব সম্পাদক খালেদ পারভেজ বখশ, কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মুহিবুল ইসলাম রিপন, সংবাদকর্মী মাহফুজ শাকিল, মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সামছুদ্দিন বাবু প্রমূখ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কর্মধা ইউপি চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান আতিক, জাতীয় পার্টি নেতা আলাউদ্দিন আহমদ, যুবলীগ নেতা তাজ খান, মোস্তাক আহমদ ও জাহাঙ্গীর আলম, সাপ্তাহিক সীমান্তের ডাক পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার মোক্তাদির হোসেন, দৈনিক বিজয়ের কণ্ঠ পত্রিকার প্রতিনিধি সুমন আহমদ, সাপ্তাহিক কুলাউড়ার সংলাপ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ইউসুফ আহমদ ইমন, প্রিয় কুলাউড়ার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাইমিনুল ইসলাম মাহিনসহ কুলাউড়ার বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে শামীমের বিরুদ্ধে রুমার মামলা, তোলপাড়

সিলেট, ১১ ডিসেম্বর : ব্যবসায়ী মার্জিয়া বেগম রুমার মামলায় ফের তোলপাড় শুরু হয়েছে সিলেট নগরীর অভিজাতপাড়া উপশহরে। এবারও রুমার মামলায় আসামির কাঠগড়ায় আলোচিত যুবলীগ নেতা শামীম ইকবাল। সঙ্গে উপশহরের 'নিয়ন্ত্রক' আরো কয়েক জন যুবলীগ নেতাও। সম্প্রতি দায়ের করা এই মামলা নিয়ে গতকাল পালটাপালটি স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে মহানগর পুলিশ কমিশনারের কাছে। ব্যবসায়ী রুমা আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সকালে স্মারকলিপি দেন। আর দুপুরে গিয়ে রুমার মামলাকে মিথ্যা দাবি করে স্মারকলিপি দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের নামে উপশহর 'নিয়ন্ত্রক' কয়েকজন নেতা। এদিকে শামীম ইকবাল ও রুমার দ্বন্দ্বে অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন শাহজালাল উপশহরের ব্যবসায়ীরা। তারা এই দ্বন্দ্ব, মামলা-পা"া মামলা নিরসনে পুলিশ প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে আছেন।

সিলেটের উপশহরের ব্যবসায়ী মার্জিয়া বেগম রুমা। গত কয়েক বছর ধরে উপশহরের মেইন রোডে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। অন্যদিকে শামীম ইকবাল হচ্ছেন সিলেটের আলোচিত যুবলীগ নেতা। উপশহরে বিতর্কিত ঘটনা ঘটলেই জড়িয়ে পড়েন শামীম ইকবাল। আলোচনায় আসে তার নাম। এছাড়া যুবলীগ ও ছাত্রলীগের একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। এ কারণে উপশহরের নানা ঘটনায় শামীম ইকবাল হস্তক্ষেপও করেন। নিজের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালান। প্রায় এক বছর ধরে উপশহরের ই-ব্লকের ব্যবসায়ী রুমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব শামীম ইকবালের। রুমা জানিয়েছেন, চাঁদাবাজির ঘটনায় প্রতিবাদী হয়ে উঠলে তিনি শামীম ইকবালের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ান। এরপর থেকে উপশহরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলে শামীম ইকবাল তাকে দমন করতে তার কলেজপড়ুয়া ছেলে তামিম আহমদকে আসামি করে ২২ দিন কারাবরণ করিয়েছে। এর আগে উপশহরের সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি সহ নানা ঘটনার কারণে তিনি শামীম ইকবাল ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছিলেন। এই দুটি মামলা বর্তমানে পুলিশের দুটি সংস্থার তদন্তে রয়েছে। এতোসব ঘটনার পরও উপশহরে পরিবেশ স্বাভাবিক হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে উপশহরের মেইন রোডে রুমা বেগমের দোকানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। উপশহরের যুবলীগ ক্যাডার সাব্বির আহমদ কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার দিন গত ২১শে নভেম্বর এ ঘটনা ঘটে। রুমার ওয়ান অ্যান্ড হান্ড্রেড নামের দোকানটিতে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। এ সময় তারা ক্যাশও লুট করে। এ ঘটনার মীমাংসার জন্য প্রথমে ব্যবসায়ীরা এবং পরে এলাকার মানুষ সমঝোতার চেষ্টা চালালেও বিষয়টি সমাধানে যায়নি। এক পর্যায়ে রুমা এ ঘটনায় শামীম ইকবালকে প্রধান আসামি করে শাহপরান (রহ.) থানায় মামলা করেন। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের পর গত ৪ঠা ডিসেম্বর মামলাটি পুলিশ রেকর্ড করে আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই পুলিশ আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। মামলা দায়েরের পর প্রকাশ্যে না এলেও শামীম ইকবাল ও তার লোকজন এলাকায়ই অবস্থান করছে বলে অভিযোগ করেছেন রুমা। রুমার দায়ের করা মামলার অন্য আসামিরা হলেন- উপশহরের ই ব্লকের বাসিন্দা সৈয়দ মুহিবুর রহমান মিছলু, ই ব্লকের বাসিন্দা সৈয়দ মাহজারুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা নাহিদুর রহমান সাব্বির, যুবলীগ নেতা জাকির আলম জাকির, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন, ছাত্রলীগ কর্মী কাওছার আহমদ, হাজী জুবায়ের হোসেন, ইসলাম উদ্দিন, রায়হান আহমদ, মোশাহিদ আহমদ, আমিন উদ্দিন, মোমেন আহমদ, ফজলুর রহমান, হুমায়ূন রশীদ সুমন ও আকবর হোসেন। মামলার এজাহারে রুমা বেগম দাবি করেছেন- গত ২১শে নভেম্বর আসামিরা কয়েকটি মোটরসাইকেল ও দুটি সিএনজি নিয়ে তার দোকানে আসে। এ সময় তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তারা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এক পর্যায়ে তারা দোকানের ভেতরে ঢুকে তার কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। তাদের দাবি মতো চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে সন্ত্রাসীরা তার দোকানে ভাঙচুর চালায়। এ সময় তার দোকানে প্রায় দুই লাখ টাকার মালামালের ক্ষতিসাধন করে। এবং যাওয়ার সময় তার দোকান থেকে নগদ ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা লুটে নিয়ে যায় বলে দাবি করেন রুমা। এ ঘটনায় কয়েক দিন পর রুমা শাহপরান থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ তদন্তে নামে। এবং প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পাওয়ার পর মামলা রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শাহপরান থানার ওসি আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযানে রয়েছে। এদিকে এ মামলা দায়ের করার পর ফের উপশহরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। রুমা প্রতিবাদী হয়ে একের পর এক মামলা দায়ের করলেও আসামিরা গ্রেপ্তার হয়নি। এ জন্য ক্ষুব্ধ রুমা গতকাল সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপিতে তিনি দাবি করেন আসামিরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় তিনি ও পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছেন। তিনি জানান, মুহিবুর রহমান মিছলু, শামীম ইকবালরা উপশহরে ভুয়া ব্যবসায়ী সমিতির নামে অরাজকতা চালাচ্ছে। তাদের কারণে উপশহরের ব্যবসায়ীরা তটস্থ বলে দাবি করেন তিনি। ওদিকে রুমার বিরুদ্ধে গতকাল দুপুরে সিলেটের ব্যবসায়ীদের ব্যানারে শামীম ইকবালের লোকজনও গিয়ে অভিযোগ দিয়েছেন। ওই অভিযোগে তারা রুমার দায়ের করা মামলা মিথ্যা ও অসত্য বলে দাবি করেন। এজন্য তারা ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে বলেন, উপশহরের শান্তিশৃঙ্খলা ফেরাতে পুলিশকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উপশহরের ই ব্লকের ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মুহিবুর রহমান মিছলু জানিয়েছেন, রুমার কারণে উপশহরের ব্যবসায়ীরা অনিরাপদ হয়ে উঠেছেন। তিনি একের পর এক মামলা দিয়ে গোটা উপশহরকে অশান্ত করে তুলেছেন। এখন তার দ্বারা উপশহরের ব্যবসায়ীরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানান। এ জন্য তিনি পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন। উপশহরের ডি ও সি ব্লকের ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমদ জানিয়েছেন, ঘটনাটি বিব্রতকর। শামীম ইকবাল ও রুমা বেগমের দ্বন্দ্বে ব্যবসায়ীরা অস্বস্তির মধ্যে রয়েছেন। বিষয়টির একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রয়োজন। এলাকার পরিবেশ শান্ত রাখতে বিবদমান দুই পক্ষকেই শান্ত থাকার অনুরোধ জানান তিনি।

সুনামগঞ্জে ধর্ষণ চেষ্টায় শ্রমিক লীগ নেতা জেলহাজতে

সিলেট, ১২ ডিসেম্বর : সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ১নং ওয়ার্ডের নবীনগর আবাসিক এলাকায় চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক শ্রমিক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার রাতে সুনামগঞ্জ সদর থানা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় রাতেই সদর মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেছেন নির্যাতিত ছাত্রীর মা। গতকাল তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত শ্রমিক লীগ নেতা মলয় চন্দ (৩৫) শহরের নবীনগর ধোপাখালী এলাকার মনিন্দ্র চন্দ'র ছেলে। সে জেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।

নির্যাতিত ছাত্রী স্থানীয় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, রোববার রাতে পৌর এলাকার নবীনগরে বাদল দাসের বাড়ির পাশে নামকীর্তন অনুষ্ঠান চলছিল। ঘর খালি রেখে বাদল দাসের পরিবারের লোকজন কীর্তনে চলে যান। বাদল দাসের পাশেই শ্রমিক লীগ নেতা মলয় চন্দের বোনের বাড়ি। সেও কীর্তনে যায়। কীর্তন চলাকালে খালি বসতঘরে শ্রমিক লীগের নেতা মলয় চন্দ জোরপূর্বক এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।

স্থানীয়রা জানান, নির্যাতিতা ছাত্রীকে নাশতা খাওয়ানোর জন্য ওই বসতঘরে নিয়ে যায় কীর্তনে আসা একই এলাকার তার বিদ্যালয়ের বান্ধবী। বাদল দাসের খালি বসতঘরে ওই দুই ছাত্রীকে পেয়ে একজনকে জাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় মলয় চন্দ। এ সময় অপর ছাত্রী দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করলে স্থানীয়রা মলয় চন্দকে হাতেনাতে আটক করে। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর সুজাতা রানি রায় বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা পাই। স্থানীয়রা মলয়ের ব্যাপারে এর আগেও এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন।

এ ব্যাপারে সদর মডেল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, নির্যাতিত ছাত্রী আমাদের হেফাজতে আছে, শিশুটির মা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

■ Immigration ■ Benefit
■ Family & Children ■ Landlord & Tenant
■ Employment ■ Lease Transfer
■ Litigation ■ Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970
53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

মৌলভীবাজারে দুই ছাত্রলীগকর্মী খুন, গ্রেফতার ৩

সিলেট প্রতিনিধি: মৌলভীবাজারে জুনিয়র-সিনিয়র দ্বন্দ্বে দুই ছাত্রলীগকর্মী খুন হয়েছেন। গত ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মৌলভীবাজা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- শহরের পুরাতন হাসপাতাল রোডের বাসিন্দা আবু বক্কর সিদ্দিকের ছেলে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ আলী সাবাব (২৫) ও সদর উপজেলার দুর্লবপুর গ্রামের বিলাল হোসেনের ছেলে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী মাহি আহমদ (১৭)। ঘটনার সত্যতা সাপ্তাহিক দেশ'কে নিশ্চিত করেছেন মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুহেল আহম্মদ।

জানা যায়, জুনিয়র-সিনিয়র দ্বন্দ্বে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রাবাসের সামনে দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় নিহত আলী সাবাবের মা সেলিনা রহমান চৌধুরী বাদী হয়ে ছাত্রলীগ নেতা আনিসুল ইসলাম তুষারকে প্রধান আসামি করে ১২ জনের নাম উল্লেখ করে আরো ৬/৭ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে গত ৯ ডিসেম্বর শনিবার একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং (জিআর৭/৩৬৩)। এদিকে মামলার এজাহারভুক্ত ৩জনকে গ্রেফতার করেছেন পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- মৌলভীবাজার পৌর এলাকার বেরীরচর গ্রামের ফখরুল ইসলামের ছেলে রুবেল মিয়া, সদর উপজেলার ফতেহপুর এলাকার আনখার মিয়ার ছেলে আল জামিল ও কুলাউড়া উপজেলার পাবই এলাকার কৌশিক দাসের ছেলে কনক দাস। কনক ও জামিল মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়র দশম শ্রেণির ছাত্র।

এদিকে হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাকর্মীর নাম ও ছবি প্রকাশ করেছেন জেলা পুলিশ। গত ৯ ডিসেম্বর শনিবার স্থানীয় ক্যাবল টিভি এমসিএস-এ সৌমিক, তামিম, প্রতীক, আরাফাত ও মাহদির ছবি প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন পুলিশ সুপার ও মডেল থানার ওসি। তাদেরকে ধরিয়ে দিতে অথবা সন্ধান দিলে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

সিলেটে বিয়ের রাতেই বরের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি: বিয়ের পিঁড়িতে বসার বদলে কবরের যাত্রী হলেন সিলেটের কানাইঘাটের মাওলানা ক্বারি জামিল হোসাইন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)। গত ১১ ডিসেম্বর সোমবার মাওলানা জামিলের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করা ছিলো, কিন্তু সেদিন রাতেই তিনি পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে। গত ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিজের বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে সিলেট-তামাবিল সড়কের বাঘের সড়ক এলাকায় মোটরসাইকেল-লেগুনা মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি। গত ১১ ডিসেম্বর সোমবার রাতে সিলেটের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। নিহত জামিল হোসাইন সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বড় চতুল ইউনিয়নের হারাতৈল উপর বড়াই গ্রামের মাওলানা হোসাইন আহমদের পুত্র। তিনি কানাইঘাট বড় চতুল ইউপি ছাত্র জমিয়তে সভাপতি ছিলেন।

গত ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার নিহত জামিল হোসাইনের জানাযার অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে জামিল হোসাইনের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সিলেট ছড়ার ওপর বাড়ি উচ্ছেদ

সিলেট, ১১ ডিসেম্বর : সিলেট নগরীর ৮নং ওয়ার্ড এলাকার কালীবাড়ী ও নোয়াপাড়ায় ছড়ার ওপর নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে সিলেট সিটি করপোরেশন। রোববার সকালে সিসিকের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় ছড়ার ওপর অবৈধভাবে তৈরি করা একটি বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। অভিযান শেষে মেয়র আরিফ বলেন, দীর্ঘদিন থেকে এই ছড়ার অধিকাংশ দখল করে বাড়ি নির্মাণ করে রেখেছিল একটি চক্র। যার কারণে ওই এলাকার পানি প্রবাহে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি হয়ে দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছিল। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ অভিযান চালানো হয়। মেয়র বলেন, এই বাড়ি উচ্ছেদের ফলে সিটি করপোরেশনের ৮নং ওয়ার্ডে আর কোনো জলাবদ্ধতা থাকবে না। পরে মেয়রের নির্দেশে ছড়ার মধ্যে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। অভিযানে সিসিকের কাউন্সিলর ইলিয়াছুর রহমান ইলিয়াছ, নির্বাহী প্রকৌশলী শামছুল হক, প্রকৌশলী তানিম আহমদ সহ সিসিকের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা অংশ নেন।

ভেনেজুয়েলায় নির্বাচনে বিরোধী দল নিষিদ্ধ

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর : ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো বলেছেন, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশটির প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশ নিতে পারবে না। কারণ তারা রোববারের মেয়র নির্বাচনে অংশ নেয়নি। ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত করতে এটি তাঁর আরেকটি পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটের পর মাদুরো বলেন, ভেনেজুয়েলার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেবল ওই দলগুলো অংশ নিতে পারবে, যারা রোববারের মেয়র নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। অন্য দলগুলো আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিষিদ্ধ থাকবে। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো মেয়র নির্বাচন বয়কট করে রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে 'গায়েব' হয়ে গেছে।

অন্যতম বিরোধী দল জাস্টিস ফার্স্ট, পপুলার উইল ও ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন মেয়র নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল গত অক্টোবরে। তাদের অভিযোগ, নির্বাচনের পদ্ধতি পক্ষপাতদুষ্ট এবং তা কেবল মাদুরোর স্বৈরশাসনকেই আরও দৃঢ় করবে।

৩৩৫টি মেয়র নির্বাচনের মধ্যে ৩০০টিতে জয় পেয়েছে মাদুরোর দল। রোববারের নির্বাচনে ৪৭ শতাংশ ভোট পড়েছে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা। বিশ্লেষকদের ধারণা, ফল নিজের পক্ষে নিতে নির্বাচন এগিয়ে আনতে পারেন মাদুরো।

মাদুরোর দাবি, তিনি জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদের আলোকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত আগস্টে গঠিত এই পরিষদে মাদুরোর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে তারা নিজেদের মতো করে নির্বাচনের নীতিমালা পরিবর্তন করতে পারে। এর মাধ্যমে মাদুরো নিজের ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত করতে চাইছেন বলে বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ।

বেশ কয়েক বছর ধরে ভেনেজুয়েলায় অর্থনৈতিক মন্দা যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনীতিবিদকে বন্দী করা হয়েছে। এই বছরের প্রথম দিকে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে ভেনেজুয়েলা। মাদুরো নতুন সংবিধান তৈরির প্রস্তাব দেওয়ার পর বিক্ষোভ শুরু হয়। সংঘর্ষে বহু লোকের প্রাণহানি হয়।

২৯ ধর্ষিতার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এপির রিপোর্ট

মিয়ানমার সেনারা পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করেছে রোহিঙ্গা নারীদের

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর : রোহিঙ্গা নারীদের মিয়ানমারের সেনারা নির্বিচারে ও পরিকল্পিতভাবে ধর্ষণ করত। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ধর্ষণের শিকার ২৯ রোহিঙ্গা নারীর সাক্ষাৎকারের পর এক রিপোর্টে এ কথা জানিয়েছে।

মিয়ানমারের সেনাদের নিপীড়নের শিকার এসব রোহিঙ্গা নারী বেশ কয়েকটি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। পৃথকভাবে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এপির সাংবাদিক। এসব নারী তাদের নাম জানিয়েছেন এপির কাছে। তবে নিজের অথবা স্বজনদের প্রাণনাশের আশঙ্কা থেকে তারা কেবল নামের আদ্যাক্ষর প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। এদের প্রত্যেকের বয়স ১৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার এসব নারী রাখাইন রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা।

এসব নারীর প্রত্যেকের গল্পের ধরন প্রায় একই। এদের ধর্ষকদের প্রত্যেকেই সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত ছিল। এদের অনেকের পোশাকে তারকা ব্যাজ ছিল, আবার কারো পোশাকে তীরের ব্যাজ ছিল। এর মানে হচ্ছে এসব ধর্ষক মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সদস্য।

এর আগে জাতিসঙ্ঘ অভিযোগ করেছিল, রোহিঙ্গাদের নির্মূল করতে

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ধর্ষণকে 'সন্ত্রাসের অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করছে। বার্তা সংস্থা এপির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে জানতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়। তবে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। অবশ্য গত মাসে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাদের অভ্যন্তরীণ তদন্ত রিপোর্টে দাবি করেছিল রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর কোনো নির্যাতনের ঘটনা ঘটেনি।

গত সেপ্টেম্বরে মিয়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে রাখাইন সফরে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাখাইনের সীমান্ত কল্যাণমন্ত্রী ফোন টিন্ট বলেন, এই নারীরা দাবি করছেন– তারা ধর্ষিত হয়েছেন; কিন্তু তাদের শরীরের দিকে তাকান। আপনি কি মনে করেন, ধর্ষিত হওয়ার মতো তাদের শারীরিক আকর্ষণ আছে?

চিকিৎসক ও দাতব্য কর্মীরা বলছেন, ধর্ষণের শিকার নারীদের যে চিত্র তারা পেয়েছেন তাতে বিস্মিত। ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুদের খুব কমসংখ্যকই চিকিৎসার জন্য আসছেন। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা মেডিসিনস স্যানস ফ্রন্টিয়ারসের চিকিৎসকেরা আগস্টের পর থেকে কক্সবাজারে ১১৩ জনকে যৌন সহিংসতার চিকিৎসা দিয়েছেন, যাদের এক-তৃতীয়াংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। তবে সবচেয়ে কম বয়সী ধর্ষণের শিকার শিশুর বয়স ৯ বছর।

বিশ্বে সবচেয়ে বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠী হিসেবে রোহিঙ্গাদের শনাক্ত করেছে জাতিসঙ্ঘ। দেশটিতে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব নেই, নেই কোনো মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের কক্সবাজারের তৃণভূমিতে জীর্ণশীর্ণ শিবিরে বর্তমানে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করছেন।

'এফ' আদ্যাক্ষরের এক নারী জানিয়েছেন, এক মাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামীর বাড়িতে হামলার আগের দিন তিনি জানতে পারেন সেনারা তার বাবা-মাকে হত্যা করেছে ও ভাইয়েরা নিখোঁজ রয়েছে। ওই রাতে সাত সেনা তার স্বামীর ঘরে হামলা চালায়। তারা ওই নারীর স্বামীকে বেঁধে ফেলে এবং মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়। সেনারা যখন তাকে ধর্ষণ করছিল তার স্বামী মুখের বাঁধন আলগা করে চিৎকার করতে শুরু করলে তার বুকে গুলি করে এক সেনা। এ সময় আরেক সেনা তার স্বামীর জিহ্বা কেটে দেয়। সাত সেনা ধর্ষণের পর তাকে ঘরের বাইরে ফেলে রেখে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ওই নারী এক প্রতিবেশী মহিলার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিন মাস পর পাঁচ সেনা ওই বাড়িতে হামলা চালিয়ে প্রতিবেশীর সন্তান ও তার স্বামীকে হত্যা করে। এ সময় তারা ওই প্রতিবেশী মহিলা ও তাকে ধর্ষণ করে চলে যায়।

ধর্ষণ ও হামলার ব্যাপারে অন্য নারীদের দেয়া তথ্যও বর্ণনার সাথে এফের বর্ণনা প্রায় একই। কয়েক জন বলেছেন, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা গ্রাম ঘিরে ফেলে, পুরুষদের থেকে নারীদের আলাদা করে। পরে অন্য কোনো স্থানে নিয়ে গণধর্ষণ করে নারীদের।

এই নারীরা বলছেন, তাদের চোখের সামনেই স্বামীকে পিটিয়ে ও গুলি করে এবং সন্তানদের গলা কেটে হত্যা করতে দেখেছেন। রাতের আঁধারে প্রিয়জনদের মাটিচাপা দিয়েছেন, এমনকি অনেকের লাশ সেখানে ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তারা ধর্ষণের নিদারুণ ব্যথার কথা বলছেন, রক্তপাত নিয়েই বাংলাদেশে এসেছেন দীর্ঘ পথ পায়ে মাড়িয়ে।

ধর্ষণ থেকে বেঁচে এসেছেন রোহিঙ্গা নারী 'এন'। তবে তার স্বামী, দেশ ও শান্তি বলে কোনো কিছুই নেই এখন। তার করারও কিছু নেই। তবে তার আশা, তাদের দুর্দশার কথা হয়তো কেউ শুনবেন।

'আমার আর কিছুই নেই। এখন বলা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।' সেনা পোশাকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এফের কাছে সন্ধ্যার পর এলেও 'কে'র কাছে এসেছে দিনের আলোতে। তিনি বলেন, এটা ছিল আগস্টের শেষের দিকের ঘটনা। উত্তর রাখাইনে নিরাপত্তাবাহিনীর তল্লাশি চৌকিতে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের হামলার পরের ঘটনা। নিরাপত্তাবাহিনী রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের হামলার জবাব দিয়েছে নৃশংস উপায়ে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, রাখাইনে শত শত রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূত্র : আলজাজিরা

কলকাতায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ বিজয় উৎসব

দেশ ডেস্ক, ১১ ডিসেম্বর : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনব্যাপী বাংলাদেশ বিজয় উৎসব। ওই দিন বিকেলে কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশন চত্বরে এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করবেন উপহাইকমিশনার তৌফিক হাসান।

গত ছয় বছর ধরে কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনের উদ্যোগে এই বিজয় উৎসব হয়। এবারের উৎসব চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

১৯ ডিসেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বিশেষ অতিথি থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

এবারও এই উৎসবকে ঘিরে পাঁচ দিনই থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকছে নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, লোকগীতি, বাউলগান, লালন গীতি, আধুনিক গান, নৃত্য, নাটকসহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্য ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবে বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্পী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা। থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত শিল্পীরাও।

বিজয় উৎসবকে ঘিরে আয়োজন করা হয়েছে বাংলাদেশি পণ্যের মেলার। এই মেলায় মিলবে ঢাকাই জামদানি, রাজশাহী সিল্ক, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি, হস্ত শিল্পজাত নানা পণ্য, বাটিক, সিরামিক ও মেলামাইন সামগ্রী। থাকছে কাচ্চি বিরিয়ানি, ভুনা খিচুড়ি, নানা পিঠা, ঐতিহ্যবাহী মিষ্টিসহ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নানা খাবার। প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব।

এদিকে কলকাতায় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনী আয়োজন করেছে বিজয় উৎসবের। এই উৎসবে যোগ দিতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ৭২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যাবেন কলকাতায়। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিজয় উৎসবে যোগ দিতে কলকাতা থেকে যাচ্ছেন ছয় সেনা কর্মকর্তাসহ ৩০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল।

উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সিউলের ড্রোন বাহিনী

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর : উত্তর কোরিয়াকে সামরিক দিক থেকে মোকাবেলার লক্ষ্যে নতুন এক বাহিনী গড়ে তুলছে দক্ষিণ কোরিয়া। আর সেটা হলো ড্রোন বাহিনী। দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদ সংস্থা ইয়োনহ্যাপ এক সামরিক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে খবর দিয়েছে, আগামী বছর এই ড্রোন কমব্যাট ইউনিট চালু হবে এবং এর কারণে যুদ্ধের রীতিনীতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই সামরিক কর্মকর্তা বলছেন, 'এই সেনা ইউনিট গঠন করা হবে 'ড্রোনবট' দিয়ে। অর্থাৎ এতে ড্রোন থাকবে, সেই সাথে থাকবে রোবট। উত্তর কোরিয়ার ক্রমাগত পরমাণু বোমা এবং আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার মুখে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষিণ কোরিয়া তার গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করতে চায় এবং প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে চায়। গত ২৯ নভেম্বর কিম জং আনের নেতৃত্বাধীন পিয়ংইয়াং সরকার সর্বশেষ যে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায় তার পাল্লা যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত বলে দাবি করা হচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার ড্রোন বাহিনীর মূল কাজ হবে দু'টি। প্রথমত, ড্রোনগুলো দিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর নজরদারি চালানো হবে। বিশেষভাবে উত্তরে কোরিয়া যেসব জায়গায় অস্ত্র ও বোমার পরীক্ষা চালায় সেগুলোর দিকে নজর রাখা হবে। দ্বিতীয়ত, এই ড্রোন ঝাঁক বেঁধে শত্রুর ওপর হামলা চালাতে পারবে। ড্রোনকে দূরনিয়ন্ত্রিতভাবে চালানো যায়। তবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তির সুবাদে আকাশে ওড়ার সময় ড্রোনগুলো একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। ফিন্যানশিয়াল টাইমস সংবাদপত্রের খবরে মন্তব্য করা হয়েছে, 'এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। গত বুধবার প্রেসিডেন্ট মুন জা ইন দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাজেটে ৭% বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ

jJ\ou TJSjJAj
mJÄuJPhv yJATKovjJr

ßoJ~ lJ TJoJu A~JTm
ßkKxPcচ, KmKxF

lKu UJj
ßxPâaJKr ß\jJPru, KmKxF

xJAhr ryoJj Krkj
YLl ßa\JrJr, KmKxF

l\u CK¨j
lJymJ~T, KmKxF FS~Jc TKoKa

Kob ßYRirL
xJÄVbKjT xŒJhT, KmKxF

xqJr rJAa IjJPrmu
oJAT ßkKjÅ FoKk

KrYJc ßyKrÅ aj FoKk
Km\Pjx lJ§Jr ßxPâaJKr

xqJr rJAa IjJPrmu
KT~Jr ^JroJr

rJAa IjJPrmu
K^PIj Kaox

ß\J K^Pnjxj FoKk

ßrJvjJrJ IJuL FoKk

ßrJg ßTjmJrL FoKk

TJPrj mJT FoKk

r¦kJ yT FoKk

xJIPuqr FTpV kJr TrPuJ mJÄuJPhvL TKoCKjKar vLw xÄVbj mJÄuJPhv TqJaJrJx FPxJKxP~vj (KmKxF) IqJS~Jc S VJuJ KcjJr IjÔJjÇ Vf 19 jPn'r ßrJmmJr ßxচJu u¥Pjr IKn\Jf ßyJPau kJT kJ\J~ \oTJPuJ @P~J\Pj IjKÔf y~ YuKf mZPrr @xrÇ FPf ßpJV ßhj, KmKav KoKj^Jr, vqJPcJ KoKj^Jr, FoKk, ucx, KmKnj mrJ TJCK¿Pur ßo~r, TJCK¿uJr, vLw mqmxJ~L, ßxKuPmKa ßvl, TKoCKjKa xÄVbPjr kKfKjKixy xJrJ ßhv ßgPT @xJ xlu TqJaJrJxrJÇ
PxKuPmKa ßkP\চJr fJxKjo uKx~J UJj S FPué TjrJPjr kJjmত Ckস্থJkjJ~IjÔJPj ÊÀfA স্থJVf mÜmq rJPUj KmKxFr FS~Jc TKoKar @ymJ~T l\u CK¨jÇ Frkr mÜmq rJPUj KmKxF'r jmKjmJKYf ßkKxPcচ ßoJ~ lJ TJoJu A~JTm, ßxPâaJrL ß\jJPru ßxKumKa ßvl SKu UJj, YLl ßa\JrJr xJAhr ryoJj KmkuÇ kPr mZPrr ßxrJ TJrL KyPrJPhr yJPf fPu ßhS~J y~

KmKxF IqJS~JcPxr

\oTJPuJ

KmKxF IqJS~JcxÇ IjÔJPj IKfKg KyPxPm IÄ
ßr^Prচ Im hq A~Jr S ßvl Im hq A~Jr I
yJPf ßâ^ S xJKaKIPTa fPu ßhj vqJPcJ ßm
xqJr KT~Jr ^JroJr, xJPmT KcPI¿ ßxPâaJrL
FoKk, Km\Pjx @¥Jr ßxPâaJrL KrYJc yJKrÄ
PrJvJjJrJ @uLFoKk, FoKk ÀkJ yT, ku ÛqJ
Kaox FoKk, FP¥J K^PIjxj FoKk, ß\J K^Pr
KVKIf FoKk, ßrJg PâjmJrL FoKk, FqJj ßoA
mJT FoKk, xLoJ oJuPyJ©J FoKk, uc ßvAU,
u¥Pj mJÄuJPhPvr yJATKovJr jJ\ou TJSj
ßY~JroqJj @yPoh Cx xJoJh ßYRirL ß\Kk, I
ßIrPhRx \Kuu, FKaFj mJÄuJ ACPTr KxAS
FjKaKn ACPrJPkr KxAS xJmKrjJ ßyJxJAj,KmK
ßkKxPcচ m\ur rKvh FoKmA, xJPmT ßkKxPc
xJPmT ßxPâaJrL ß\jJPru Fo F oKjoS KmPa
ßo~r S TJCK¿uJrxy ¸¿r kKfÔJPjr kKfKj
ßoJa Kfj TqJaJVKrPf ßhS~J IqJS~JPcr oPi
ßvl Im hqJ A~Jr IqJS~Jcx, @PrJ 11 \jP
Im hqJ A~Jr IqJS~Jcx FmÅ TJrL KvP· KmPv
স্থLTKfস্থÀk YuKf mZr SjJr Im hqJ A~Jr k
TqJjJKr S~Jl VªPkr TKoCKjKa FPI~Jx \JKT
FoKk S ku ÛJKu FoKkPTÇ
IjÔJPj @Vf mKav FoKk, ucx S ouiJrJr
xTPuA mPuPZj, TJrL KvP·r xÄTa xoJiJPj
xrTJrPT F mqJkJPr TJpTr khPäk KjPf Kj

FqJj ßoAj FoKk

ku ÛqJKu FoKk

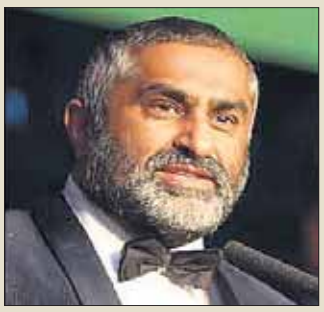

jJBo rJ\J
KmKav FKv~Jj aJ^

ßxKuPmKa ßkP\চJr fJxKjo uKx~J UJj S FPué TjrJj

FTpV kKf

IJP~J\Pj ßvI S ßr^PrচJxPhr xÿJjjJ khJj

Av KjP~ KmKxF
qJS~Jc Km\~LPhr
Kéa ßxPâaJrL
xqJr oJAT ßkKjÄ
aj FoKk,
JKu FoKk, K^PIj
njxj FoKk, Kj~J
j FoKk, TJPre
rJKo ßr†Jx KxKmA,
JAj, YqJPju Fx'r
JC§Jr oJKy
yJKI\ @uo mé,
xFr xJPmT
চ kJvJ UªTJr,
aPjr KmKnj mJrJr
KirJÇ
q 11 \jPT KmKxF
T KmKxF ßr^Prচ
w ImhJPjr
hJj TrJ yP~PZ
r UJj, r:kJ yT

rJ\jLKfKmh
fJrJ @ভKrTÇ
\ Kj\ Imস্থJj

ßgPT TJ\ TPr pJS~Jr IKñTJr TPrjÇ TPbJr AKoPVvj jLKf, KnFKa mKদ্ধ, ^JI xÄTaxy jJjJ xoxqJr FTKa pgJPpJVq xoJiJj KjKÁf TrPf xÄKvÓ xmJAPT FTPpJPV TJ\ TrJr @ymJj \JjJj fJrJÇ
TJrL KvP·r jJjJ xoxqJ S x÷JmjJr KY© fPu iPr স্থJVf mÜmq rJPUj KmKxF'r ßkKxPcচ TJoJu A~JTmÇ mPuj, mJÄuJPhvLrJ ßvIPhr KjP~ @orJ VKmfÇ fJrJ KmPaPj ßmPz CbJ jfj k\Pjìr ßkreJ KyPxPm TJ\ TrPZjÇ TPbJr kKrvoL Fxm ßvIPhr TJ\ S ßoiJr স্থLTKf KhPfA @oJPhr IqJS~Jc @P~J\jÇ KfKj xrTJPrr kKf @ymJj \JjJj, TJrL KvP·r xÄTaKaPT IgQjKfT xÄTa KyPxPm KmPmYjJ TrPfÇ PxPâaJrL ß\jJPru IKu UJj mPuj, TJrL KvP·r vLw xÄVbj yPò KmKxFÇ @r FA KvP·r IÛJr yPò– KmKxF IqJS~JcÇ TJrL Kv·PT xÿJPjr FTKa স্থJPj KjP~ ßpPf, ßkZj ßgPT ImhJj ßrPUPZj ßvI S ßr^Prচ ^JIrJÇ fJPhr kKf IxLo TfùJÇ AK§~Jj TJrLPT jqJvjJu Kcv KyPxPm iPr rJUPf ImhJj rJUPZj ßr^PrPচr ßvIrJ– muPuj YLI ßa\JrJr xJAhr ryoJj KmkuÇ IjÔJPjr ßvw kPm xTuPT ijqmJh \JKjP~ mÜmq rJPUj KmKxFr jmKjmJKYf xJÄVbKjT xŒJhT Kob ßYRirLÇ CPuUq KmKxFr 12fo FS~JcPT xJoPj ßrPU ßmvTP~TKa CkTKoKa kJ~ 6 oJx mqJkL KjrKmKòj nJPm TJ\ TPrÇ KmKxFr KxKj~r xy-xnJkKf I\u CK¨jPT C“xm TKoKar @ymJ~T,Kob ßYRirLPT ßrÓPrচ Im Kh A~Jr TKoKar kiJj,PxKuKmKa ßvI @KfT ryoJjPT, ßvI Im KhA~Jr TKoKar kiJj, ßkx ßxPâaJrL IryJh ßyJPxj KakPT oqJVJK\j xJm TKoKar kiJj,

KmKxFr pVì YLI ßa\JrJr Fo I~\u yTPT ¸¿r ßjPVJKxP~vj xJm TKoKar kiJj,Po'JrvLk ßxPâaJrL xJAIu @uoPT,uaJrL CkTKoKar kiJj, xJÄÛKfT xŒJhT jJKxr CK¨jPT xJÄÛKfT CkTKoKar kiJj TPr xJm TKoKaèPuJ IjÔJj xJKmT xJIPuqr uPãq TJ\ TPrÇ
F mZr ßr^Prচ Im Kh A~Jr yP~PZj AÓ Im AÄuqJ¥ KrK\~j-2 ßf jJ\ou yT jJ\, rJ\kf ßrÓPrচ ,xJCg AÓ KrK\~j-3 ßf @yxJju yT Kh vJyLj ßrÓPrচ, xJCg AÓ KrK\~j5F xJj Ko~J ,aJroJKrT ßVJfl ßrÓPrচ, xJCg AÓ KrK\~j-2-ßf vJKyhr ryoJj, TJrL VJPcj ßrÓPrচ ,AÓ Im AÄuqJ§ KrK\~j-3 Fr UxÀ Ko~J, TJrL ßkAx ßrÓPrচ, xJPIJPTr @»x vKyh, Kh TJPjTvj ßrÓPrচ, yJcPIJcvJ~JPrr KxK¨Tr ryoJj \~jJu, rJ\ VJPcj ßrÓPrচ, cJryJPor xPoh @yoh, KcCT ßmJ'JA

TqJPI ßrÓPrচ, mqJTmJPjr ßoJyJÿh @uL xJ\, vJy\JyJj ßrÓPrচ, Km^Pur Ko\Jjr ryoJj, KJkKrTJ ßrÓPrচ, ^TPkJPar oKyh Ko~J, @kqJ~j ßrÓPrচÇ
2017 xJPur ßvI Im Kh A~Jr yPòj ßTPচr \JoJu CK¨j @yoh, xJ\jJ ßrÓPrচ, SP~^ CATJPor xJKær @yoh, AK§~Jj KcjJr ßrÓPrচ ,jaj ^T Ij aLP\r @K\\r ryoJj, \uxJ, cJrKuÄaPjr oyj mJ~Jj Ko~J TqJPI ¸JAx, KjCPkJPar \JyJñLr @yoh, yJKf AK¥~Jj TK\j, ßxAVKIPflr @uL ßyJxJAj, AÓ AK¥~J, u§PjrokyhrryoJj, ßmñu uqJ¿Jr, xJPrr @PjJ~Jr ßyJPxj, rJ\kf fJªrL,yJISP~ ßTPচr @jxJr @uL,Ko^Jr AK¥~J rJ\kf fJªrL, yJISP~ ßTPচr @jxJr @uL, Ko^Jr AK¥~J ßrÓPrচÇ
IjÔJPjr YqJKrKa kJajJr KZPuJ KmKav FKv~Jj aJÓÇ

KmKxF ßvI Im Kh A~Jr 2017

IJuL ßyJxJAj A^ AK§~J ßxAVKIfl cJryJo | IJjxJr IJuL Ko. AK§~J, ßTচ | IJK\\r ryoJj \uxJ ^T Ij Ka\ | \JoJu CK¨j, xJ\jJ ßrÓPrচ, ßTচ

TJ\L \JyJñLr IJyoh yJKf AK§~Jj TK\j, KjCPkJa | oyj mJ~Jj Ko~J, TqJPI ¸JAx, cJrKuÅaj | oKyhr ryoJj, Kh ßmñu uJuJr, u§j | rJ\ IJyoh, ßxPâa ¸JAx, oJPVa

xJKær IJyoh, AK§~Jj KcjJr SP~^ CATJo | xPoh IJyoh, cT ooKu TqJPI, cJryJo | ßvI Im Kh A~Jr 2017

IqJvj ßvJ mJA IKrhJ'x Kc\JAjJr | Kv·L ßIrPhRx IJrJ | Kv·L ArJjJ ßVJrPjJjnJ

KmKxF IjJr IqJS~Jcx 2017

r:kJ yT FoKk | ku ÛJKu FoKk

\JKTr UJj

KmKxF ßrÓPrচ Im Kh A~Jr 2017

IJmhx vyLh, Kh TJPjTvj ßrÓPrচ, xJPIJT | IJyxJju yT, Kh vJyLj ßrÓPrচ, KocuPxé | IJPjJ~Jr ßyJPxj, rJ\hf fJªrL, xJPr | Uxrª Ko~J, TJrL ßkAx ßrÓPrচ, TqJoKm\

Ko\Jjr ryoJj, KJkKzTJ ßrÓPrচ, Km^u | ßoJ. IJuL xJ\, vJy\JyJj ßrÓPrচ, ßmTmJj | oKyh Ko~J, IJkqJ~j ßrÓPrচ, ^TPkJa | jJ\ou yT jJ\, rJ\kf fJªKr, FPxé

vJyLhr ryoJj, TJrL VJPcj ßrÓPrচ, xJPr | ßrÓPrচ Im Kh A~Jr 2017

Proud Sponsors
Supports
Address: Bangladesh Caterers Association. BCA House,. 403 Harrow Road, London, W9 3NF United Kingdom. Tel: 020 8969 3765. Web: www.bca1960.com. Email: info@bca1960.com

ইসরায়েলকে ‘না’ বলল ইইউ

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর : জেরুসালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আবেদন নাকচ করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

সোমবার সকালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলসে ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান। বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ওই অঞ্চলে শান্তিপ্রক্রিয়ার স্বার্থে এই স্বীকৃতির কথা বলেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রবিষয়ক মুখপাত্র ফেদরিকা মোঘেরিনি ব্রাসেলসে আজকের বৈঠকের পর বলেছেন, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তারা জেরুজালেমকে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল উভয় দেশের রাজধানী হিসেবে বিবেচনা করে।

এর আগে ইউরোপের তিন দেশ–ফ্রান্স, জার্মানি ও ব্রিটেন ডোনালড ট্রাম্পের স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম অংশ দখল করে নেয়, যা নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে

সব সময় সমালোচনা রয়েছে। এদিকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৫৬ জন সাংসদ সোমবার ব্রাসেলসে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবিক উন্নয়নমূলক কাজের বাজেটের ১২ মিলিয়ন ইউরো ফেরত দেওয়ার দাবিসংবলিত চিঠি হস্তান্তর করেছে।

উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১২ মিলিয়ন ইউরো ফিলিস্তিনের বিভিন্ন মানবিক উন্নয়নের জন্য নানা স্থাপনার কাজে ব্যয় করেছিল। স্কুল, কিন্ডারগার্টেন ও তরুণদের উন্নয়নের জন্য চার শ স্থাপনা ২০০৯ সালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই সদস্যরা গত শুক্রবার শীর্ষস্থানীয় ইসরায়েলি ইংরেজি পত্রিকা হার্টেজে একটি বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে লিখেছিলেন, ‘মিস্টার নেতানিয়াহু, ব্রাসেলসে শুভাগমন, কিন্তু অনুগ্রহ করে আপনার দেনার কথা ভুলবেন না।

জেরুসালেম : ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর : জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের স্বীকৃতি এমুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘটনা। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর ফিলিস্তিনে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং শেষ হয়ে যেতে পারে মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রক্রিয়া। জেরুসালেম নিয়ে কেন এই বিতর্ক এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মূল সমস্যা কোথায়: ফিলিস্তিন ও ইসরাইল উভয় রাষ্ট্রই জেরুসালেমকে তাদের নিজ নিজ রাজধানী ও পবিত্র নগরী মনে করে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড হলেও শহরটি বর্তমানে ইসরাইলের দখলে। এই সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন শান্তিচুক্তি। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকেই নগরীটির মর্যাদা নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। এই যুদ্ধের আগে জেরুসালেমকে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক এলাকা ঘোষণা করেছিল জাতিসঙ্ঘ; কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা না করে যুদ্ধে ইসরাইল নগরীর পশ্চিম অর্ধেক দখল করে নেয়। আর ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে দখল করে নেয় বাকি অর্ধেক।

বেশির ভাগ মানুষেরই প্রত্যাশা ছিল, একটি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম জেরুসালেম ইসরাইলকে ও পূর্ব জেরুসালেম ফিলিস্তিনকে দেয়া হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই জেরুসালেমকে একটি সঙ্কট হিসেবে দেখেছে এবং এর সমাধানের জন্য ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের জনগণকে তাগিদ দিয়েছে। দেশটি সব সময় নিজেদের এই সঙ্কটের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উপস্থাপন করত। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করেছেন ট্রাম্প। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, জেরুসালেমের যেকোনো অংশে রাজধানী স্থাপন করতে রাজি নয় ইসরাইল। তারা চায় পুরোটা।

১৯৮০ সালে ইসরাইল জেরুসালেমকে তাদের চিরন্তন রাজধানী ঘোষণা করে আর তখনই মূলত পূর্ব জেরুসালেমের দখলকে আনুষ্ঠানিকতায় রূপ দেয় দখলদার ইহুদি দেশটি। ট্রাম্প জেরুসালেমকে ইসরাইলের ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেটিই শুধু নয়, তিনি ইসরাইলের এই অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাখ্যান করতে এবং জেরুসালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী হওয়া উচিত, এই সত্য কথাটুকু বলতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এর অর্থ যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইসরাইলের দখলদারিত্বকেই সমর্থন দিচ্ছে, তাই এই সিদ্ধান্ত যেকোনো সম্ভাব্য শান্তি প্রক্রিয়ার মৃত্যু ঘটাতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব : যুক্তরাষ্ট্র কয়েক দশক ধরেই ইসরাইল-ফিলিস্তিন সঙ্কটের প্রধান মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা রেখেছে। উভয় দলের আস্থা অর্জন ও তাদের আলোচনার টেবিলে রাখার জন্য মধ্যস্থতাকারীর নিরপেক্ষতা খুবই জরুরি। যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকেরাও তাদের এই মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার প্রধান নীতি হিসেবে নিরপেক্ষতাকে সব সময়ই ধারণ করতে চান, তাই ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে তারা মনে করেন হুঁশিয়ারি সঙ্কেত হিসেবে। তবে নিরপেক্ষতার সেই নীতি বিতর্কিত হয়েছে গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে। এটি আরো জোরদার হয়েছে খ্রিষ্টধর্মীয় বিষয়গুলো যখন রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে।

খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা সরাসরি মার্কিন ইহুদিদের সাথে সুর মিলিয়েছেন, আর অন্যরা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এই ঘটনায় ইসরাইলকে সমর্থন করা। এই শতাব্দীর শুরুর দিকে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পর থেকে এই অবস্থান আরো জোরদার হয়েছে। এই বিতর্ক সব সময়ই জোরালো হয়েছে জেরুসালেম বিষয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থীরাও তেলআবিব থেকে জেরুসালেমে দূতাবাস স্থানান্তরের অঙ্গীকার করে আসছেন। তবে নির্বাচিত হওয়ার পর অতীতে কেউ এটি বাস্তবায়ন করেননি। তাদের যুক্তি ছিল, শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। কিন্তু ট্রাম্প কোনো রাখঢাক ছাড়াই সরাসরি ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিলেন।

পরবর্তী পরিণতি : ট্রাম্পের ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ, যা প্রায়ই রূপ নিচ্ছে সহিংসতায়। ফিলিস্তিনিদের বক্তব্য হলো ইসরাইলকে বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি ভূখণ্ডও দখল করতে দেবো না। আর সমগ্র আরব বিশ্বের প্রসঙ্গে বলা যায়– এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র জনপ্রিয় ও বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু নয়। আরবরা এখনো মনে করেন মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে মানুষ হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ফিলিস্তিনির বিরুদ্ধে এই মার্কিন-ইসরাইলি ষড়যন্ত্রের পর আরব শাসকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতার নীতি বজায় রাখা কঠিন হবে। ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে গুরুত্ব না দিলেও নিজ দেশের নাগরিকদের ক্ষোভের বিষয়টি তাদের অবশ্যই চিন্তার কারণ হবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আরব বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তবে তারা অনেক বেশি সাবধানী হবে সহযোগিতার ক্ষেত্রে। এর ফলে ফিলিস্তিনি শান্তি আলোচনায় আমেরিকার নিরপেক্ষতার গুরুত্ব হারিয়েছে চিরতরে।

সিরিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেন পুতিন

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর : সিরিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত দেশটিতে তিন বছর আগে সেনা পাঠিয়েছিল রাশিয়া। গতকাল সকালে এক আকস্মিক সফরে সিরিয়ার লাতাকিয়া প্রদেশে অবস্থিত রাশিয়ার হিমেমিম বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছান ভ্লাদিমির পুতিন। এই ঘাঁটি থেকেই রুশ সেনারা সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনা করছে। সে সময় তার সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ, রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল সের্গেই সেইগু ও সিরিয়ায় রুশ বাহিনীর কমান্ডার কর্নেল সার্গেই সুরোভকিন।

রুশ বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, ঘাঁটিতে রুশ সেনাদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তৃতায় পুতিন বলেন, ‘আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সেনাপ্রধানকে সিরিয়ায় থাকা স্থায়ী রাশিয়ার সেনা ঘাঁটিগুলো সরিয়ে নিতে বলেছি।’ তিন বছর আগে সিরিয়ায় সেনা পাঠায় রাশিয়া। রাশিয়ার পক্ষ থেকে আইএস নির্মূলের লক্ষ্যে সেনা পাঠানোর কথা বলা হলেও রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে সরকারি বাহিনীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে রুশ সেনারা। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বাশার বাহিনী যখন বিদ্রোহীদের আক্রমণে একের পর এক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে তখনই সেখানে সেনা পাঠান পুতিন। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লড়াইয়ে আকাশ থেকে সিরীয় সেনাবাহিনীর সমর্থনে বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার যুদ্ধবিমান। প্রেসিডেন্ট বাশারের পক্ষ নিয়ে ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সিরিয়ায় বিমান হামলা শুরু করে রাশিয়া।

চরমপন্থী সংগঠন আইএসকে নির্মূল করাই ওই হামলার মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা দিয়েছিল মস্কো। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, এর পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল বাশার সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা। সিরিয়ার সরকারবিরোধী বিদ্রোহীরা অভিযোগ তোলে আইএস নয়, বাশারবিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করাই রাশিয়ার এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। রাশিয়ার আগেই সিরিয়ায় আইএসবিরোধী অভিযান শুরু করা যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশও রাশিয়ার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তোলে। যদিও সেই অভিযোগ বারবার নাকচ করে দেয় মস্কো।

সফরকালে পুতিন ওই সামরিক ঘাঁটিতে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ও রুশ প্রতিরক্ষমন্ত্রী জেনারেল সের্গেই সেইগুর সাথে পৃথক বৈঠক করেন। সামরিক ঘাঁটিতে দেয়া বক্তৃতায় পুতিন আরো জানান, আবারো যদি সিরিয়ায় উগ্রপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করে তবে রাশিয়া আগের মতোই পদক্ষেপ নেবে। কয়েক ঘণ্টার সফর শেষে গতকালই মস্কো ফিরে যান পুতিন। সেখানে তিনি রাশিয়া সফররত মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল সিসির সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

আফগানিস্তানে অবাধ নির্বাচনের দাবিতে হেকমতিয়ারের জনসভা

দেশ ডেস্ক, ১২ ডিসেম্বর : আফগানিস্তানে যথা সময়ে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন দেশটির সাবেক মুজাহিদ নেতা ও হেজবে ইসলাম পার্টির প্রধান গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। গতকাল পূর্বাঞ্চলীয় খোস্ত প্রদেশে বিশাল একটি জনসমাবেশে বক্তৃতায় এ দাবি জানান হেকমতিয়ার।

হেকমতিয়ার দেশটিতে ক্ষমতা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুষম বণ্টনের জন্য যথাযথ নির্বাচনের দাবি করেন। তিনি বলেন, ‘দেশের মধ্যে আরেক দেশ চলছে, এটির অবসান হতে হবে। মূলত বর্তমান ক্ষমতাসীন দল জমিয়তে ইসলাম পার্টিকে উদ্দেশ করে তিনি এ কথা বলেন। ১৬ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে তালেবানের পতনের পর থেকে দলটি ক্ষমতায় রয়েছে। বক্তৃতায় বৃহত্তর পাকতিয়া অঞ্চলের প্রতি কাবুলের নানান বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা করেন এই সাবেক যোদ্ধা।

গত জুনে ২০ বছর পর স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে দেশে আসেন হেকমতিয়ার। এরপর সেপ্টেম্বরে বর্তমান সরকারের সাথে এক শান্তিচুক্তির অধীনে সক্রিয় হন রাজনীতিতে। ৬৯ বছর বয়সী নেতা প্রস্তুতি নিচ্ছেন পরবর্তী পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়ার।

জেরুসালেম নিয়ে বিদেশী নেতাদের সাথে এরদোগানের ফোনালাপ

দেশ ডেস্ক, ১১ ডিসেম্বর : ফিলিস্তিনের পবিত্র নগরী জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তুরস্ক। এর অংশ হিসেবে ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়ার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান।

ফ্রন্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে আলাপকালে এরদোগান বলেন, জেরুসালেমের স্থিতাবস্থা রক্ষা করা বিশ্বমানবতার দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদেশগুলোর মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একটা ভুল পদক্ষেপের নেতিবাচক প্রভাব পুরো অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়বে। আলোচনায় দুই নেতা জেরুসালেম ইস্যুতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান। একই দিন তিনি ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো এবং নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ বুহারির সঙ্গে জেরুসালেম ইস্যুতে কথা বলেন।

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ১৯৬৭ সালের সীমান্ত অনুযায়ী পূর্ব জেরুসালেমকে রাজধানী করে একটি সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। আগামী ১৩ ডিসেম্বর এ ইস্যুতে তুরস্কে ওআইসির জরুরি সম্মেলনের কথাও উল্লেখ করেন এরদোগান। তিনি বলেন, জেরুসালেম মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পবিত্র শহর; এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ– এই বার্তা পৌঁছে দেয়ার

জন্য এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ।

এরদোগান বলেন, ইসরাইল দখলদার রাষ্ট্র। তারা শিশু ও তরুণদের ওপর গুলিবর্ষণ করছে। গাজায় এফ-১৬ যুদ্ধবিমান দিয়ে হামলা চালাচ্ছে। দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, শক্তিশালী রাষ্ট্র হওয়া মানেই তার অবস্থান সঠিক– এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। বিশ্বনেতাদের কাজ শান্তি বজায় রাখা, সঙ্ঘাত তৈরি করা নয়। এর আগে বিষয়টি নিয়ে ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক ও ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে কথা বলেন এরদোগান। এ ছাড়া লেবানন, কাজাখস্তান, আজারবাইজানের নেতাদের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট। চলমান সঙ্কটে তুরস্কের ভূমিকা প্রসঙ্গে এরদোগান বলেন, যদি তুরস্ক দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে ফিলিস্তিন, জেরুসালেম, সিরিয়া ও ইরাক নিজেদের আশাবাদ হারিয়ে ফেলবে।

ঝেড়ে হাসুন

ফাইনাল পরীক্ষার রেজা" নিয়ে বাড়ি ফিরেছে এক ছাত্র।
বাবা : কিরে, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস?
ছেলে : না।
বাবা : তাহলে কি সেকেন্ড ক্লাস?
ছেলে : না।
বাবা : তাহলে কি ফেল করেছিস?
ছেলে : তাও না। এক ক্লাস নিচে নামিয়ে দিয়েছে!

~ ~

চিড়িয়াখানায় এক শিম্পাঞ্জি নয়টি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। এক লোক টিকিট কাউন্টারে গিয়ে বলল, 'ভাই, আপনাদের এখানে নাকি শিম্পাঞ্জি নয়টি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে?
কাউন্টারম্যান : জি, কথা সত্য।
: ভাই, একসঙ্গে নয়টা বাচ্চা! এ জন্যই তো বাংলাদেশে পশুর সংখ্যা এত বেশি।
- আপনি কি বাচ্চাগুলো দেখবেন? টিকিট দেব?
: হ্যাঁ, আমাকে ১৩টা টিকিট দেন।
- নিশ্চয়ই বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখবেন?
: আরে না, বন্ধুবান্ধব কেন? আমার এগারো সন্তান। আমি আর আমার স্ত্রী মিলে মোট তেরোজন।
- ভাই, আপনি একটু কষ্ট করে এখানে দাঁড়ান। আমি ওই শিম্পাঞ্জিকে খবর পাঠাচ্ছি। সে তার বাচ্চাগুলো নিয়ে টিকিট কেটে আপনাকে দেখবে!

~ ~

সেদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ একটি বিলবোর্ড চোখ পড়ল। সেখানে লেখা-
'আপনি কি নিরক্ষর? আপনি কি পড়তে কিংবা লিখতে জানেন না? তাহলে এই লেখা পড়ামাত্র আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন!

~ ~

আমার বন্ধু মিজান। সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার স্ত্রী তার পা ধরে বেদম কান্নাকাটি করছে।
মিজান : চিন্তা করো না। আমি যে পরিমাণ অর্থ রেখে যাচ্ছি তাতে তুমি সারাজীবন বসে খেতে পারবে।
স্ত্রী : তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্য কিছু দিয়ে ফাঁস দাও। বললে দড়ি কিনে এনে দেব। তবুও আমার এত দামি শাড়িটা গলায় পেঁচিয়ে নষ্ট করো না।

~ ~

সমুদ্রে জাহাজ চলছে। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় উঠল। ক্যাপ্টেন সব যাত্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো প্রার্থনা করতে পারেন?'
যাত্রীদের একজন সগর্বে হাত তুলল।
ক্যাপ্টেন : আপনি তাহলে এখানে এসে প্রার্থনা শুরু করুন। আর বাকিরা লাইফ জ্যাকেট পরে নিন। আমাদের একটা লাইফ জ্যাকেট কম আছে!

বিদ্যুতের দাম বাড়লে যা হতে পারে

কাপড় ইস্ত্রি
বিদ্যুৎ ব্যবহার না করেও ভাতের থালায় গরম ভাত নিয়ে যে কাপড় ইস্ত্রি করা যায়, হুমায়ূন আহমেদ তার সিনেমায় অনেক আগেই তা দেখিয়েছেন। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে এই পদ্ধতির প্রচলন আবারও দেখা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ ধার
এতদিন পাশের বাসার ভাবিদের শুধু পেঁয়াজ-মরিচই ধার নিতে দেখা গেছে। কিন্তু বিদ্যুতের এই ঊর্ধ্ব মূল্যের দিনে তারা বলতেই পারে, 'ভাবি, ফোনটা একটু চার্জ দিয়ে দিন না, আমাদের মিটারের কার্ডটা শেষ হয়ে গেছে, আমাদের কার্ড আনলে আপনি আবার ফোন চার্জ দিয়ে নিয়েন।'

ডিম লাইট
রাতে অনেকেই বেডরুমে ডিম লাইট জ্বলিয়ে ঘুমায়। এখন এই ডিম লাইট যে বেডরুম থেকে বের হয়ে কিচেন-ওয়াশরুমেও জায়গা করে নেবে, তা আগাম ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রেস্টুরেন্টের বিল
রেস্টুরেন্টে এতদিন এক্সট্রা হিসেবে শুধু ওয়েটারদেরই টিপস দিতে হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যেতে পারে ক্যাশ মেমোতে বিদ্যুতের জন্যও এক্সট্রা কোনো বিল রয়েছে অথবা ওয়েটার বলতে পারে, 'স্যার, বার্গার কি ওভেনে গরম করে দেব? গরম করে দিলে ১২০ টাকা আর গরম না করলে ১০০ টাকা।'

বাবারা যা বলতে পারেন
শুনো, রাত ১০টার মধ্যে লাইট অফ করে ঘুমিয়ে পড়বে। আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফোনটা আমার কাছে দিয়ে আসবে। এত রাত জেগে ফোন টেপা যাবে না। বিদ্যুতের যা দাম এখন!

বাণী চিরন্তনী

শেখ হাসিনাবিএনপি নাকে খত দিয়ে নির্বাচনে আসবে। এবার আর তারা ভুল করবে না। আগামী নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সঙ্গে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী
(গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে
৭ ডিসেম্বর ২০১৭)
খালেদা জিয়াশেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না। কাজেই এই সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন দিতে হবে। তা না হলে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি হবে না।

খালেদা জিয়া
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন
(বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে, ১৬ নভেম্বর ২০১৭)
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরবাংলাদেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নাকে খত দিয়ে নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে আগামী নির্বাচন আয়োজনে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বাধ্য করা হবে।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
বিএনপির মহাসচিব
(গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে
৭ ডিসেম্বর ২০১৭)
ওবায়দুল কাদেরআগাম নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা নেই, পরিকল্পনাও নেই। তবে যখনই নির্বাচন হোক, আমরা প্রস্তুত। আমাদের জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি রয়েছে। আমরা আশা করি, বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে। সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু এটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়।

চলতি রস

দৈনিক প্রেমবাজার

খবর: প্রেমের টানে ইন্দোনেশিয়ার তরুণী বাউফলে

ইদানীং বিদেশি টাকার চেয়ে দেশে বেশি আসছে সোনা। তবে সোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রেমের টানে বাংলাদেশে আসছে ভিনদেশি নারী। ফেসবুকে পরিচয়, মন দেওয়া-নেওয়া আর তারপরই প্রেমের টানে ছুটে আসা। বাংলাদেশের ছেলেদের চাহিদা এখন বিশ্বজুড়ে। তবে ব্যাপারটা মোটেও ছেলের হাতের মোয়া নয়। রস?+আলোর এই আয়োজনে উঠে এসেছে সেসবই। লিখেছেন শরীফ মজুমদার
দেশে প্রেমের বাম্পার ফলন, রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও
আকাশ সংস্কৃতির বিকাশ, সামাজিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসার আর বাঙালির চিরন্তন প্রেমিক মন–এই তিনের প্রভাবে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে প্রেমের বাম্পার ফলন হচ্ছে। সেই সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যে খুলে গেছে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাফল্যের সঙ্গে প্রেম রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও। বাংলাদেশ প্রেম উন্নয়ন ব্যুরো (বিএলডিবি) ও ওয়া"স লাভারস অ্যাকটিভিটি অবজারভরি ইউনিটের এক যৌথ সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত দুই বছরে ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এমনকি যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশি প্রেম রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানির প্রক্রিয়া চলছে আরও বেশ কিছু দেশে। এ প্রসঙ্গে বিএলডিবির মহাপরিচালক মজনু চৌধুরী রোমিও বলেন, 'আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের তরুণদের উৎপাদিত মানসম্পন্ন প্রেম পুরো দুনিয়ায় রপ্তানির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' এই খাতে তরুণদের পাশাপাশি তরুণীদেরও এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।
আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় প্রেমের উত্তরোত্তর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তরুণেরাও। তাঁদের মতে, দেশে তাঁদের প্রেমের যথাযথ মূল্যায়ন না হলেও বিদেশের মাটিতে তা ব্যাপক সমাদৃত হচ্ছে। আগে যেখানে নিজেদের রোমান্টিক মনের উৎপাদিত শতভাগ খাঁটি প্রেম নিয়ে তরুণীদের দিকে কাঙালের মতো চেয়ে থাকতে হতো, এখন আর সেই ঝামেলা নেই। প্রেম উৎপাদন হলেই তা সহজে ফেসবুকের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দেশের তরুণীদের কঠোর মনোভাবেরও সমালোচনা করেন কয়েকজন তরুণ।
মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় আগামী অর্থবছরের বাজেট-সংক্রান্ত আলোচনায় টাকামন্ত্রী বলেন, 'দেশে প্রেমের বাম্পার ফলন এই সরকারের এক অনন্য সাফল্য। আগামী বাজেটে অভ্যন্তরীণ প্রেমের ক্ষেত্রে সাড়ে ৩ শতাংশ এবং রপ্তানিযোগ্য প্রেমে সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট বসানোর পরিকল্পনা আছে আমাদের।'
বাঙালি তরুণ প্রেমিকদের প্রেমের টানের সঙ্গে মিলিয়ে অনেকে রোবট সোফিয়ার বাংলাদেশে আগমন এবং সন্তান ও পরিবার নিয়ে তার আকাঙ্ক্ষার কথায়ও নানান কানাঘুষা শুরু করেছেন। গুঞ্জন চলছে, বাংলাদেশের রেস্তোরাঁয় কর্মরত পুরুষ রোবটের প্রেমের টানেই সোফিয়া বাংলাদেশে এসেছিল। অবশ্য সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ প্রসঙ্গে সলজ্জ হাসির ভঙ্গি করে তা এড়িয়ে যায় সোফিয়া।

টাটকা রস

ফুটবল বিশ্বকাপ ড্রয়ের দেশি সংস্করণ

সম্প্রতি হয়ে গেল ২০১৮ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র। সম্পূর্ণ বাংলাদেশি নিয়মে ড্র হলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়াত?
ভেবেছেন সঞ্জয় সরকার
দূরসম্পর্কের সম্পর্কগুলো হতো চাঙা ভাই, আমরা কিন্তু একই এলাকার লোক। বোঝেনই তো। ওদিকে আপনার ওয়াইফ কিন্তু আমার দূরসম্পর্কের শ্যালিকা। শ্যালিকার সম্মানের জন্য হলেও আমাদের একটা সহজ গ্রুপে ফিট করে দেন।
ফিফা সভাপতিকে দেওয়া হতো ঘুষ
স্যার, এগুলা আমার নিজের পুকুরের ইলিশ। আপনার জন্যই ইলিশের পোনা ছাড়ছিলাম। আমগো বিষয়ডা যদি একটু দেখতেন...
আয়োজক-উপস্থাপক ঝামেলা তো হতোই
ইতালি 'এ' গ্রুপে পড়েছে।
সরি, ইতালি আসলে 'বি' গ্রুপে পড়েছে। উপস্থাপক 'বি' দেখতে ভুলে 'এ' দেখেছে।
আরে ভাই, আমরা তো বিশ্বকাপেই নাই!

ড্রয়ের রেজা" আগের রাতেই ফাঁস হতো
বড় ভাই, চলেন টিভি দেখি। আজকে তো বিশ্বকাপের ড্র।
আরে ব্যাটা, রেজা" তো রাতেই পাইছি! মেসেঞ্জারে দেখলাম, আমরা 'ডি' গ্রুপে পড়ছি।
ড্র নিয়ে দুই গ্রুপের দ্বিমত থাকতই
আমাদের কাছে গোপন তথ্য আছে, ড্রয়ের সময় দুর্নীতি হতে পারে। তাই আমরা এই ড্র কোনোভাবেই মেনে নেব না।
মাননীয় ম্যানেজার, ড্র নিয়ে চিন্তা কেন? আসল খেলা তো হবে মাঠে!

টাটকা রস

সোফিয়া বাংলাদেশে থেকে গেলে...

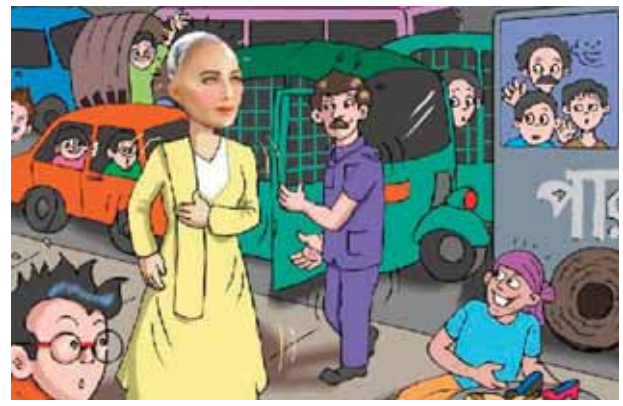

বাংলাদেশ ঘুরে গেল যন্ত্রমানবী সোফিয়া। আমরা তাকে নাগরিকত্ব দিলে এবং সোফিয়া সেটা দক্ষতার সঙ্গে লুফে নিলে কী হতো? কেমনই-বা হতো সোফিয়া যদি বাংলাদেশে থিতু হতো?
ভেবেছেন আদনান হোসেন এঁকেছেন শিখা
যানজট সমস্যা
শাহবাগ থেকে দুই ঘণ্টায় মাত্র মৎস্য ভবনের সামনে এলাম! গুলিস্তানে যেতে যেতে তো আমার চার্জ শেষ হয়ে যাবে!
কী বলেন আফা! আপনার চার্জ শ্যাষ হইলে আমার ভাড়া দিব ক্যাডা? মিটার থেইকা কিন্তু ২০ টাকা বাড়ায়া দিতে হইব।
বিদ্যুৎ বিল সমস্যা
একি! বিদ্যুৎ বিল এত কেন? আমি বা আর কতটুকুই চার্জ খাই!
ম্যাডাম, ভুলে গেছেন বোধ হয়, আপনি এখন বাংলাদেশে আছেন। এখানে মানুষের চেয়ে বিদ্যুতের দাম বেশি।
পোশাক সমস্যা
আমি তো রোবট। আমার কেন পোশাক নিয়ে এত ভাবতে হবে?
আপা, এই দেশে শিশুরাও পোশাক নিয়ে চিন্তায় থাকে। আর আপনি তো তরুণী রোবট...!
বখাটে সমস্যা
সুন্দরী চলেছে একা পথে, সঙ্গী হলে দোষ কী তাতে...
তোদের ঘরে কি
মা-বোন নাই?
মা-বোন এমনকি গার্লফ্রেন্ডও আছে, কিন্তু সুন্দরী কোনো রোবট নাই! হে হে হে!
মূল্যায়ন সমস্যা
আমার মতো এমন সেলিব্রেটি রেখে সবাই ওখানে কেন ভিড় করেছে?
ম্যাডাম, ওইখানে টিভি-ফ্রিজের লগে এক কেজি পেঁয়াজ ফ্রি দিতাছে।
চাকরি সমস্যা
ম্যাডাম, আপনার পিএস পদের জন্য ৫০ হাজার অ্যাপলিকেশন জমা পড়েছে।
মাত্র একটা পোস্টের জন্য এত অ্যাপলিকেশন!
দেশে চাকরির যা অবস্থা! বিসিএসেই পড়েছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ। সেই তুলনায় এইখানে তো কিছুই না!

বস্ত্র বালিকাদের গল্প

রহিমা আক্তার মৌ

যারা সকাল থেকে রাত অবধি মাথার ঘাম ঝরিয়ে হাজার হাজার মেশিন চালিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। মনের মাঝে প্রশ্ন, তাহলে এমন ছোট ছোট জ্যামটা কীসের জন্য? নিজের ভাবনাটা নিজে ভাবছি। হ্যাঁ, জবাব মিলেছে। গার্মেন্টস ছুটি হয়েছে, দল বেঁধে পোশাক শ্রমিকরা বের হয়েছে, ওদের রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে পার করে দেয়ার জন্যেই রাস্তার গাড়ি বন্ধ করে শ্রমিকদের পার করে দিচ্ছে ঘড়িতে তখন রাত ৮টা ১৪ মিনিট, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার থানা বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি। ব্যক্তিগত গাড়িতে ঢাকার তেজগাঁও থেকে রওনা দিয়েছি সন্ধে ৭টা ১৫ মিনিটে। এখানে আসতে ঘণ্টা খানেক। আমাদের যাবার গন্তব্য জাহাঙ্গীরনগর হাউজিং সোসাইটি। প্রায় দুমাস হলো মায়ের সঙ্গে দেখা নেই। ঈদে শাশুড়ির কাছে গিয়েছি বলে আসা হয়নি।

সামনে একটু জ্যাম মনে হলো। ভেবেছি হয়তো অনেকক্ষণের জন্যেই আটকা পড়লাম। কিন্তু তা নয়, মিনিট ৯-১০ ছিলাম, এরপর আবার সামনে চলা। একটু পর আবার ৬-৭ মিনিট, আবার ১০ মিনিট। প্রথমে খেয়াল করিনি, ভাবনায় ছিল মায়ের কথা। পরে খেয়াল করে দেখি রাস্তার দুই পাশে সারি সারিভাবে হেঁটে যাচ্ছে আমাদের মায়েরা, বোনেরা, আমাদের সন্তানরা। যারা সকাল থেকে রাত অবধি মাথার ঘাম ঝরিয়ে হাজার হাজার মেশিন চালিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। মনের মাঝে প্রশ্ন, তাহলে এমন ছোট ছোট জ্যামটা কীসের জন্য?

নিজের ভাবনাটা নিজে ভাবছি। হ্যাঁ, জবাব মিলেছে। গার্মেন্টসগুলো ছুটি হয়েছে, দল বেঁধে পোশাক শ্রমিকরা বের হয়েছে, ওদের রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে পার করে দেওয়ার জন্যেই রাস্তার গাড়ি বন্ধ করে শ্রমিকদের পার করে দিচ্ছে। ওরা এখন হেঁটে হেঁটে বাসায় যাবে। যাদের বাসা দূরে তারা হয়তো একটু সামনে গিয়ে লোকাল বাসে চড়বে। সে বাস থেমে থেমে যাবে অনেক পরে, হয়তো কারো কারো পৌঁছাতে রাত ১০টাও বাজতে পারে। কারো জন্য হয়তো দুমুঠো খাবার আছে, আর কেউ নিজে গিয়েই রান্না করবে। হয়তো রান্না করতেও লাইন ধরতে হবে। আমাদের মধ্যবিত্তদের এমন লাইন ধরতে হয় না। ওরা শুধু যে রান্না করতে লাইন ধরবে, তা নয়। ওরা গোসলের জন্য বাথরুমে যাওয়ার জন্যও লাইন ধরে, যা আমরা মধ্যবিত্তরা ধরি না। আর উচ্চবিত্তদের কথা কী আর বলব, ওনাদের জনপ্রতি ওয়াশরুম আলাদাই হয়ে থাকে।

ওদের এই দল বেঁধে হেঁটে যাওয়ার মাঝে চোখ পড়ল একটা সাইকেলের দিকে। সাইকেলের পেছনে মেয়েটা বসা, আর সামনে বসে চালাচ্ছে একটা ছেলে। সম্পর্কে ওরা কী হতে পারে? হয়তো ভাই-বোন, হয়তো স্বামী-স্ত্রী নয়তো প্রেমিক-প্রেমিকাও হতে পারে। তাতে কী আসে-যায়! তাদের সুন্দর ও যোগ্যতার একটা পরিচয় ঠিক আছে। ওরা আমাদের পোশাক শ্রমিক। ওরা প্রতিদিন ঘাম ঝরিয়ে পোশাক তৈরি করে, সেই পোশাক বিশ্ব বাজারে বিক্রি করে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা নামের পাশে শিল্পপতি নামটা বসায়। ওদের পরিশ্রমের মূল্য পুরোটা না পেলেও ওদের কষ্টে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সেই শিল্পপতিরা ঠান্ডা হাওয়ার মেশিনের পাশে বসে টাকা হিসাব করে আর ভাবে কখন এসি গাড়িতে চড়ে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকবে।

একটা ব্যাপারে এক শ্রমিকের সঙ্গে অন্য শ্রমিকের মিল নেই, তা হলো ওদের হাতে থাকা বক্সটা। কারো হাতে ছোট্ট প্লাস্টিকের একটা চার কোনা বক্সে। কারো হাতে গোল একটা প্লাস্টিকের বক্স। কারো হাতে স্টিলের একটা, কারো হাতে স্টিলের দুইটা। আবার কারো হাতে স্টিলের তিনবাটির একটা টিফিনকারি। এ তো গেল টিফিন বক্সের ব্যবধান।

আরেকটা ব্যবধান হলো সঙ্গে থাকা ব্যাগ। কারো দুই হাত খালি, কারো হাতে একটা গুছিয়ে নেওয়া কাপড়ের টুকরো। কারো হাতে এই ১০-২০ টাকা দামের পার্স, কারো হাতে নিজের তৈরি কাপড়ের টুকরোর থলে বা ছোট ব্যাগের মতো। কারো হাতে নাইনটি নাইন (৯৯)-এর দোকানের ব্যাগ, আর কারো কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ।

এই শ্রমিকদের প্রায় ৮৫% শ্রমিকই আমার মা, বোন, আর কন্যা সন্তান। বাকি ১৫% আমার ভাই, চাচা, আর সন্তান। এই পুরুষ শ্রমিকদের প্রায় সবার হাত খালি। কারণ টাকা বা রুমাল রাখার জন্য ওরা পকেট ব্যবহার করে, বাড়তি ব্যাগের দরকার হয় না।

এমনটা ভাবতে ভাবতে থানা বাসস্ট্যান্ড পার হয়ে চলে এলাম বাজার বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি। অবশ্য বাজার বাসস্ট্যান্ড না বলে আলোচিত রানা প্লাজা বললেই সবাই চিনতে পারবে। রাস্তার বাম পাশ দিয়ে যাচ্ছে আমাদের গাড়ি। এখান দিয়ে যতবার গেছি চোখ ঠিক চলে গেছে ধ্বংসস্তূপের সেই রানা প্লাজার দিকে। এই তো সেই দিনের কথা, মা সাভার থেকে কল করে বলে, তুই কই, টিভি অন করে দেখ। রানা প্লাজা ভেঙে শত শত শ্রমিক...

আমি টিভি অন করি। পুরো ৩ দিন মনে হয় টিভির সামনে থেকে সরতে পারিনি। ওই শ্রমিকদের জন্য কিচ্ছু করতে পারিনি। যেতেও পারিনি, কারণ আমি ছিলাম অসুস্থ আর রাস্তা ছিল বন্ধ। ওই ঘটনার ঠিক কতদিন পরে গিয়েছিলাম মনে নেই। রাস্তা খুলে দিলেও উদ্ধার কাজ ঠিক চলছিল। সাভার ব্যাংক কলোনির প্রায় প্রতিটা বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে ছোট ছোট কাগছে তীর চি" দিয়ে দেখানো কোন পাশে এনাম ক্লিনিক আর কোন পাশে অর্ধচন্দ্র স্কুলটা। যে স্কুলে লাশের সারি ছিল।

ভিন দেশ

বাহরাইনের প্রথম নারী গণমাধ্যমকর্মী আহদেয়া আহমেদ

মো: আবদুস সালিম

আহদেয়া আহমেদ। বাহরাইন টেলিভিশনের একজন নামকরা ব্যক্তিত্ব এই নারী সাংবাদিক। আরো সুন্দর পরিচিতি আছে তার। আহদেয়া বাহরাইন মানবাধিকারেরও মুখপাত্র। তিনি তার পেশাগত যাত্রা শুরু করেন বাহরাইন টিভি চ্যানেল ২তে স্থানীয় ও আঞ্চলিক ব্যক্তিদের সাথে সাম্প্রতিক ঘটমান বিষয় ও আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে। বাহরাইন সংসদীয় নির্বাচন ২০০৬-এ তিনি সরকারি মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন।

আহদেয়া বাহরাইন ৫৫টিভি চ্যানেলের প্রধান এবং প্রথম দেশটির মিডিয়াব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন দুই দশক ধরে। রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে থাকেন ইংরেজিতে। গালফ ডেইলি নিউজ নামক ইংরেজি পত্রিকায় প্রথম সংবাদকর্মী হিসেবে যোগদান করেন ১৯৯১ সালে। বাহরাইনের ইংরেজি ভাষার পত্রিকার প্রথম নারী সাংবাদিকও তিনি। ১৯৯২তে বাহরাইন টিভির সংবাদপাঠিকা হিসেবে যোগদান করেন এবং রাজনৈতিক টক শোতে যোগ দেন ১৯৯৩ সালে। ১৯৯৭ সালে বাহরাইন ট্রিবিউনের উদ্বোধনে অংশ নেন। তিনি ক্যাবিনেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মিডিয়া পরামর্শক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখান থেকে গণমাধ্যম পরিকল্পনা ও অধ্যয়ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এরপর টিভির বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের উন্নততর ধারণা সৃষ্টি করেন, যা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প উন্নয়নে ব্যাপক সহায়তায় আসে।

আহদেয়া আহমেদ লিচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণমাধ্যমের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ২০০৬ সালে সংসদীয় ও পৌরসভা নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে বাহরাইনের গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সরকারিভাবে নির্বাচন বিষয়ের ওপর প্রবক্তা ছিলেন, যা এ ধরনের পদবির ক্ষেত্রে ছিল প্রথম কাতারে। নির্বাচনসংক্রান্ত উচ্চ নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন এবং গণমাধ্যম জগতে জনসংযোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন। স্বপ্রণোদিতভাবে মানবহিতৈষী কর্মকাণ্ডের জন্য বাহরাইনের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্য হন ২০০৪ সালে। বাহরাইন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বছরের জন্য বোর্ড মেম্বার নিযুক্ত হন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিভাগের চেয়ারপারসন নিযুক্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশংসাপত্র লাভ করেন জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের কাছ থেকে। এই প্রশিক্ষণই তাকে জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও বিভিন্ন মিডিয়ার সাথে কাজ করার শক্তিকে শাণিত করে। জাতিসঙ্ঘের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে আহদেয়া আহমেদ তিন সপ্তাহব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর লিডারশিপ প্রোগ্রামে যোগদান করেন। সে সংস্থাটি সংবাদ পরিবেশন ও জনসংযোগ বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়। এর সদর দফতর ওয়াশিংটনে। আহদেয়া সংবাদ পরিবেশন ও গণমাধ্যমসংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াশিংটন, আলবেনি, নিউ ইয়র্ক, আটলান্টা, কলাম্বিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অংশ নেন।

বাহরাইনে টিভি দর্শকদের কাছে তিনি যেন একজন 'পবিত্র' মুখ। এই সংবাদকর্মী একই সঙ্গে রেডিও এবং ইংরেজি ভাষা পত্রিকায় সমান ভূমিকা রেখেছেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে মিডিয়া যোগ দেন তিনি এবং সেই থেকে কর্মজীবন ও শিক্ষাজীবন একই সঙ্গে চালাতে চেয়েছেন। গালফ নিউজ ডেইলি পত্রিকার লেস হুরটন তাকে কর্মজীবনে ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখিয়েছেন। বর্তমানে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা বা প্রতিবেদন তৈরিতে যে কৌশল প্রয়োজন তা তিনিই শিখিয়েছেন।

গণমাধ্যম জগতে তার এই সাফল্যের ব্যাপারে রোল মডেল হিসেবে ভূমিকা রাখেন তার মা। আহদেয়া বলেন, একজন ভালো পিতা-মাতাই এ ক্ষেত্রে উৎসাহের সফল উৎস হতে পারেন। রোল মডেল হিসেবে ভূমিকা রাখেন তার পিতাও। যিনি ছিলেন যথেষ্ট উদার, মহৎ ও বাস্তববাদী। তার মা পাঁচ সন্তানকে বড় করেন অন্যের সাহায্য ছাড়াই। মেয়ের সফলতার ব্যাপারে সর্বাত্মক স্বাধীনতা প্রদান করেন আদর্শ এই বাবা-মা।

এ দিকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও কথা বলেন আহদেয়া আহমেদ। গত ২৪ নভেম্বর মিসরের উত্তরাঞ্চলীয় সিনাই প্রদেশে একটি মসজিদে জুমার নামাজ চলাকালে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের অতর্কিত গুলি ও বোমা হামলার ঘোর সমালোচনা করেন। কারণ এতে মারা গেছে প্রায় ২৩৫ জন। আহত হয়েছে প্রায় ১২৫ জন। গণমাধ্যমে 'নজিরবিহীন' উল্লেখ করা হয়েছে এ হামলাকে। এখানে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় ২০১৩ সাল থেকে। এসব হামলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে প্রচুর পুলিশ, সেনা ও বেসামরিক লোক। আহদেয়া আহমেদ বলেন, 'সাম্প্রতিক এ হামলার ভিডিও দেখার সাহস বা মানসিকতা আমার মোটেই ছিল না। এই দৃশ্য এখানকার অতীতে ঘটা আরো হৃদয়বিদারক দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখনো আমি সংবাদকর্মী ছিলাম। এ জাতীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ধর্ম বা বিশ্বাসের। তা কেবলই কলুষিত রাজনীতি। এর সঙ্গে জড়িতরা ধর্মের নামে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে চায়। মসজিদ ও জুমার নামাজই যেন তাদের টার্গেট। একজন মুসলমান নারী হিসেবে আমি খুবই লজ্জাবোধও করছি। ১৯৯৭ সালের নভেম্বরের এক পর্যটন স্পটে চলেছিল লুক্সর হত্যাকাণ্ডটি। বিষয়গুলো মোটেই হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। কারণ ভবিষ্যতে এ ধরনের বড় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যে আবার ঘটাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? এমন মন্তব্যও করেন আহদেয়া আহমেদ।

সাইকেল বালিকারা

আসাদুজ্জামান আসাদ

সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাওয়ার দৃশ্য এখন আর বিরল নয়। অনেক এলাকায়ই এ দৃশ্য চোখে পড়ে। স্কুলড্রেস পরা একঝাঁক মেয়ে দলবেঁধে সাইকেলে করে স্কুলে যাচ্ছে। অথচ কয়েক বছর আগেও এ দৃশ্য ছিল অচিন্তনীয়। এভাবেই নারীরা একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে।

এসব নিয়ে লিখেছেন আসাদুজ্জামান আসাদ

'ঘড়ির কাঁটা সকাল সাড়ে ৮টা। স্কুলে পৌঁছাতে হবে সাড়ে ৯টায়। অনেকটা পথ। তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে পড়ি।' দম বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল বোদা উপজেলা সদরের পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সীমা রায়। তার বাড়ি বোদা উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নের বলরামহাট গ্রামে। চার দিকে সবুজ ভরা মাট। পিচঢালা আঁকাবাঁকা পথ। প্রতিদিন সকাল-বিকেলে বাইসাইকেলের চাকা ঘুরিয়ে যেতে হয় বিদ্যালয়ে।

সীমা রায়। গায়ে সাদা-গাঢ়, সবুজ রঙের স্কুলড্রেস। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ। মুখে মিষ্টিভরা চাঁদনি হাসি। জীবন, দেশ ও জাতির উন্নয়নের চিন্তা মাথায় নিয়ে ছুটে চলেছে সামনের দিকে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সীমা রায়। তার মা কৃষ্ণা রানী। বাবা প্রান্তিক কৃষক। বাবা কষ্ট করে মেয়ের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করে যাচ্ছেন। পড়ালেখার জন্য মেয়েকে একটি সাইকেল কিনে দেন। এই অজপাড়াগাঁ থেকে প্রতিদিন মেয়েটা বাইসাইকেলের চাকা ঘুরিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করে। আমার মেয়ে সীমাকে দেখে অনেকে কথার ছলে সাইকেল বালিকা বলে ডাকে।

শুধু সীমা নয়, বাইসাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে শতাধিক মেয়ে প্রতিদিন ৮-১০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে আসে। পথেঘাটে বখাটে ছেলেরা উৎপাত করে। থাকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। তবুও থেমে থাকে না তাদের চলার পথ। এমনি ভাবে শীতের ঘন কুয়াশা, চৈত্র-বৈশাখের তাপদাহ আর জৈষ্ঠ্যের খাঁ খাঁ রোদ, বর্ষার ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার আলো ছিনিয়ে নিতে কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হয় নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এমন মনোরম দৃশ্য দেশের আর কোথাও দেখা না গেলেও জেলার বোদা উপজেলায় প্রতিদিন সবার দুই নয়নে ভাসে। পিয়ারা, রশিদা, সেলিনা, নূপুর, রোজিনা, সাবিনা, মনীষা, পারভীন, তিথি, সীমা, রুনা, সমাপ্তি, শান্তনাসহ অসংখ্য ছাত্রী রয়েছে। এলাকার সবাই তাদের সাইকেল বালিকা বলে ডাকে। প্রতিদিন বোদা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে সড়ক-মহাসড়ক পাড়ি দিয়ে তারা স্কুলে আসা-যাওয়া করে। এদের সবারই বাড়ি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে। গাঁয়ের কাঁচাপাকা সড়ক দিয়ে যখন তারা লাইন ধরে স্কুলে যাতায়াত করে, তখন সবাই একনজর সে মনোরম দৃশ্য না দেখে থাকতে পারে না। অভূতপূর্ব মনোরম দৃশ্য! এমন দৃশ্য কয়েক বছর আগেও দেখা যায়নি।

এসব মেয়ে সাইকেল চালাবে? সমাজপতিরা একসময় তা সহ্য করত না। এখন তা বদলে গেছে। বলা যায়, সময়ের ব্যবধানে বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। এমন সামাজিক সংস্কার আইন করে হয়নি। তাই সমাজের প্রয়োজনে সামাজিক নিয়মকানুন বদলে যাওয়া, সামাজিক এই রীতিনীতি– নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলনেরই শুভসূচনা। আন্দোলনের এই সূচনা কেবল বোদা পাইলট বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে পঞ্চগড় জেলার সর্বত্র।

জেলার গ্রামগঞ্জ থেকে স্কুল, কলেজের ছাত্রীরা সামাজিক কুসংস্কার ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এখন দলবেঁধে বাইসাইকেল চালিয়ে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। দেশে সার্বিক ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনের সব ক্ষেত্রে অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। একে কার্যকর করতে কিশোরী শিক্ষার্থীরা অনেক স্বপ্ন আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনে ছুটে চলেছে। ইচ্ছা পূরণের এ প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরে বহু প্রতিকূলতা মাড়িয়ে তারা পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শহরের মানুষের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এসব সাইকেল বালিকা। যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে স্কুলে যেতে চায় না বেশির ভাগ ছেলে, সেখানে মেয়ে হয়ে তারা সাইকেল নিয়ে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া-আসা করে। সাইকেল বালিকা সেলিনার বাড়ির কাছাকাছি আরো ১৫-২০টি পরিবারের স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের মায়ের সাথে কথা হয়। সবাই তাদের মেয়েদের নিয়ে গর্ববোধ করেন। সেলিনার বান্ধবী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রোজিনা আকতারের ঝটপট উত্তর– 'সাইকেল চালিয়ে পড়াশোনা করে প্রকৌশলী হতে চাই।' তার কথার সুর ধরে কৃষ্ণা হতে চায় চিকিৎসক এবং বোদা মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী রিক্তানা আক্তারও হতে চান ডাক্তার। স্কুলপড়ুয়া সাইকেল বালিকাদের স্বপ্ন পূরণের এই অদম্য ইচ্ছা পূরণ হলে একদিন আলোকিত করে তুলবে আমাদের সামাজিক জীবন। সমৃদ্ধ হবে দেশ ও জাতি।

নাটের গুরু কারা

সিরিয়া খাতুন এবং কমার্শিয়াল রোডে অবস্থিত আমানা বিজনেস সেন্টারের মালিক আবদুস শুকুর খালিসাদার।

২০১৫ সালের মেয়র নির্বাচনে আবদুস শুকুর মেয়র জন বিগসের পক্ষে ভোট টানতে জোরালো ভূমিকা রাখেন। টাওয়ার হ্যামলেটস লেবারের খুবই ঘনিষ্টজন বলেও পরিচিত এই ব্যবসায়ী।

ডেভেলপার কোম্পানির সাথে ঘুষ লেনদেনের কাজটির দায়িত্ব নিয়েছিলেন আবদুস শুকুর। এর আগে কাউন্সিলার সিরিয়া খাতুন আবদুস শুকুরকে ডেভেলপার কোম্পানির এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

গত ১০ ডিসেম্বর রোববার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলকে জড়িয়ে দুর্নীতির এই মহাপরিকল্পনার চিত্র সবিস্তারে তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সানডে টাইমস। গুরুতর এই দুর্নীতির পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার ঘটনায় লেবার পার্টিতে রীতিমত তোলপাড় তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নির্বাহী মেয়র জন বিগসের ভূমিকা নিয়ে। ঘুষ দাবির বিষয়টি ডেভেলপার কোম্পানির পক্ষ থেকে মেয়র জন বিগসকে জানানো হলেও মেয়র এ বিষয়টি পুলিশকে জানাতে সময় নিয়েছেন কয়েকমাস। পরে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ডেভেলপার কোম্পানির প্ল্যানিং আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয়। যে কারণে লন্ডন মেয়র অফিস এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।

এসব ঘটনার কয়েক মাস পর মেয়র জন বিগস বিষয়টি তদন্তে একটি অ্যাকাউন্টিং ফার্মকে (ইওয়াই) নিয়োগ দেন। দুর্নীতির বিষয়ে পুলিশে না গিয়ে মেয়র অ্যাকাউন্টিং ফার্মের কাছে কেন গেলেন সেটিও একটি বিরাট রহস্য। ঘুষ নিয়ে আলাপের সময় মোট চারজন রাজনীতিক এ অর্থ পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়। এ চারজন কারা, তা নিয়েও আছে বড় প্রশ্ন।

এ কেলেঙ্কারির ঘটনায় কোনো অর্থের লেনদেন হয়নি। কারণ ডেভেলপার কোম্পানি গোপনে সব কথা রেকর্ড করে এবং বিষয়টি মেয়র জন বিগসকে জানায়। পরবর্তীতে ওই গোপন রেকর্ডিং সানডে টাইমের কাছে ফাঁস করে দেয়া হয় যার ভিত্তিতে ঘটনার প্রায় দুই বছর পর গত ১০ ডিসেম্বর রোববার বিরাট প্রতিবেদন প্রকাশ করে পত্রিকাটি। সানডে টাইমের রিপোর্টের পর ডেইলি মেইলসহ অন্যান্য মিডিয়াও ফলাও করে নিউজটি প্রকাশ করে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক ইন্ডিপেনডেন্ট মেয়র লুতফুর রহমানের বিরুদ্ধে লেবার পার্টি দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল। ভোট জালিয়াতিসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে অপসারণে বাধ্য করা হয়। কিন্তু লুতফুর রহমানের বিরুদ্ধে ঘুষ লেনদেনের কোনো অভিযোগ কখনো পাওয়া যায়নি।

লুতফুর রহমানকে অপসারণের সুযোগ নিয়ে লেবার দলের প্রার্থী জন বিগস ২০১৫ সালের জুনে মেয়র নির্বাচিত হন। নির্বাচনী প্রচারে তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসকে দুর্নীতিমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বারবার উচ্চারণ করেন। অথচ নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই জন বিগসের প্রশাসন এই ঘুষ লেনদেনের দফারফা শুরু করে বলে উঠে এসেছে টাইমসের প্রতিবেদনে যাতে ভূমিকা ছিলো জন বিগসের ডেপুটি কাউন্সিলার সিরিয়া খাতুনের। টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, হংকং ভিত্তিক প্রপার্টি ডেভেলপার কোম্পানি ফার ইস্ট কনসোরটিয়াম কেনারি ওয়ার্ফের লাগোয়া এলাকায় আলফা স্কয়ার নামে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করে। ৫শ মিলিয়ন পাউন্ডের ওই প্রজেক্টে ৬শ ফ্ল্যাট, স্কুল, হোটেল এবং মেডিকেল সার্জারি নির্মাণের কথা। ভবনটি মোট ৬৫ তলা হওয়ার কথা।

২০১৫ সালে জুন মাসে ডেভেলপার কোম্পানি তাদের প্রথম আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ ওই আবেদনে স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিকমত মানা হয়নি। এরপর বিষয়গুলো সংশোধন করে দ্বিতীয় আবেদনটি করা হয়। ততদিনে লুতফুর রহমান মেয়র পদ থেকে অপসারিত হয়ে জন বিগস ক্ষমতায়। আর কাউন্সিলার সিরিয়া খাতুন হয়েছেন ডেপুটি মেয়র।

২০১৫ সালের ৩ আগস্ট ডেভেলপার কোম্পানি ফার ইস্ট কনসোর্টিয়ামের ইউকে প্রধান জন কোনোলি ডেপুটি মেয়র সিরিয়া খাতুনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে বৈঠক করেন। সেখানে কাউন্সিলর হেনরি জোন্সও উপস্থিত ছিলেন। হেনরি জোন্সের সুপারিশে সিরিয়া খাতুন ফ্রিডম অব দ্য সিটি অব লন্ডন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। ফাঁস হওয়া দলিল অনুযায়ী কাউন্সিলার সিরিয়া খাতুন এই প্রজেক্টের পক্ষে মত দিচ্ছিলেন না। তাই জন কনোলি মেয়র জন বিগসের সাথে দেখা করে তাঁর সংশোধিত প্রস্তাবটি দাখিল করেন।

এরপর সিরিয়া খাতুন জন কোনোলিকে দ্বিতীয় দফা সাক্ষাতের জন্য খবর পাঠান। ২৬ অক্টোবর তাদের দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে সিরিয়া খাতুন বেশ খুশি মনে আমানা সেন্টারের মালিক আবদুস শুকুরের সাথে কোনোলিকে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, প্ল্যানিংয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সমাধানে আবদুস শুকুর সাহায্য করতে পারবেন। আবদুস শুকুর প্ল্যানিং পারমিশন নিয়ে দিতে পারবেন বলেও ইঙ্গিত করেন তৎকালীন ডেপুটি মেয়র সিরিয়া খাতুন। এই বৈঠকেও কাউন্সিলর হেনরি জোন্স উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের এক ফাঁকে আবদুস শুকুর জন কোলোনিকে এক পাশে ডেকে নিয়ে যান। কফি খেতে খেতে তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই প্রস্তাব করেন যে, দুই মিলিয়ন পাউন্ড প্রিমিয়াম দিলে এই প্রজেক্ট পাশ হয়ে যাবে। চারজন রাজনীতিক সমান ভাগে এই অর্থ পাবেন। জন কোনোলি বলেন, তাঁর একজন কনসালটেন্ট বিষয়টি দেখভাল করবে।

এর ১০ দিন পর ৪ নভেম্বর ওই কনসালটেন্ট আবদুস শুকুরকে ফোন করেন। রেকর্ডার চালু করে দিয়ে আবদুস শুকুরের সাথে কথা বলেন তিনি। এ সময় শুকুর আবারও বলেন যে, দুই মিলিয়ন পাউন্ড দিলে প্রজেক্ট পাশ হয়ে যাবে। চারজন রাজনীতিক ওই অর্থ পাবেন। আর ভিএটিসহ মাসে ১৫ হাজার পাউন্ড করে তাঁকে কনসালটেন্সি ফি দিতে হবে। তিনি দাবি করেন আরও প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এমন লেনদেন হয়েছে। আর এসব কাজে তাঁকে দুতিয়ালির জন্য ব্যবহার করা হয়। শুকুর দাবি করেন, লেবার দলের এনইসি এবং শীর্ষ রাজনীতিকদের সাথেও তাঁর ভাল উঠাবসা আছে। সানডে টাইম প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করে। (এসব ছবিতে লেবার পার্টির সাবেক ডেপুটি লিডার হারিয়েট হারম্যান ও রুশানারা আলী এমপির সাথে আব্দুস শুকুর খালিসাদারকে দেখা যায়। ২০১৫ সালে নারী দিবস উপলক্ষে আব্দুশ শুকুর খালিসাদারের মালিকানাধীন পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ আমানা সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে হারিয়েট হারম্যান ও রুশনারা আলীর সাথে এসব ছবি তোলা হয়।)

ওই কনসালটেন্ট শুকুরকে তাঁর প্রস্তাব লিখিত আকারে পাঠানোর অনুরোধ করেন। প্রায় ৫৮ মিনিটের ওই কথোপকথনের পুরোটাই রেকর্ড করে নেন ডেভেলোপার কোম্পানির কনসালটেন্ট।

শুকুর পরবর্তীতে ক্রিসেন্ট ইউকে ডেভেলোপমেন্ট নামের একটি কোম্পানির পক্ষে প্রস্তাব পাঠান। যাতে বলা হয়, প্ল্যানিং পারমিশনের বিনিময়ে ২ মিলিয়ন পাউন্ড ক্রিসেন্ট ইউকে ডেভেলোপমেন্ট কোম্পানিকে দিতে হবে। সানডে টাইমের রিপোর্ট মতে, শেষ পর্যন্ত কোনো ঘুষের লেনদেন অবশ্য হয়নি।

জন কোনোলি ২৬ নভেম্বর টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগসের সাথে লিভারপুল স্টেশনের কাছে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন।

ওই বছরের ডিসেম্বরে টাওয়ার হ্যামলেটসের প্ল্যানিং কর্মকর্তারা ফার ইস্ট কনসোর্টিয়ামের আলফা স্কয়ার নির্মাণের আবেদন প্রত্যাখান করার পরামর্শ দেন। প্ল্যানিং কর্মকর্তাদের এমন পরামর্শ লন্ডন মেয়র অফিসকে অবাক করে। গ্রেটার লন্ডন অথোরিটির এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর স্টুয়ার্ট মারি জন কোলোনির কাছে লেখা এক চিঠিতে আলফা স্কয়ারের পক্ষে সমর্থন তুলে ধরেন এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এর চাইতেও বিতর্কিত প্রজেক্টে সমর্থন দিচ্ছে বলেও তিনি সমালোচনা করেন।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফার ইস্ট কনসোরটিয়ামের আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যুক্তি দেখায় মূল ভবনটি মাত্রাতিরিক্ত উচ্চতাসম্পন্ন এবং এটি এলাকায় কনজেশনের সৃষ্টি করবে।

এরপর তৎকালীন মেয়র বরিস জনসন বিশেষ ক্ষমতাবলে ওই প্রজেক্ট নির্মাণের অনুমতি দেন। প্রজেক্টটির কাজ আগামী বছর থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

ফার ইস্ট কনসোর্টিয়াম এই ঘুষ দাবির বিষয়ে মেয়র জন বিগসের কাছে অভিযোগ করার প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে। কিন্তু প্ল্যানিং পারমিশন প্রত্যাখ্যান করার পর ২০১৬ সালের এপ্রিলে বিষয়টি তদন্তের জন্য অ্যাকাউন্টিং ফার্ম ইওয়াইকে দায়িত্ব দেয় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। তদন্তকারীরা তাদের রিপোর্টে বিষয়টি গুরুতর আখ্যায়িত করে ঘটনাটি পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেয়। প্রাথমিকভাবে কাউন্সিল একটি ফাইল সিরিয়াস ফ্রড অফিসে পাঠায়। ওই অফিস ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে সেটিকে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করে। এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি কিংবা যাদের নাম এসেছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়নি।

সানডে টাইমসের প্রশ্নের জবাবে আবদুস শুকুর দুই মিলিয়ন পাউন্ড দাবি করার কথা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি দাবি করেন, এটা কোনো অন্যায় প্রস্তাব ছিল না। তাঁর আইনজীবী বলছেন, শুকুর কোনো অন্যায় করেননি। কারণ কোনো চুক্তি ছাড়াই আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে।

শুকুর স্বীকার করেন কাউন্সিলার সিরিয়া খাতুন তাঁকে জন কোনোলির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দাবি, এ ঘটনার সাথে কাউন্সিলার সিরিয়ার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

এক বিবৃতিতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বলেছে, ইওয়াই (অ্যাকাউন্ডিং ফার্ম) এর তদন্তের ফলাফল একজন কিউসি মূল্যায়ন করেছেন এবং ফাইলটি সিরিয়াস ফ্রড অফিসে প্রেরণের পরামর্শ দিয়েছেন। সিরিয়াস ফ্রড অফিস সেটিকে তদন্তের জন্য ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করেছে। কাউন্সিল তদন্তের ফলাফল জানার অপেক্ষায় আছে।

এদিকে ঘুষ কেলেঙ্কারির এই ঘটনা লেবার দলের সাম্প্রতিক অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সিরিয়া খাতুন হঠাৎ করেই কয়েক মাস আগে জন বিগসের কেবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পর র‍্যাচেল সন্ডার্সও ডেপুটি মেয়রের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সর্বশেষ সিরিয়া, সন্ডার্স এবং জশোয়া প্যাকসহ কয়েকজন কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণা দেন। টাওয়ার হ্যামলেটস লেবারের এই প্রভাবশালী নেতাদের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে আসল কারণ কী, তা নিয়ে পরিষ্কার কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। এখন ঘুষ কেলেঙ্কারির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছে- এ ঘটনার জন্যই কি টাওয়ার হ্যামলেটস লেবারে এত অস্থিরতা?

১৮ মাসেও পুলিশি তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ায় হতাশ জন বিগস

এ ব্যাপারে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস তার বিবৃতিতে বলেছেন,

অভিযোগ জানার পর আমি কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট কর্মতাদেরকে বিষয়টি অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করি এবং তারা আমার নির্দেশনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৮ মাসেও পুলিশ তদন্ত সম্পন্ন করতে না পারায় আমি হতাশ।

বিবৃতিতে জন বিগস আরো জানান, লিডার অব দ্যা লেবার গ্রুপ হিসাবে প্ল্যানিং কমিটিতে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং প্ল্যানিং প্রসেসে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়েছি।

মেয়র বলেন, ঘটনাটি আমাদের আরেকবার মনে করিয়ে দিলো এখনো অনেক কাজ বাকি। তাই আগামী নির্বাচনটি হবে অতীতের বিশৃংখলায় ফিরে যাবার বিপরীতে লেবার পার্টির ভ্যালু এবং ডিসিপ্লিনের লড়াই।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বক্তব্য

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল থেকে প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আলফা স্কয়ার এর প্ল্যানিং এপ্লিকেশন বিবেচনার সময় কাউন্সিল বিন্দু পরিমান ছাড় দেয় নাই। ২০১৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের আবেদন স্ট্যাট্রেজিক ডেভেলাপমেন্ট কমিটিতে প্রত্যাখাত হয়। ভোটাভুটিকালে কমিটির সদস্য মোট ৮ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ৬ জন কাউন্সিলারই তাদের আবেদনের বিপক্ষে ভোট দেন এবং ২ জন অনুপস্থিত ছিলেন। এর আগে কাউন্সিল অফিসাররাও তাদের আবেদন প্রত্যাখানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

সেক্রেটারি অব স্টেটের হস্তক্ষেপ চাইলো পিপলস অ্যালায়েন্স

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হাউজিং প্রকল্প সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত দাবির সাথে একমত পোষণ করেছেন পিপলস অ্যালায়েন্স অব টাওয়ার হ্যামলেটস গ্রুপ লিডার কাউন্সিলর রাবিনা খান। গত ১৩ ডিসেম্বর বুধবার পূর্ব লন্ডনের স্টিফোর্ড কমিউনিটি সেন্টারে পিপলস এলায়েন্স অব টাওয়ার হ্যামলেটস আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কাউন্সিলর রাবিনা খান টাওয়ার হ্যামলেটসের হাউজিং প্রকল্প সম্পর্কে সেক্রেটারি অব স্টেটের নির্দেশনা চেয়ে বিভিন্ন দলের আহ্বানের সাথে একমত পোষণ করেন জানিয়ে বলেছেন, এ বিষয়ে আমি সেক্রেটারি অব স্টেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে কাউন্সিলর রাবিনা খান ছাড়াও পিপলস এলায়েন্স অব টাওয়ার হ্যামলেটস চেয়ার কাউন্সিলর আবুল আসাদ বক্তব্য রাখেন। এসময় কাউন্সিলার আমিনুর খান, কাউন্সিলার শাহ আলমসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সানডে টাইমস'র প্রতিবেদনে দুর্নীতির স্ক্যান্ডাল সম্পর্কে তদন্তের জন্য বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে সেক্রেটারি অব স্টেটের নির্দেশনার প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে উল্লেখ করে বিরোধী দল পিপলস অ্যালায়েন্স লিডার কাউন্সিলর রাবিনা খান বলেন, এর মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটস থেকে সরকারী কমিশনারদের কাছে পাঠানো আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্বেগের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বলেন, সেক্রেটারি অব স্টেট বরাবরে পাঠানো চিঠিতে আমি বলেছি, পুলিশী তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ পরিকল্পনা কার্যক্রমের বিষয়ে কাউন্সিল কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা প্রয়োজন।

অফস্টেড সেইফগার্ডিং স্ক্যান্ডালের মত এই স্ক্যান্ডালের ক্ষেত্রেও কাউন্সিলের উপর আমাদের আস্থা নেই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি কাউন্সিলের দায়িত্বশীলতার বিষয়েও আমরা আস্থাশীল নই। প্ল্যানিং প্রক্রিয়াতেও দুর্নীতির কোন চেষ্টা হচ্ছেনা বলে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

কাউন্সিলর রাবিনা খান জানান, যখন ঘুষ দাবি করা হয়েছিল বলে বলা হচ্ছে, সে সময় তার দলের কেউ প্ল্যানিং কমিটিতেই ছিলেন না। গত বছর অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের পর একমাত্র গ্রুপ মেম্বার এই কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত হন, যা কথিত ঘুষ দাবির পরের ঘটনা।

হাউজিং খাতে অতিরিক্ত অর্থায়নের লক্ষ্যে গৃহিত এই প্রকল্পে ১১৯ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয়ের সিদ্ধান্তটি মেয়র জন বিগস এর একান্ত সিদ্ধান্ত।

একটি অস্পষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহিত সামর্থের মধ্যে বাড়ি প্রদানের এই প্রকল্পে বিশাল অংকের বিনিয়োগ করে তাতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। মেয়র একটি বিশাল ব্যয়ে ফুল কাউন্সিলের অনুমোদনও চেয়েছিলেন। প্রতিবেদনে এ ধরনের অনেকগুলো উদ্বেগজনক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

মেয়র বিগস তার অনেক বড় কাজের বিষয়ে বেস্ট ভ্যালু ইমপ্রুভমেন্ট বোর্ডের কাছে গিয়েছেন। কিন্তু এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি বোর্ডে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এ প্রতিবেদনের ৮১ পৃষ্ঠায় সুপারিশ করা হয়েছে যে, সেবা বা কাজের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। বেস্ট ভ্যালু বোর্ড যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে ক্রয় প্রক্রিয়া তার অন্যতম।

ক্যাবিনেটকে অবহিত না করেই নির্বাচনমুখী বছরে মেয়র বিগস তার 'মেয়রাল ডিসিশান' বা নির্বাহী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা ১১৯ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত। অথচ, এ ক্ষেত্রে কোনরুপ সুস্পষ্ট ধারণা নেই বা এটি যথাযথভাবে নিরীক্ষণও করা হয়নি। এটি বেস্ট ভ্যালু বোর্ডেও পাঠানো হয়নি এবং এটি নিরীক্ষণ কমিটিতেও পাঠানো প্রয়োজন ছিল।

বেক্সিটের বিষয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস যেমন অনিশ্চয়তায় ভূগছে, একইভাবে লেবার পার্টি মেয়রও আগামী নির্বাচনের বিষয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কনজারভেটিভ পার্টির ডেপুটি লিডার কাউন্সিলার এন্ড্রু উড সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই এফোরডেবল হাউজিং প্রোগ্রামে ১১৯ মিলিয়ন পাউন্ড দুর্নীতি বিষয়েও সাংবাদিকদের করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এছাড়া লিবারেল ডেমোক্রেটিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের অবস্থান ঘোষণার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দরকার তাই এক মঞ্চে।

জন বিগসের পদত্যাগ দাবী করলো ইন্ডিপেন্ডেন্টস গ্রুপ

টাওয়ার হামলেটস লেবার পার্টির বিরুদ্ধে ঘুষ, দুর্নীতি আর ক্ষমতার অপব্যবহারের গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে টাওয়ার হামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ মেয়র জন বিগসকে অবিলম্বে নির্বাহী মেয়র পদ থেকে সড়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেন্ডেস গ্রুপ।

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ মনোনীত ও সাবেক নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান সমর্থিত সম্ভাব্য মেয়র পদ প্রার্থী কাউন্সিলার অহিদ আহমদ অবিলম্বে জন বিগসকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'ক্যানারী ওয়ার্ফের নিকটবর্তী দেশের দীর্ঘতম স্কাইক্রাপার টাওয়ার এর প্ল্যানিং পারমিশন পাইয়ে দিতে স্থানীয় লেবার কাউন্সিলারদের ২ মিলিয়ন পাউন্ডের ঘুষ গ্রহণের যে ভিডিও সানডে টাইমস-এ প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে আমরা হতবাক হয়েছি।

লিখিত বক্তব্য তিনি বলেন, লেবার কাউন্সিলারগণ কীভাবে ঘুষ লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় এই বিরাট অংকের অর্থ তাদের পকেটস্থ করার অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা অতীতের সকল রেকর্ড হার মানিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে মেয়র বিগস কাউন্সিল এবং তার দলের কাউন্সিলারদেরকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার কোন অধিকার নেই। আমরা অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি।

টাওয়ার হামলেটস লেবার পার্টির কাউন্সিলাররা এমনভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত যে স্থানীয় লেবার ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজস করে ৫শ মিলিয়ন পাউন্ডের কাজ পাইয়ে দিতে জন বিগস এর নাকের ডগায় কীভাবে ঘুষ লেনদেনের চেষ্টা করেছেন তা জন বিগস অস্বীকার করলেও জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এখানে তারও গোপন আঁতাত রয়েছে। কারণ সানডে টাইমস এর রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে যে স্থানীয় ঐ লেবার সমর্থক ব্যবসায়ী মেয়র জন বিগস এর পক্ষে গোপনে কিভাবে দোতিয়ালী করেছেন। টাওয়ার হামলেটসের জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা এই দাবিই করছি যে, জন বিগস মেয়রসহ, সকল লেবার কাউন্সিলার অবিলম্বে পদত্যাগ করুক এবং ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সিসহ সিরিয়াস ফ্রড অফিস কর্তৃক গৃহিত তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কাউন্সিলারশিপ বাতিল বহাল রাখা হউক।

একজন কিউসির পরামর্শ অনুয়ায়ী সিরিয়াস ফ্রড অফিস কর্তৃক যে তদন্ত শুরু করেছে এই তদন্তে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ লিডার কাউন্সিলার অলিউর রহমান বলেন, ডংকেষ্টার ও এবং লাংকাশায়ার কাউন্সিলে দুর্নীতির অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, টাওয়ার হামলেটস লেবার পার্টির মিথ্যা সহযোগিতার আশ্বাস জনগণ আর বিশ্বাস করেনা। সেই সাথে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যাপারে মেয়র জন বিগস এর দেয়া আশ্বাসের ওপর টাওয়ার হামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের সামান্যতম কোনো আস্থা নেই যা তাঁর অতীতের অনেক কার্যক্রম থেকে পরিস্কার হয়েছে। আমরা তাই জন বিগসের আশু পদত্যাগ দাবী করছি।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের কাউন্সিলার মুহাম্মাদ আনসার মুস্তাকিম, কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া, কাউন্সিলার গোলাম রাব্বানী, কাউন্সিলার মাহবুব আলম, কাউন্সিলার মুফতি মিয়া ও কাউন্সিলার সুলুক আহমদ।

ড. আবুল কালাম আজাদ

প্রিন্সিপাল
দারুল উলুম বার্মিংহ্যাম ইসলামিক হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ

প্রশ্ন আজকাল দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে যেমন ফেসবুক ও অন্যান্য চ্যাট ও মেসেজে লোকজন শুধু সংক্ষেপে বলেন 'সালাম'। আমার প্রশ্ন হলো- এটা এভাবে বলা জায়েয আছে কি-না। না থাকলে তার প্রমাণ ও কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝানোর অনুরোধ রইলো।

উত্তর: ভাই, খুব সময়োপযোগী একটা প্রশ্ন করেছেন। আসলে, আমি নিজেও মাঝে মাঝে এই সংক্ষিপ্তরূপের সালাম সামাজিক মাধ্যমের লেখায় ব্যবহার করে থাকি। আমাদের লেখায় মাঝে মাঝে আমরা শুধু সালাম বলে শুরু করি। এটার প্রচলন হয়েছে মূলতঃ শর্ট হ্যান্ড লেখার নিয়ম থেকে। আমরা যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামের পর (সাঃ) ব্যবহার করি। যদিও আমরা লিখি সংক্ষিপ্ত করে, কিন্তু বলার সময় ঠিকই পরিপূর্ণটা বলি। যেমন আমরা অনেকের নামের শুরুতে লিখি- মোঃ। এর পূর্ণ উচ্চারণ হলো মোহাম্মদ। লেখার ব্যাপারে ইনিশিয়াল বা সংক্ষেপিত রূপ ব্যবহার করা ভাষাগতভাবে গ্রহণযোগ্য এবং সেটা কম বেশি সকল ভাষাতেই আছে। আর সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যখন বলি 'এসএমএস' এর অর্থ কিন্তু দাঁড়ায় সংক্ষিপ্ত বাণী সেবা। ফলে, এ ক্ষেত্রে শুধু সালাম ব্যবহার করাটাকে একেবারে নাজায়েয বলা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কিন্তু সালাম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন সূরা হুদ এর- ৬৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ আমাদের দূতগণ (ফেরেশতাগণ) ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এলেন। তারা বললেনঃ সালামা। তিনিও বললেনঃ সালাম। এরপর সূরা ইবরাহীমের ২৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে জান্নাতে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। সুতরাং 'সালাম' ছোট করে বলার উল্লেখ কুরআনেই আছে। তবে, সেটা মূলত ফেরেশতা ও জান্নাতীদের ভাষা হবে। দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বা তার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শুধু মাত্র 'সালাম' বলে অভিবাদন করতেন বলে আমার জানা নেই।

> সূরা ইবরাহীমের ২৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে জান্নাতে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। সুতরাং 'সালাম' ছোট করে বলার উল্লেখ কুরআনেই আছে। তবে, সেটা মূলত ফেরেশতা ও জান্নাতীদের ভাষা হবে। দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বা তার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শুধু মাত্র 'সালাম' বলে অভিবাদন করতেন বলে আমার জানা নেই।

ইমাম আত-তাবারানী (র) এর আল-মুজাম আওসাত কিতাবে (৩/৩৩৫) সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) বর্ণনাতে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে বড় চোর সেই যে তার নামাজকে চুরি করলো। তখন বলা হলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকে কীভাবে তার সালাত চুরি করে। তিনি বললেনঃ যে তার রুকু ও সাজদাহকে পরিপূর্ণ করে না। আর মানুষের মধ্যে কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি যে সালামের সাথে কৃপনতা করে।

ফলে, আমরা এই উপসংহারে পৌছাতে পারি যে, সালাম বিনিময়ের নূন্যতম শব্দ হলো আসসালামু আলায়কুম। রাসূলুল্লাহ এর চেয়ে কম শব্দ ব্যবহার করে বলেননি। তিনি লেখার সময়ও লিখাতেন- সালামুন আলাইকুম। ফলে, আমারাও যেন লেখা ও বলায় এর চেয়ে কম না করি। শুধু সালাম লেখা ও বলা না জায়েয নয়, তবে হাদিসের ভাষায় তা পরিস্কার কৃপণতা। আমরা নিজেরা সালাম যত দীর্ঘ করব আমাদের ওপর তত বেশি শান্তি আসবে। নিজেরা সালামের প্রচলনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার ফেরেশতারাও আমাদের ওপর বিশেষ সালাম, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করেন। আর এই শান্তি ও বরকত পেতে আমাদের খুব বেশি কষ্ট হয় না। অথচ অবহেলা ও অলসতা করে আমরা নিজেদেরকে বিপুল শান্তি ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছি। আসুন, আজ থেকে আমরা শুধু 'সালাম' বলা বাদ দিয়ে কমপক্ষে যেন বলি আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহ। এটা বলতে অল্প সময় লাগে, কিন্তু উপকার অনেক, যা হয়ত আমরা দেখতে পাই না সব সময়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সত্য বুঝার ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।

প্রশ্ন: আমাদের অনেক শায়খের নামের আগে লেখা দেখি বা বলতে শুনি 'শাহ'। এই শাহ শব্দের মানে কি এবং শাহ হতে গেলে কি লাগে? বুঝিয়ে বলবেন, দয়া করে।

উত্তরঃ: 'শাহ' শব্দটা মূলত ফারসী শব্দ। এই শব্দটা কুর্দী, তুর্কী ও উর্দু ভাষায় ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হলো রাজা। ইরান বা পারস্যের রাজাদেরকে শাহ বলা হত। এখান থেকে এই শব্দটা একটা সম্মানজনক শব্দ হিসাবে বিবেচিত হয়। আর আমাদের পাকভারতের আবেগী মুসলমানেরা এই শব্দের মূল অর্থ ভালো করে না বুঝেই যাকে ভালোবাসেন তার নামের আগে লাগিয়ে দেন। যেমন শাহ সূফী হযরত মাওলানা। সূফীর সাথে শাহ শব্দটা মানায় না। কারণ সুফী হলেন দুনিয়া বিরাগী লোক। আবার তাকেই বলছি শাহ বা রাজা। মনে করে নিলাম উনাকে বলছি সুফীদের রাজা। নিজের গায়ের জোরের একজনকে সূফীদের রাজা বানিয়ে দেওয়াটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? আমি যাকে সুফীদের রাজা বলছি অন্য সূফীরা তা মেনে নিয়েছেন বলে আমার কাছে কি প্রমাণ আছে? আর কে সূফী তাই বা কিভাবে বুঝলাম। যারা আসলেই সূফী তারা, যারা কোনদিন নিজেরা দাবি করবেন না যে তাঁরা সূফী। আর যারা দাবি করবেন তারা সূফী নন। ফলে, 'শাহ' বলে কাউকে সূফীদের রাজা বলা বা মনে করা একটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে, আমরা সমাজে ও সংস্কৃতিতে আবেগ দিয়ে অনেক কিছুই বলি বা চলি। যদি একটু চিন্তা করতাম তাহলে অনেক কিছুই নিজেরাই শুধরিয়ে নিতে পারতাম, তাই নয় কি?

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

মাহমুদ আহমদ

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান অপরিসীম। মহাগ্রন্থ আল- কোরআন শান্তির পথ বাতলে দিয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক নূর এবং উজ্জ্বল কিতাবও। এর মাধ্যমে আল্লাহ সেসব লোককে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, যারা তার সন্তুষ্টির পথে চলে। তিনি নিজ আদেশে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং সরল-সুদৃঢ় পথে তাদের পরিচালিত করেন (সুরা মায়েদা :১৫-১৬)।

রাসুলের (সা.) কল্যাণমণ্ডিত পুরো জীবন এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষী। তিনি শান্তি ও নিরাপত্তার এক মহান মূর্তিমান প্রতীক হিসেবে জীবনযাপন করেছেন এবং চরম প্রতিকূল ও কঠিন পরিস্থিতিতে শান্তির পতাকা উঁচু রেখে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, কোরআনি শিক্ষামালার ওপর আমল করলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মাক্কি জীবনী এবং মাদানি যুগেও তার পুরো জীবনাদর্শ এমন সব ঘটনাতে পরিপূর্ণ যে, কীভাবে রাসুল (সা.) মান্যকারীদের কোরআন শিক্ষামালার কল্যাণে শান্তির মূর্তিমান প্রতীক বানিয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও তিনি মুসলমানদের সামনে এক পরম সহানুভূতিপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ উত্তম নৈতিক আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। যুদ্ধের নাম নিলেই তো বর্তমান যুগের নামসর্বস্ব সভ্য দেশগুলো নম্রতা, নৈতিক আচরণ, সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচারের সব দাবি সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়; কিন্তু বিশ্ব শান্তির মহানায়ক হজরত মুহাম্মদ (সা.) যুদ্ধ এবং হানাহানির ক্ষেত্রগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এমন অতুলনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা সব যুগে পুরো মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। মক্কা বিজয়ের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষী। তার খুনি শত্রুদের ক্ষমা করে বিশ্ব ইতিহাসে সেই দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত এর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন চুক্তি পালনের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) সর্বদা এমন আদর্শ দেখিয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শান্তির অভিযাত্রা এক ব্যক্তিসত্তা থেকে শুরু হয়। এর বীজ মূলত সবচেয়ে প্রথমে মানুষের হৃদয়ে বপন করা হয়। এটি যখন বর্ধিত হয়, তখন সেই ব্যক্তির পরিবার শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে। এরপর এটি পারিবারিক জীবনকে ছাড়িয়ে শান্তির এই কল্যাণ সমাজে এবং চারপাশে বিস্তার লাভ করে। এর পরবর্তী ধাপ জাতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা, যা অবশেষে আন্তর্জাতিক শান্তির রূপ ধারণ করে নেয়। এটি কোনো ধারণাপ্রসূত ও কাল্পনিক ফর্মুলা নয়; বরং এটি এমনই সত্য, যার প্রকাশ পুরো বিশ্বে দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআনে শান্তির বীজ হিসেবে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বে পূর্ণ ইমান আনাকে উপস্থাপন করেছে। এর স্পষ্ট প্রমাণ হলো, যারা আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বে জীবন্ত ইমান রাখে, তারা কখনও অস্থিরতা বা মানসিক চাপের শিকার হয় না, যাতে নিজের জীবন সম্পর্কেই নিরাশ হয়ে যেতে হয়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় বাধা হলো, বিশ্বের বিভিন্ন জাতিতে বর্ণের অহঙ্কার ও জাতিগত গর্ব। পবিত্র কোরআন ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় সৌহার্দ্য ও সহিষ্ণুতার এক মূর্তিমান প্রতীক। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :ধর্মের ব্যাপারে কোনো বল প্রয়োগ নেই। কেননা হেদায়েত এবং ভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য ভালোভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে (সুরা বাকারা)। কোনো ব্যক্তিকে জোর করে ইসলামে প্রবেশ করানোর প্রয়োজন কী, যখন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দিবালোকের মতো স্পষ্ট। অপর এক স্থানে ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়েছে, তুমি বলে দাও, এই সত্য তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব যার ইচ্ছা এতে ইমান আনুক, যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক (সুরা কাহফ)।

পবিত্র কোরআনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ জাতীয় শান্তি ও নিরাপত্তার জামিনদার হয়ে যায়। বিশ্বের সব রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এসব মূলনীতিতে সংঘবদ্ধ হয়ে যায়। কোরআনি শিক্ষামালাকে পথনির্দেশক বানিয়ে এসব মূলনীতি যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়, বিশ্ব শান্তি পুরো বিশ্বের ভাগ্যে অবশ্যই জুটবে। তাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে পবিত্র কোরআনের শিক্ষার ওপর আমল করতে হবে।

ইসলামী গবেষক

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
১৫ ডিসেম্বর	শুক্রবার	৬:১৫	০৭:৫৭	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	০৫:৩২
১৬ ডিসেম্বর	শনিবার	৬:১৭	০৭:৫৮	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	০৫:৩২
১৭ ডিসেম্বর	রবিবার	৬:১৭	০৭:৫৮	১২:০২	২:০৭	৩:৫৫	০৫:৩২
১৮ ডিসেম্বর	সোমবার	৬:১৮	০৭:৫৯	১২:০২	২:০৭	৩:৫৫	০৫:৩২
১৯ ডিসেম্বর	মঙ্গলবার	৬:১৯	০৮:০০	১২:০৩	২:০৭	৩:৫৬	০৫:৩৩
২০ ডিসেম্বর	বুধবার	৬:২০	০৮:০০	১২:০৩	২:০৮	৩:৫৬	০৫:৩৩
২১ ডিসেম্বর	বৃহস্পতিবার	৬:২১	০৮:০১	১২:০৪	২:০৮	৩:৫৭	০৫:৩৪

চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত 'পরিণত' সাকিব

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : অধিনায়কত্ব ব্যাপারটা তার কাছে কোনো অর্থেই নতুন কিছু নয়।

সব ফরম্যাটেই দুই বছর বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করেছেন। মাশরাফির ইনজুরিতে এর মাঝে মাঝেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আর টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ থেকেই আছেন অধিনায়ক। ফলে নতুনত্ব কিছু থাকার কথা নয়। তারপরও ব্যাপারটা যখন টেস্ট অধিনায়কত্ব ফিরে পাওয়া, তখন রোমাঞ্চ একটা থাকেই।

সাকিব আল হাসান সবসময়ের মতোই রোমাঞ্চটা আড়াল করে 'নতুন' এই দায়িত্বের চ্যালেঞ্জটাকে বড় করে দেখতে চাইলেন। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বললেন, দল এখন ভালো করছে। এখান থেকে আরো ভালো করার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন তিনি, 'টেস্টে গত কিছুদিন আমরা ভালোই করেছি। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জিতলাম, অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের সঙ্গে জিতলাম এখানে। এই জায়গা থেকে কতটা ভালো করা যায়, সেই চেষ্টাই থাকবে।'

সাকিবের এবারের শুরুটা অবশ্য একটু সহজ হচ্ছে। দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে শুরু করতে হবে। সাকিব অবশ্য এটাকে সহজ ভাবতে রাজী নন। তিনি বলছিলেন, 'প্রতিটি টুর্নামেন্ট বা সিরিজই কঠিন। সেটা দেশে হোক বা বাইরে। হয়ত দেশে একটু স্বস্তি বোধ করি আমরা। বিদেশে যেহেতু সাফল্য নেই, সেহেতু আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। একই সঙ্গে এটাও সুযোগ ভালো কিছু করার। কোনো না কোনো কিছু তো কেউ না কেউ শুরু করবে। যদি ভালো শুরু হয়, তাহলে খারাপ কী! যদিও কাজটা কঠিন। কিন্তু আমাদের যে দল আছে, আমরা যেভাবে খেলছি, অনেক কিছু করা সম্ভব।'

এই দফায় সাকিব ডেপুটি হিসেবে পাচ্ছেন অধিনায়ক হিসেবে প্রশংসিত মাহমুদউল্লাহকে। তিনি বলছেন, এটা তার কাজকে সহজ করে দেবে, 'আমরা বেশ কয়েকজনই আছি, যারা দলের নেতা। এবং যে কোনো সিদ্ধান্তই আমরা একসঙ্গে মিলেই নেই। কেউ অধিনায়ক থাক বা না থাক, সেটা ব্যাপার নয় যখন আমরা মাঠে খেলতে নামি। সবার সাহায্যই দরকার হবে। আর রিয়াদ ভাই তো কয়েক বছর ধরেই বিপিএলে ভালো অধিনায়কত্ব করছে। নেতৃত্বগুণ তার ভেতর অনেক আগে থেকেই আছে। আমার কাছে মনে হয়, আমার জন্য কাজটি সহজ হবে।'

আরেকটা জায়গায় সাকিব মনে করছেন, তার কাজটা সহজ হবে– এবার যখন অধিনায়কত্ব পেলেন, তখন দলে পারফরমার আগের চেয়ে অনেক বেশি, 'অবশ্যই কাজটা সহজ হবে। এখন বেশিরভাগ ক্রিকেটাররাই প্রায় সবসময় পারফর্ম করছে। ক্রিকেটাররা যখন পারফর্ম করে, অধিনায়কের ওরকম কোনো কাজই থাকবে না। আশা করি সবাই মিলে ভালো করবে। সবাই মিলে ভালো করলেই দল ভালো করবে।'

এই সময়ে দল যেমন বদলে গেছে, অনেকে মনে করছেন সাকিবও অনেক বদলে গেছেন। যেমন দলের দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করা খালেদ মাহমুদ সুজন বলছিলেন, 'ওর অনেক পরিবর্তন এসেছে, এটা বিশাল। ছয় বছরে অনেক কিছুই চেঞ্জ এসেছে। ক্রিকেটার হিসেবে ওকে অন্যভাবেই দেখি। ও অনেক কিছু জানে, গেম সেন্স আছে। সিচুয়েশন বুঝে ভালো। এখন বয়সও হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক পরিণত। আমার মনে হয়, তার অধিনায়কত্ব দিয়ে, বাংলাদেশ ক্রিকেটে সে একটা পরিবর্তন আনবে। অনেক পরিবর্তন এসেছে, এটা বিশাল। ছয় বছরে অনেক কিছুই চেঞ্জ এসেছে। ক্রিকেটার হিসেবে ওকে অন্যভাবেই দেখি। ও অনেক কিছু জানে, গেম সেন্স আছে। সিচুয়েশন বুঝে ভালো। এখন বয়সও হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক পরিণত। আমার মনে হয়, তার অধিনায়কত্ব দিয়ে, বাংলাদেশ ক্রিকেটে সে একটা পরিবর্তন আনবে।'

ভারতের বিপক্ষে আফগানদের অভিষেক টেস্ট

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : ভারতের বিপক্ষে অভিষেক টেস্ট খেলবে আফগানিস্তান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) গভর্নিং বডির বিশেষ সভায় আজ আফগানিস্তানের অভিষেক ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিসিসিআই এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) যৌথ সংবাদ সম্মেলনে খুব শিগগিরই ভারতে ম্যাচের তারিখ ও ভেন্যু ঘোষণা করা হবে। বিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরি বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০১৯ সালে আফগানিস্তানের অভিষেক টেস্ট খেলার সূচি নির্ধারিত ছিল। তবে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে আমরা তাদের অভিষেক টেস্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এসিবি চেয়ারম্যান আতিফ মার্শাল, সিইও শফিকউল্লাহ স্তানিকজাই মুম্বাইয়ে বিসিসিআই প্রধান নির্বাহী রাহুল জোহরির সঙ্গে সাক্ষাত্ করে ভারতের বিপক্ষে খেলার জন্য অনুরোধ করেছেন। জোহরি বলেন, 'এসিবি তাদের প্রথম টেস্ট খেলার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করেছে। বিসিসিআই সম্মত হয়েছে।' গত জুনে আফগানিস্তান ও আয়ারল্যান্ড টেস্ট মর্যাদা লাভ করে। আগামী মে মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে নিজ মাঠে অভিষেক টেস্ট খেলবে আয়ারল্যান্ড।

মেসিরও ৫২৫ গোল জয়ে ফিরল বার্সা

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : লিওনেল মেসি কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর খেলা মানেই কোনো না রেকর্ডের ভাঙ্গা গড়া। আবারো তাই হলো। নতুন রেকর্ড না গড়লেও ইউরোপের কোনো লিগে কেবল একটি ক্লাবের হয়ে ৫২৫ গোল করা জার্মান কিংবদন্তি ফুটবলার জার্ড মুলারকে ছুয়ে ফেললেন বার্সেলোনার মেসি। মুলারের রেকর্ডটি প্রায় ৪০ বছর ধরে অক্ষত ছিল। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসি গত রবিবার রাতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে লা লিগার ২-০ ব্যবধানের জয়ে ৮২ মিনিটে গোলটি করেই ছুয়ে ফেলেন মুলারকে। যদিও খেলাটিতে বন্ধ্যাত্ব গোচাতে ৭২ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল অতিথি বার্সেলোনাকে। লুই সুয়ারেজই প্রথম গোল করেন। দুজনের প্রয়াসে দ্বিতীয় স্থানে থাক ভ্যালেন্সিয়ার সাথে পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধান অব্যাহত রইল বার্সার।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে কোনো এক ক্লাবের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডটি মুলার করেছিলেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ৫৭২ খেলায় গোলগুলো করেছিলেন তিনি। তার এতদিন পর এসে মুলারের কীর্তিতে ভাগ বসালেন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড। মেসির অবশ্য এটি ছিল ৬০৫তম খেলা।

মুলারের কোনো রেকর্ডে ভাগ বসানো কিংবা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া মেসির এই প্রথম নয়। তিনি এর আগে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় করা মুলারের ৮৫ গোলের রেকর্ডটিও ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল ২০১২ সালের ঘটনা যাতে মেসির গোল ছিল ৯১টি। অপরদিকে মুলারের এই রেকর্ডটি ছিল ১৯৭২ সালের।

মেসি এ নিয়ে লা লিগায় চলতি মৌসুমে ১৪ গোল করলেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবের হয়ে এ মৌসুমে এটি হলো তার ১৮তম গোল। সব মিলিয়ে চলতি বছর ৪৯ গোল করেছেন মেসি। ২০১৭ সালে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে যে কোনো ফুটবলারের চেয়ে যা বেশি।

মার্টিন ক্রোর পাশে টেইলর

আরেকটি জয়ের দুয়ারে নিউজিল্যান্ড

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : আগের দিনেই হ্যামি"নে লাগামটা নিজেদের দখলে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। আর তৃতীয় দিন শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের স্বপ্ন দেখছে দলটি। দ্বিতীয় ইনিংসে অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান রস টেইলরের সেঞ্চুরিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪৪৪ রানের টার্গেট দিয়েছে স্বাগতিকরা। পাহাড়সম টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৩০ রান তুলতেই ২ উইকেট হারিয়ে দিন শেষ করেছে সফরকারী ক্যারিবিয়ানরা।

এই দিনের জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন টেইলর। ১৬তম সেঞ্চুরি পেয়ে গিয়েছিলেন গত বছরের নভেম্বরে। এরপর বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে কয়েকবার কাছে গিয়েও পাননি। অবশেষে রস টেইলর পৌঁছলেন কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায়। ১৭তম টেস্ট সেঞ্চুরিতে ছুঁলেন মার্টিন ক্রো ও কেন উইলিয়ামসনের রেকর্ড।

দিনের শেষের মত ব্যাটিংয়ে শুরুও বাজে ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ৮ উইকেটে ২১৫ রান নিয়ে দিন শুরু করে যোগ করতে পেরেছে আর মাত্র ৬ রান। শেষ দুটি উইকেট দ্রুত তুলে নেন ট্রেন্ট বো"। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড রান তুলেছে দ্রুত গতিতে। দুই ওপেনার টিকতে পারেননি খুব বেশি সময়। তবে দলের সেরা দুই ব্যাটসম্যান কেন উইলিয়ামসন ও টেইলর ভোগান ক্যারিবিয়ানদের।

নেপথ্যে দ.আফ্রিকা সফরের বিতর্ক প্রসঙ্গ মুশফিকের নেতৃত্ব হারানো

ঢাকা, ১২ ডিসেম্বর : সীমিত ওভারের দলের নেতৃত্ব হারিয়েছিলেন ২০১৪ সালে। রোববার বোর্ড সভায় টেস্ট দলের নেতৃত্ব থেকেও মুশফিকুর রহিমকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। গত সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পরই বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে মুশফিকের অধ্যায় শেষ হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন ছিল। বিসিবি পরিচালক খালেদ মাহমুদ সুজনও গতকাল বলেছেন, পারফরম্যান্স নয় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের কিছু বিতর্কের কারণেই অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন মুশফিক।

ঘরের মাঠে সর্বশেষ দুই সিরিজে মুশফিকের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াকে টেস্টে হারিয়েছে বাংলাদেশ। টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে। তার অধিনায়কত্বে গত মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শততম টেস্টে জয় এবং সিরিজ ড্র করেছিল বাংলাদেশ। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের জয় দশটি। যার সাতটিই এসেছে মুশফিকের হাত ধরে। সাদা পোশাকে দেশের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের বিতর্কে সরে যেতে হলো তাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বিতর্ক উঠেছিল মূলত প্রথম টেস্টে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া নিয়ে। দ্বিতীয় টেস্টেও একই কাজ হয়েছিল। পরে সংবাদ সম্মেলনে এসে মুশফিক বলেছিলেন, সিদ্ধান্তটি ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের এবং তাদের সিদ্ধান্তেই অধিনায়ক হয়েও তিনি ফি"ং করেছিলেন বাউন্ডারি লাইনে। প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলনে মুশফিকের এমন মন্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন খোদ বিসিবি সভাপতি।

ওই সফরের বিতর্কের জের হিসেবেই আপাতত মুশফিকের নেতৃত্বের অধ্যায়ের ইতি ঘটল। খালেদ মাহমুদ সুজন গতকাল বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু সিদ্ধান্ত খুবই বিতর্কিত, যেটা আমি মনে করি না বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো কিছু হয়েছে। যেটাতে অনেকগুলো যদি বা কিন্তু ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ কেন টসে জিতে ব্যাটিং বা বোলিং করবে, সেটা নিয়ে এরকম দ্বিধা থাকতে পারে না। এটা পরিষ্কার থাকতে হবে। এরকম যখন দোনোমনা, এটা ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত না ক্যাপ্টেনের। এটা যখন নিশ্চিত হতে পারি না তখন এটা বিতর্কিত। আমার মনে হয় আমরা এরকম বিতর্কের মধ্য দিয়ে যেতে চাইনি। আমি সব সময় বলি সব সময় মাঠের পারফরম্যান্স সবকিছু না। অফ দ্য ফি" ক্যাপ্টেন্সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কোচ হাথুরুসিংহের সঙ্গে টেস্ট অধিনায়ক মুশফিকের দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্রথম টেস্টেই। গোটা সফরেই যা বহাল ছিল। মাঠের বাইরে অধিনায়ক হিসেবে তার আচরণ, টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলাই মুশফিকের বিদায়টা ত্বরান্বিত করেছে।

যদিও ক্রিকেটার মুশফিকের প্রশংসা করেছেন খালেদ মাহমুদ সুজন। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতেই নাকি তার নেতৃত্ব কেড়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিসিবির এ পরিচালক বলেন, 'মুশফিক আমাদের জন্য দারুণ একজন ক্রিকেটার। সে দারুণ খেলোয়াড়। সে আমাদের জন্য ব্যাটিং স্তম্ভ, আমরা সব সময় বলি মুশফিক দুর্দান্ত। এটাতে আমরা দ্বিমত করি না। ক্রিকেটে কথা আছে, অন-অ্যা অফ দ্য ফি"। আমার মনে হয় বিসিবির এটা মাথায় আছে। এরকম পারফরম্যান্সের একজন অধিনায়ককে বাদ দেওয়া হলো কিনা সেটা নিয়ে তর্ক থাকবেই। তবে আমার মনে হয় কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যেটা বাংলাদেশ দলকে সাহায্য করবে। আমরা সব সময় চিন্তা করি বাংলাদেশের ক্রিকেটকে কীভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।'

মানবতার সেবায় একদিন

মোঃ রহমত আলী

গত ১০ ডিসেম্বর ছিল বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের এ দিনে আর্ন্তাতিক মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করা হয়েছিল। ভাবছিলাম এদিনটি মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ কোন একটা কাজ করা যায় কি-না। কারণ আমি মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশের ইউকে শাখার প্রেসিডেন্ট। সংগঠনের পক্ষ থেকে কোন সভা সমাবেশের চিন্তা করিনি এ জন্য যে, যেহেতু গত ৩ ডিসেম্বর সবেমাত্র গঠিত নতুন কার্যকরী কমিটির অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে, তাই এতো অল্প সময়ে আরো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা বাস্তবতার নিরিখে সম্ভব নয়। সে কারণেই ব্যক্তিগত চিন্তার এ কারণ।

বার্মিংহাম থেকে আমার পূর্ব পরিচিত অনর উদ্দিন ভাই কয়েকদিন পূর্বে ফোন করে বলেছিলেন যে, যুক্তরাজ্য প্রবাসী হবিগঞ্জের একজন লোক কয়েকমাস পূর্বে তার মায়ের চেহলাম (চল্লিশা) করার জন্য দেশে গিয়েছিলেন। তারপর সেখানে সন্ত্রাসীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছেন এবং বর্তমানে বার্মিংহামের একটি নার্সিং সেন্টারে চিকিৎসারত আছেন। এ উপলক্ষে সেখানকার বাঙালি কমিউনিটির লোকজন সমবেত হবেন। তাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কেউ যোগদান করলে ভলো হবে। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, চেষ্টা করবো। এ চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবেই ঠিক করলাম যে, আমি সেখানে যাবো। তখন 'রথও দেখা হবে কলাও বিক্রি করা যাবে'। অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসও পালন করা হলো আর সে সভায়ও যোগদান করা হলো।

যেই ভাবা সেই কাজ। যোগাযোগ শুরু করি আমার সহকর্মীদের সাথে। তার সাথে সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছিল এখানকার সময় টিভির প্রতিনিধি সুয়েব কবিরের সাথে। সেও এতে নিজ গাড়িযোগে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করায় আমার সহকর্মীদের এটা জানালাম। কিন্তু অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করলেও দূরবর্তী হওয়ার কারণে যেতে সম্মত হচ্ছিলেন না। অবশেষে মৌলানা রফিক ভাই ও মাস্টার মিসবাহ কামাল রাজী হলেন। তখন সিদ্ধান্ত হলো আমরা ৩জন ও সুয়েব কবির তার গাড়িসহ বার্মিংহামে পরদিন বেলা ১২টা থেকে ১টার মধ্যে সেখানে পৌছবো।

আমাদের যেহেতু সকাল ১০টার মধ্যেই রওয়ানা দিতে হবে তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছি তখন দরজার কাছে আসতেই সব পরিকল্পনা যেন ভন্ডুল হওয়ার উপক্রম। চেয়ে দেখি ঘন তুষারপাতে সবকিছু সাদা হয়ে গেছে এবং তখনও অব্যাহতভাবে তা পড়ছে। মনের মধ্যে ভীষণ হতাশা সৃষ্টি হলো। কারণ যদি এ সময় না যেতে পারি তবে নানা ব্যস্ততার কারণে শিঘ্রই আর যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যে আমার সাথে গমনেচ্ছু রফিক ভাই ও মিসবাহকে ফোন করলাম। তারাও এ হেন পরিস্থিতিতে হতাশা প্রকাশ করলেন। সুয়েব কবিরকে ফোন দিলাম কিন্তু তার মধ্যেও একই ধরণের হতাশা। আমি নিজে হাল না ছেড়ে তখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের কথা বলে আপাতত তাদেরকে আশ্বস্ত করে রাখলাম।

শুরু হলো আমার অস্বস্তিকর অবস্থার পায়চারী। একবার জানালার কাছে যাই একবার ঘড়ির দিকে তাকাই। কিন্তু তুষারপাত ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই তাদেরকে ফোন করে পুনরায় নিজেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়া থেকে বিরত থাকি।

তবে কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করা যায়। আবারও সুয়েব কবিরকে ফোন করি। সে বলে গাড়িটি বরফে আচ্ছদিত হয়ে গেছে তাই আর যাওয়া হচ্ছে না। আমি তখন তাকে কিছুটা অভয় দিয়ে বললাম যে, যেহেতু সবেমাত্র বরফ পড়েছে এবং তা এখনও জমে যায়নি তাই গাড়ি চালাতে অসুবিধা হবে না। সাথে সাথে বললাম যে, বার্মিংহামে হয়তো এভাবে হবে না। আমি তখন বলেই দিলাম যে, আমার দুই সহকর্মী এসে গেছেন ও আমরা তার জন্য অপেক্ষায় আছি। তাই একটু কষ্ট হলেও যেন চলে আসে। তখন আমাদের কথা বিবেচনা করে সে কিছুটা সম্মতিসূচক জবাব দেয়। আমি তখন সাথে সাথে আমার দুই সহকর্মীকে ফোন করে বললাম যে, গাড়ি যেহেতু এসে গেছে তাই তারা যেন তাড়াতাড়ি চলে আসেন।

> আমাদের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি যে ভাষায় তার উপর নির্যাতনের কথা জানালেন তা ছিল এতই হৃদয় বিদারক, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। শুধু ভাবলাম মানুষ কি এতই নিষ্ঠুর হতে পারে। দেখতে পেলাম তার শরীরে ৫০টির মত আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মাথাসহ অন্যান্য স্থানে কয়েকটি আঘাত অত্যন্ত গুরুতর।

আমরা তখন নিজ ঘর থেকে কেউ বাসে করে আবার কেউ নিজ গাড়িতে করে হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ এলএমসি সেন্টারের আলাদিন রেস্টুরেন্টে চলে আসি এবং অপেক্ষা করতে থাকি সুয়েব কবির এর। তখন তাকে ফোন করে বারবার বিরক্ত না করে টেক্স ম্যাসেজ পাঠাতে লাগলাম। একটার পর একটা আপডেট ও তাড়াতাড়ি চলে আসার ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা পাঠাতে থাকি। একসময় সে ফোন করে জানালো কিছুক্ষণের মধ্যেই রওয়ানা দিবে। তখন আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এ সুযোগে একটু হাল্কা নাস্তা করে নিলাম। অবশেষে সে যখন আসলো তখন আমরা সবাই মিলে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যেহেতু ঘর থেকে চলে এসেছি তাই আর থামবো না। যে করেই হোক গন্তব্যে পৌছবো। সুয়েব তখন তার অফিস থেকে ক্যামেরা নিয়ে চলে আসে, আমরা রওয়ানা দিই। কিন্তু রাস্তা যতই অতিক্রম করছি তুষারপাতের মাত্রাও যেন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একসময় চতুর্দিকে সাদা বরফে আচ্ছাদিত দেখে মনে হলো আমরা যেন বিমানেই যাচ্ছি ।

অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করার পর মটওয়েতে আমাদের জন্য যে বিপদ অপেক্ষা করছিল তা আমরা কোনভাবেই অনুভব করি না। গাড়িকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে নিতে গিয়ে হঠাৎ চাকা পিছলে যায় এবং গাড়িটি মুহূর্তেই চক্কর দিয়ে লাটিমের মত একস্থানে ঘুরতে থাকে। আমরা কিছু বুঝে উঠার আগেই তা যেন শুন্যে উঠে যায়। এ সময় প্রচন্ড ধোঁয়া বের হচ্ছিল গাড়ি থেকে। আমরা সবাই আল্লাহর নাম জপতে থাকি। অবশেষে গাড়ি যখন কিছুটা স্থির হলো তখন দেখতে পাই গাড়ির সামনের বাম্পার ছুটে গিয়ে দূরে পড়েছে, টায়ার স্নো বেষ্টিত হয়ে জমে গেছে। আমরা সবাই তখন ভয়ে একেবারে নিথর হয়ে গেছি। তবে সুয়েব কবির আমাদেরকে নামতে না দিয়ে বিপদ সংকেতের লাইট জ্বালিয়ে সে নেমে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পর সে জানালো যে, টায়ারে বরফ সরাতে পারলেই গাড়ি চালানো যাবে। আমরা তখন নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সুয়েব তার কাজ শেষ করে গাড়িতে উঠলো এবং একটা বিকল্প রাস্তা ধরে নিরাপদে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে প্রায় আধাঘন্টা পরে আমরা পুণরায় মটরওয়েতে চলে যাই। এ সময় আমাদের সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মর্তুজা সাহেবকে ফোন করে আমাদের খবর নিতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে তেমন কিছু তাকে বলিনি। শুধু দোয়া করার কথা বলি।

অবশেষে এক সময় আমরা বার্মিংহামে পৌছি। সেখানে গিয়ে দেখি তারা যে সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন তা স্থগিত করা হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটেও লোকজনের তেমন চলাচল নেই। সবখানেই কেবল সাদা বরফ। অনর উদ্দিন ভাই আমাদেরকে কিছুক্ষণ পর পর ফোন করে খবর নিচ্ছিলেন। একসময় আমি আমাদের বার্মিংহাম কমিটির সভাপতি আশরাফ উদ্দিনকে ফোন করি। সাথে সাথে জমি সংক্রান্ত একজন ভুক্তভোগী জুবায়ের ভাইকেও ফোন করি। আমরা পৌছে গেছি খবর শুনে তারাও চলে আসেন নার্সিং সেন্টারের সামনে। অনর উদ্দিন ভাই আসার পর আমরা সবাই একসাথে চলে যাই ভিকটিম শাহ আমিন নজরুলের রুমে। আমাদের যেহেতু তার সাথে পূর্ব থেকেই যোগাযোগ ছিল তাই তিনি বিছানা থেকে উঠে হুইল চেয়ারে বসেই অপেক্ষায় ছিলেন।

আমাদের সাথে দেখা হওয়ার পর তিনি যে ভাষায় তার উপর নির্যাতনের কথা জানালেন তা ছিল এতই হৃদয় বিদারক, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। শুধু ভাবলাম মানুষ কি এতই নিষ্ঠুর হতে পারে। দেখতে পেলাম তার শরীরে ৫০টির মত আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মাথাসহ অন্যান্য স্থানে কয়েকটি আঘাত অত্যন্ত গুরুতর।

তিনি জানালেন এ সকল সন্ত্রাসী দা, ধারালো লম্বা অস্ত্র ও রড দিয়ে পিটিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে যখন মনে করে যে, তিনি মরে গেছেন তখনই তারা চলে যায়। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন যে, দেশে গিয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুপরবর্তী চেহলাম (চল্লিশার মেজবান) অনুষ্ঠান করতে। কিন্তু তিনি নিজেই অবলীলায় সে পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তারা তার কাছ থেকে ৫লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে কিন্তু তিনি তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করার পর তার উপর নেমে আসে এ ধরণের বর্বরতা। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এতবড় ঘটনার পর মামলা দায়ের করা হয় এবং আসামীদের গ্রেপ্তারও করা হয়। কিন্তু তারা জামিনে মুক্ত হয়ে এখন আবার তার পরিবার ও মামলার স্বাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তার একটাই প্রশ্ন যে, তা হলেই কি প্রবাসীদের এভাবেই দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসতে হবে। তার বক্তব্য শুনে আমরা তার কাছ থেকে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে আমাদের সংগঠন হিউম্যান রইটস এন্ড পীস ফর বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট এডভোকেট মনজিল মোরসেদের সাথে আলোচনা করি। সাথে সাথে তাকে এ ব্যাপারে আইনগত সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করি।

আমরা যখন ফিরে আসি তখন রাত দশটা বাজে। সকাল দশটায় আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। তাই এ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় মোট বারো ঘন্টা অনবরত আমরা মানবতার সেবায় কাজ করতে পেরেছি বলে মনে কিছুটা তৃপ্তি পেলাম। আমার সহকর্মীরাও এতে আশ্বস্ত বলে জানালেন। তবে অনুজপ্রতিম সুয়েব কবিরকে তার সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাতেই হয়। এ কঠিন যাত্রায় তারমধ্যে কোন ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করিনি। বরং যাত্রা শেষে তার সহকর্মী রাজিবের প্রস্তুত করে রাখা জন্মদিনের কেক ভক্ষণ করেই যেন সে সেই ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করেছে। আমরা ফিরে আসার পর টেলিফোনে আমাদেরকে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ যেন যুদ্ধ জয়ের এক অভিযাত্রা। বার্মিংহামের অনর উদ্দিন, জুবের ভাই ও আশরাফ আমদসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

মোঃ রহমত আলী: সম্পাদক, মাসিক দর্পণ

রোবট সোফিয়ার নন আর্টিফিসিয়াল তেল বুদ্ধি

মিলন মাহমুদ

বাংলাদেশে সম্প্রতি ডিজিটাল পুতুল সোফিয়াকে নিয়ে মিডিয়া, ফেসবুকসহ সব জায়গায় বেশ হৈ চৈ হলো। মনে হলো দেশ এখন ডিজিটাল উন্নয়ন আর রোবট শিল্পের স্বর্ণ যুগে প্রবেশ করেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার সাথে কথা বললেন আর সোফিয়া তার চারপাশের হীরক রাজার দেশের মানুষের মতো প্রধানমন্ত্রীর জয়গান গড় গড় করে বলে গেলেন। অর্থাৎ উন্নয়নের রাজনীতিতে সোফিয়ার মতো রোবটের স্বীকৃতি দেশবাসী শুনলো যা তারা জানতো না। বাংলাদেশের গার্মেন্টস, কল-কারখানায় লক্ষ লক্ষ জীবন্ত সোফিয়াদের কথা আমরা এভাবে শুনিনা। তাঁরা যখন বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামে তাদের পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করি, আগুনে পুড়ে মরলে ধামাচাপা দেই। তখন একটা রোবটকে শিখিয়ে দেয়া উন্নয়নের বুলি দিয়ে দেশের মানুষের খুশি করা যাবে এটা ভুল ধারণা!

সোফিয়াকে দেখে আমরা বিমোহিত হই, হাততালি দেই, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অনুষ্ঠান করি। কিন্তু খেটে খাওয়া মেয়েদের জন্য এ রকম অনুষ্ঠান করিনা। সোফিয়া তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস ও উন্নতির জন্য কিছু না বলে প্রধানমন্ত্রীর ইতিহাস ও নাতির সাথে নামের মিল নিয়ে কথা বললো, সেলুকাস! রোবটকে তেল মর্দন শেখানোর জন্য জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলককে পূর্ণ মন্ত্রী করা দরকার।

> সোফিয়াকে দেখে আমরা বিমোহিত হই, হাততালি দেই, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অনুষ্ঠান করি। কিন্তু খেটে খাওয়া মেয়েদের জন্য এ রকম অনুষ্ঠান করিনা। সোফিয়া তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস ও উন্নতির জন্য কিছু না বলে, প্রধানমন্ত্রীর ইতিহাস ও নাতির সাথে নামের মিল নিয়ে কথা বললো, সেলুকাস! রোবটকে তেল মর্দন শেখানোর জন্য জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলককে পূর্ণ মন্ত্রী করা দরকার।

সেই সাথে রেডিও টিভিতে সোফিয়ার মতো রোবট দিয়ে উন্নয়ন ও ইতিহাস সারাক্ষণ প্রচার করা দরকার। বসে নেই অন্যরাও, তারা বিএনপি ক্ষমতায় এলে সোফিয়াকে বোরকা পরতে হবে বলে খুব চিন্তিত। এই মুক্ত মনের ধামাধরা চাটুকারদের রোবটের সাথে রাজনীতি যোগ করার অপচেষ্টা দেখে অবাক হতে হয়! যে দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা একদলীয় দৃষ্টিভিঙ্গিতে সীমাবদ্ধ, যেখানে গুম-খুন আর ধর্ষণ প্রতিনিয়ত ঘটছে, রাজনৈতিক সন্ত্রাসে মায়ের বুক খালি হচ্ছে, সেখানে সোফিয়াকে নিয়ে মাতামাতি রাজনৈতিক দৈন্যতার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। তাই সস্তা লোক ভুলানোর রাজনীতি না করে মানুষের সমস্যা সমাধানের দিকে রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি দেয়ার জন্য শুভবুদ্ধির কামনা করছি।

মিলন মাহমুদ : লেকচারার, নেলসন কলেজ, লন্ডন

আব্দুর রাজ্জাক : একজন কিংবদন্তির গল্প এবং পরজীবী রাজনীতির প্রকাশিত কথা (শেষ পর্ব)

ছরওয়ার আহমদ

(পুর্ব প্রকাশের পর..)

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ আসনে অনেক কারণে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পরাজয় ঘটেছিলো। কিন্তু দুটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পরাজয়ের সমূহ দোষের দোষী বানিয়ে তাঁদেরকে (দুজনই বিয়ানীবাজারের) দল থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। তবে সত্যিই কি তাঁরা এত বড়ো মাপের দোষী ছিলেন? দুটি উপজেলার মানুষের উপর কিংবা দলের নেতাকর্মীর উপর সত্যিই কি তাঁদের এতো প্রভাব ছিলো? গোলাপগঞ্জেও আওয়ামী লীগ প্রার্থী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন, তবে গোলাপগঞ্জের কাউকে কি বহিস্কার করা হলো? এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পরাজয়ে প্রার্থীর নিজের ব্যর্থতা ছিলো কি? নির্বাচনের পূর্বে দুটি উপজেলায় দলের মধ্যকার কোন্দল নিরসনে তাঁর আন্তরিকতা কতটুকু ছিলো? কেন এসব কোন্দল সৃষ্টি হয়েছিলো? সর্বোপরি কেন তিনি পরাজিত হয়েছিলেন? আরো অনেক প্রশ্ন তৃণমূল নেতাদের মুখে মুখে এখন উচ্চারিত হচ্ছে?

আজ যখন তৎকালীন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীর ও দলের একজন একনিষ্ট সমর্থক ও নগন্য কর্মী হিসাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি, তখন মনে হয় নির্বাচনে পরাজয়ে সমূহ দোষের দোষী হিসাবে এ দুজন নেতাকে দল থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিতাড়িত করা ছিলো একটি দীর্ঘ মেয়াদী ষড়যন্ত্রের অংশ । ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে সিলেট ৬ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পরাজয় সে ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারীর সম্মূখে একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে এ কৃতী নেতাদ্বয়কে দল থেকে নিষ্ঠুরভাবে বহিস্কার করে ষোলকলা পূর্ন করা হয়েছিলো।

১৯৯৬'র সাধারণ নির্বাচনের একজন একনিষ্ট কর্মী ও ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের একজন একনিষ্ট সহযোগী হওয়ার সুবাদে আমি নিজেই অনেক ঘটনার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। শুধুমাত্র একটি মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে পাক বাহিনীর হাতে নির্যাতিত একটি পরিবারের সন্তান হিসেবে নয়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সংগ্রামে সংগঠনের পতাকাকে সমুড্ডীন রাখতে নিজেও জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। তাই ২০০১ সালের নির্বাচনে সিলেট-৬ আসনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ে আমাদের ব্যথা-বেদনাও কারো চেয়ে কম ছিলো না। কারণ এ সংগঠনের মাধ্যমেই তো বিয়ানীবাজারের মাটি ও মানুষের সাথে আমার ও আমার পরিবারের সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর বিএনপির পাঁতানো নির্বাচনকে প্রতিহত করতে গিয়ে চারখাই পল্লী শাসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত বিয়ানীবাজার সরকারী কলেজের মেধাবী ছাত্র, ছাত্রলীগ নেতা শহীদ হুমায়ুন কবির চৌধুরী নাহিদের নির্মম মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাঁর রক্তস্নাত শপথে বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ গোটা আওয়ামী পরিবার যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো, তাতে পরবর্তীতে ১২ই জুনের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী মাঠের প্রতিটি কর্মীকে মনে হয়েছিলো যুদ্ধের একেকজন সৈনিক। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী লড়াইয়ের যে যুদ্ধে মূলতঃ নেতৃত্ব দিয়েছিলো আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ। বিশেষতঃ কালের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ছাত্রনেতা, বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের সংগ্রামী আহ্বায়ক আব্দুল বারীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে কাঙ্খিত লক্ষপানে ছাত্রলীগ ছিলো বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত এবং শহীদ নাহিদের রক্তের প্রতিশোধের স্পৃহায় অবিরাম ছুটেচলা সূর্য সৈনিকের দল। গোটা সংগঠনের কার্যক্রমে ছিলো যথাযত সমন্নয়। তাই দলের মাঝে নানান সমস্যা থাকার পরও আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করি। যা স্পষ্টতই, আওয়ামী লীগের প্রার্থীর জনপ্রিয়তার কারণে হয়নি। সম্ভব হয়েছিলো গোটা সংগঠনের ঐক্যের ফলে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে লড়াইয়ের সে দৃশ্য ছিলো বিরল।

কিন্তু, কেন? সংক্ষেপে বলতে পারি এজন্য যে, ৯৬'র নির্বাচনে জয় লাভ করার পর নানান কারণে স্থানীয় এমপি'র সাথে তৃণমূলের ত্যাগী আওয়ামী লীগ পরিবারের (আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ অন্যান্য সংগঠনের) দুরত্ব সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় অনেক প্রশ্ন। যার ফলে ২০০১সালের নির্বাচনে দলীয় কার্যক্রমে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সমন্বয়হীনতা দৃশ্যমান ছিলো। ৯৬'র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী ১০জন কর্মীর সমান কাজ করেছিলো বলেই , নানাবিদ সমস্যা থাকা সত্বেও সদ্য আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া ব্যক্তিকে আমরা বিজয়ী করে 'নেতা'র আসনে বসিয়েছিলাম। কিন্তু ২০০১সালের নির্বাচনে কোথাও কোথাও আওয়ামী লীগের ১০জন কর্মীও একজনের কাজ করেনি। আরো কিছু প্রশ্নের পুরো উত্তর সে নির্বাচনে পরাজিত আওয়ামী লীগ প্রার্থী নিজেই ভালো দিতে পারবেন। এছাড়া আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করতে অন্য সকল রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে তৎকালীন তত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের চারদলীয় জোটমুখি অবস্থান দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের খ্যাতিমান নেতৃবৃন্দকেও শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করেছে। উক্ত নির্বাচনে জননেতা জিল্লুর রহমান, সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, আমির হোসেন আমু, আবুল মাল আং মুহিত, মোঃ নাসিম, ওবায়দুল কাদের, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর প্রমূখ নেতৃবৃন্দের মতো জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা কালজয়ী বাঘা নেতারাও পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁদের পরাজয়েও নানান ফেক্টর কাজ করেছিলো।

কিন্তু সিলেট ৬, বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পরাজয়ে সমগ্র দোষের দোষী সাব্যস্ত হলেন দুই কিংবদন্তী আওয়ামী লীগ নেতা, হাজারো কর্মী গড়ার কারিগর, স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠক জননেতা এম এ আজিজ ও আব্দুর রাজ্জাক। আমি স্পষ্টত বলবো, এ সিদ্ধান্ত ছিলো ভূল ও প্রশ্নবিদ্ধ। যা আজও মানুষের কাছে শত প্রশ্নের ধারক।

ফলতঃ এর মধ্য দিয়েই বিয়ানীবাজার আওয়ামী লীগে একটি আধিপত্যবাদী রাজনীতির শুরু হয়েছিলো। যা আজকের ন্যাক্ষারজনক পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

আজ ১৫বছর থেকে বিয়ানীবাজার আওয়ামী লীগে কাউন্সিল নেই, ছাত্রলীগ-যুবলীগের কমিটি নেই ও সাংগঠনিক স্থবিরতা প্রায় এক যুগ থেকে।

বর্তমানে ছাত্রলীগ স্পষ্টত পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অসংখ্যবার ছাত্রলীগ এর এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের সাথে রক্তক্ষয়ী সংগর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এবং একজন কর্মী খুনও হয়েছেন। নিজ দলের প্রতিপক্ষের অনেক মামলায় অসংখ্য ছাত্রনেতা আত্মগোপনে আছেন। আবার অসংখ্য ছাত্রলীগ নেতাদের কারাবরণও করতে হয়েছে এই বিভক্ত রাজনীতির যাতাকলে পড়ে। যা মোটেও কাম্য নয় । এবং এই অসংখ্য ছাত্রলাগী কর্মীরও কোন দোষ দেখছিনা। এটা একটি পরিকল্পিত অপরাজনীতি চর্চার অংশবিশেষ; যার প্রধান লক্ষ্য হলো আওয়ামী পরিবারকে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত করে বিয়ানীবাজারে ব্যক্তি বিশেষের ''একক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব'' প্রতিষ্টার চেষ্টা ইত্যাদি।

এভাবে বিয়ানীবাজারে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অতীতের সমগ্র রক্তস্নাত সোনালী অর্জনগুলোকে কার্যতঃ বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। এভাবে সংগঠন বছরের পর বছর পরিচালিত হওয়ার ফলে আজ সংগঠনে একটি চরিত্রহীন 'মোসাহেবী' নেতা ও তদানুসারে কর্মী বাহিনী গড়ে উঠেছে। যাদের 'অপার মহীমাময় নেতৃত্ব' ও 'কলুষিত খপ্পর' থেকে নিজেদের বাঁচাতে আজ দেশে বিদেশে অবস্থানরত ত্যাগী নেতাকর্মীদের করুন আর্তনাদ মূহুর্মূহু ধ্বনি-প্রতিধ্বনীত হচ্ছে দেশে-বিদেশে, চতূর্দিকে। এ অবস্থার শেষ পরিণতি হচ্ছে নেতৃত্ব শূন্যতা। যার আশু নিরসন জরুরী। অন্যথায় এ স্বার্থান্বেষী পরিবেশ, যা সংগঠনে চরিত্রহীন রাজনৈতিক কর্মী সৃষ্টি করার পথকে উৎসাহিত করবে এবং এই

অপরাজনীতি প্রকৃত নেতৃত্বগুন সম্পন্ন নেতা সৃষ্টির অন্তরায়। যা দীর্ঘ মেয়াদে সংগঠনের জন্য ক্যান্সার ব্যাধির মতো ক্ষতিকর ।

আজ দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই, দলমত নির্বিশেষে মানুষ জনাব আব্দুল আজিজ ও আব্দুর রাজ্জাকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক এ দুজন মানুষ ও তাঁদের পরিবারের প্রতি অন্যায়ভাবে সাংগঠনিক অবিচার ও নিষ্ঠুর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে বলে মনে করে। বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেছিলেন " বিশ্ব বিচার ব্যবস্থায় একটি মিথ প্রচলিত আছে যে, আদালত রায় দেওয়ার পরে অধিকাংশ জনগন যদি মনে করে এটি ন্যায় বিচার হয়েছে, সেটিই ন্যায় বিচার বলে স্বীকৃত। আর আদালত রায় দেওয়ার পরে অধিকাংশ জনগণ যদি মনে করে এটি অন্যায় রায় হয়েছে তবে আদালত রায় দিলেও এটি অন্যায় ও অবিচার বলে প্রতিয়মান হয়।"

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জনাব এম এ আজিজ ও আব্দুর রাজ্জাকের প্রতি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের গৃহিত সিদ্ধান্ত ছিলো অন্যায় ও অবিচার এবং ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্ররোচিত। দীর্ঘদিন পর এ ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি গণমানুষের হৃদয়ের আকুতি দেখে নিজেকেও অপরাধী মনে করে বিবেকের তাড়নায় আজ অনেক সত্যকে স্বীকার করতে প্রবৃত্ত হলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়ও পড়েছিলাম " অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃনা তারে যেন তৃণসম দহে"। হ্যা, ষড়যন্ত্রমূলক এই দুই কালজয়ী ও কিংবদন্তী নেতার প্রতি একটি অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করা বা দুর্বল চিত্তে মেনে নেওয়ার অপরাধে আমরাও অপরাধী।

বিশ্বাস করি, ক্ষমা চাওয়ার মাঝে লজ্জার কিছু নেই। অবশেষে হৃদয়ের তাড়নায় আজ চিত্ত বিগলিত। তাই আজ উম্মুক্ত হৃদয়ে অপরাধীর কাঁতর কণ্ঠে আবেদন করছি, আমাদের ক্ষমা করুন জনাব এম এ আজিজ ও আব্দুর রাজ্জাক । আপনাদের সাজানো বাগানে আমরাও ফুটেছিলাম শতদল হয়ে। কিন্তু সুযোগ্য সময়ে অনাহুত ভয় ও হীনমন্যতাকে জয় করতে পারিনি। প্রতিবাদের ভাষা হারিয়েছিলাম অন্যায় ও অবিচারকে রুখতে। তাই আজ হৃদয়খুলে আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। ভবিষ্যতে আর কারো জীবনে এমন না হোক-বিধাতার কাছে প্রার্থনা।

জননেতা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব কর্মীবান্ধব-সৎ- নির্লোভ, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জিং সাহসি দ্বায়িত্ব পালন করেছেন- প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী যোগ্যতা দিয়েই। অগণিত কর্মীরা এখনও সমানে তাঁকে ভালোবাসে। কারণটাও সহজভাবে বুঝা য়ায়- আব্দুর রাজ্জাক একজন তৃণমূল বান্ধব সৎ,পরোপকারী ভালোমনের রাজনৈতিক মানুষ। সমাজের প্রতি এই নির্লোভ ব্যক্তির কীর্তি, মানুষের প্রতি অপার দান, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্ত কাল। আব্দুর রাজ্জাক, আপনি কিংবদন্তী। সব সময় ভাল থাকুন।

ছরওয়ার আহমদ : সাবেক ভিপি, ছাত্র সংসদ (১৯৯৫-৯৬), বিয়ানীবাজার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বিয়ানীবাজার, সিলেট । বর্তমানে যুক্তরাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা।

বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতেই হবে

সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন মহাসচিব ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিকল্পধারা নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সাম্প্রতিককালে তিনি উদারপন্থী তথা তৃতীয়ধারার নেতা হিসেবেই পরিচিত হয়ে উঠছেন। গত ৪ ডিসেম্বর ওই ধারার চারটি দলের সমন্বয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়েছে, যার চেয়ারম্যান হয়েছেন বি চৌধুরী। এমন পরিস্থিতিতে গত ৫ ডিসেম্বর মিডিয়ার মুখোমুখি হয়েছেন বি চৌধুরী। আলাপচারিতায় তাঁর কাছে জোট গঠনের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত কর্মকৌশল সম্পর্কে যেমন জানতে চাওয়া হয়, তেমনি উঠে এসেছে একসময় তিনি যে দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ছিলেন সেই বিএনপি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নও। এ ছাড়া আগামী নির্বাচন-পূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এনাম আবেদীন ও শারমিনুর নাহার

প্রশ্ন : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), বিকল্পধারা বাংলাদেশ, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ও নাগরিক ঐক্য–এই চার দল মিলে নতুন যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। এই জোটকে আপনারা কোথায় নিয়ে যেতে চান?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : এই জোট হঠাৎ করে হয়নি। আমরা চার-পাঁচটি দল অনেক দিন থেকেই কাজ করছি। সবাই ঠিক একসঙ্গেও না, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পৃথক বৈঠক হয়েছে।

আমরা পরস্পর বুঝতে চেষ্টা করেছি। অতীতের ভুল নিয়ে আলোচনা করেছি। ভুল-বোঝাবুঝি মেটানোর চেষ্টা করেছি। এ বছরের জুলাই মাসে প্রথম আমাদের বসা হয়। এর পর থেকেই নিয়মিত বৈঠক চলে। এরই ধারাবাহিকতায় এই জোট। এই চারটি দল ছাড়া আরো কয়েকটি দল ও ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, কথা বলেছে। তারাও পরবর্তী সময়ে যুক্ত হবে।

প্রশ্ন : ২০০৯ সালে আপনি ও ড. কামাল হোসেন প্রথম জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন। এবার আপনাদের জোটে তিনি নেই কেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : না, না, তিনি কিন্তু একেবারেই না করেননি। বলেছেন, এই মুহূর্তে জোটে যাবেন না। আবার এটাও বলেছেন, আপনাদের বিভিন্ন সময় যখন দলের সভা করবেন তখন ডাকবেন, আমরা যাব। তিনি আসলে লিংক রেখেছেন। ভবিষ্যতে যুক্ত হবেন–এটাই আমাদের প্রত্যাশা। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দল, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, দল আমাদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে তাঁরাও আসতে চান। আমাদের সবার জন্য দরজা খোলা। যে কেউ চাইলেই আসতে পারেন।

প্রশ্ন : দু-একটার নাম বলা যাবে?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : এর মধ্যে একটি নাম যেমন ড. জাফরুল্লাহ, তিনি আগ্রহ পোষণ করেছেন। কিছু দল ও ব্যক্তি আছেন, তাঁদের নাম এখনই বলা যাবে না। আমরা মুক্ত মনে সবাইকে আহ্বান করেছি। আমাদের লক্ষ্য খুব নির্দিষ্ট; আমরা গণতন্ত্রবঞ্চিত। বর্তমানে দেশে হত্যা, গুম, খুন প্রতিনিয়ত ঘটছে। দেশে এখনো সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত। আমাদের বিচার বিভাগের অবস্থাও ভালো নয়। সব মিলিয়ে দেশের পরিস্থিতি খুব সুখকর নয়। স্বাধীনতার যে স্বপ্ন আমাদের ছিল তা আজ ভূলুণ্ঠিত।

প্রশ্ন : কাদের সিদ্দিকীকে নিয়ে আপনাদের প্রশ্ন ছিল, অনাস্থা ছিল; এখনো কি আছে?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : অনাস্থা থাকা উচিত না। তিনি তো নিজে বসে নিজের কথা বলেছেন।

প্রশ্ন : আপনাদের জোটের ঘোষণাপত্র তো থাকবে? আপনারা কি আন্দোলনের জোট না নির্বাচনের জোট?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আন্দোলন, নির্বাচন সব কিছুরই জোট। আমরা চেষ্টা করব যাতে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে। দুর্নীতি কমে যায়। সন্ত্রাস কমে যায়। সত্যি বলতে সন্ত্রাস সরকারি দলের কর্মীরাই করে থাকে। তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদে এসব ঘটে। এরপর সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে, নিজেদের নমনীয়তার কারণে এসব বেশি হয়।

প্রশ্ন : আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলীয় ধারার বাইরে থাকবেন আপনারা? না কি নির্বাচনের সময় কারো সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেখুন, এমন প্রশ্ন করা উচিত নয়। যদি আন্দোলনের প্রশ্ন ওঠে তাহলে আমরা অবশ্যই থাকব। আন্দোলনের সময় তখন ওই বিশেষ দলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েও প্রশ্ন আসবে যে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হব কি না। গণতন্ত্রের পক্ষে ছাড়া আমরা কোনো আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে থাকব না।

প্রশ্ন : নির্বাচনী রূপরেখা দেবেন কি? কী পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে–এ নিয়ে আপনাদের অবস্থান থাকবে?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আমরা পরিষ্কার বলেছি, আমরা জনগণের সঙ্গে আছি। যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না সেই নির্বাচন আমরা মানব না। একটি পরিষ্কার, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, সুন্দর, অবাধ নির্বাচন আমাদের কাম্য। যে নির্বাচনের ফলাফল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানানো হবে। এমন একটি নির্বাচন আমাদের কাঙ্ক্ষিত।

প্রশ্ন : তাহলে তো বিএনপির সঙ্গেই আপনাদের বেশি মিল পাওয়া যাচ্ছে। তারাও স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন চায়!

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আমি এভাবে বলি, বিএনপি যদি ভালো কাজ করে তাহলে আমরা করব না? একজন চোর যদি নামাজ পড়ে তাহলে কি আমি বলব, নামাজ পড়া খারাপ? যেকোনো রাজনৈতিক দল যদি ভালো কাজ করে তাহলে তার সঙ্গে আমিও ভালো কাজ করলে তো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : নির্বাচন নিয়ে তো একটি সংকট আছে। বিএনপি একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চায়, আপনারাও চান?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই, যেখানে সব দলের অংশগ্রহণ থাকবে। যে ভোটে সাধারণ মানুষ অংশ নিতে পারবে।

প্রশ্ন : শুধু রূপরেখা দেবেন, নাকি সুনির্দিষ্ট করে প্রস্তাব দেবেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেব, অতিদ্রুতই দেব। তৈরি করা হচ্ছে। মূল নীতিগুলো আগেরটাই থাকবে।

প্রশ্ন : আপনাদের একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া আছে, সেটাই কি আবারও দেবেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : ওটা তো বিকল্পধারার প্রস্তাব। সেটা থাকবে, এর সঙ্গে আরো অন্য রাজনৈতিক দল অন্য প্রস্তাব দিতে পারে। সবাই মিলে বসেই একটা প্রস্তাবনা তৈরি করা হবে।

প্রশ্ন : আমরা অনেক দিন থেকেই শুনছিলাম আপনি বিএনপিতে ফিরে যাচ্ছেন। আপনারা আলোচনা করেছেন, পারস্পরিক ভুল নিয়ে কথা বলেছেন। এই উদ্যোগটা থেমে গেল কেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : না, না, এটা হয়নি কখনো। আমি কখনো বিএনপিতে ফিরে যাব না।

প্রশ্ন : আপনি একসময় বিএনপির মহাসচিব ছিলেন। এখন বিএনপি যেভাবে এগোচ্ছে, সেখানে কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেখুন, আমি যখন প্রথম পার্টির মহাসচিব ছিলাম, সেটা ছিল জিয়াউর রহমানের সময়। তখন কাজ করে ভীষণ মজা ছিল। জিয়াউর রহমান আমার পরামর্শ চাইতেন। আমরা সব সময় কথা বলতাম। প্রায় প্রতিদিনই কথা বলতাম। জিয়ার রাজনীতি করতে না পারাই তাদের সবচেয়ে বড় ভুল।

প্রশ্ন : জিয়াউর রহমানের রাজনীতি থেকে সরে আসা বিএনপির ভুল?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : মস্ত বড় ভুল। জিয়ার রাজনীতি কী ছিল–সকাল থেকে বিকেল ৪টা-৫টা পর্যন্ত মিটিং করা। মানুষের সঙ্গে কথা বলা। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলা। এগুলো প্রতিদিনের কাজ ছিল। যত দিন তিনি সক্রিয়ভাবে ক্ষমতায় ছিলেন, খুব বেশি দিন নয়, দুই বা আড়াই বছর। এই অল্প সময়ে তিনি ৯২ হাজার খাল কেটেছেন। এটা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। এটা করতে সরকারের পয়সা খরচ হয়নি। জনগণকে ডেকে এনে একসঙ্গে আমরা সবাই কোদাল মেরেছি।

প্রশ্ন : খালেদা জিয়ার সফলতাও কিন্তু কম নয়, দুবার ক্ষমতায় এসেছেন। দেশ পরিচালনা করেছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি–সব ক্ষেত্রেই অবদান রেখেছেন।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : করেছেন, কিন্তু জিয়ার মতো তো নয়। তখন বন্যা হতো না। এই খাল দিয়েই পানি বেরিয়ে যেত। শীতকালেও খালে পানি থাকত। ক্ষেতের ফসলে পানি দেওয়া যেত। তিনি গণশিক্ষা কর্মসূচি করেছেন। তখন এত বিদ্যুৎ ছিল না। গ্রামে গ্রামে হারিকেন জ্বালিয়ে, ব্ল্যাকবোর্ডে তিনি 'অ'-'আ'-'ক' লিখতেন। নিজে লিখতেন। আমরাও করেছি।

প্রশ্ন : জিয়াউর রহমান আর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের পার্থক্য কী দেখতে পান?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : এটা তো তাঁর নিজের লোকরাই বলবে। আমি বলতে চাই না। তবে প্রধানত, জিয়াউর রহমানের নীতি থেকে সরে আসা ঠিক হয়নি। দ্বিতীয়ত, জিয়াউর রহমান কখনো জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে কোনো সখ্য করেননি। এটা তাঁর বড় ভুল হয়েছে।

প্রশ্ন : বিএনপির কোনো সফলতা কি বলার নেই?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেখুন যেদিন থেকে তিনি বি. চৌধুরীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন সেদিন থেকে তিনি আর উঠতে পারেননি। জিয়াউর রহমান অনেক বড় মাপের নেতা ছিলেন। এটা তো অনেকে বুঝতেই পারে না। মওলানা ভাসানী মারা যাওয়ার পর কি তাঁর পার্টি ক্ষমতায় ছিল? ছিল না। শুধু জিয়াউর রহমান মারা যাওয়ার পরই তাঁর পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। এর কারণ কী? এর পেছনে একজন বি. চৌধুরী ছিলেন, সেটা আজ আর কেউ মনে রাখেনি। জিয়াউর রহমান মারা যাওয়ার পর আমি গ্রামে গ্রামে জনসভা করেছি রাতের বেলা। জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছি, আপনাদের গ্রামে আর তো সেই রাখাল রাজা আসবেন না। মানুষ এক হাত দিয়ে চোখের পানি মুছেছে, আর এক হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছে।

প্রশ্ন : দেশের রাজনীতি প্রধানত দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর বাইরে অন্য কোনো জোট বা দলের প্রতি সমর্থন কি জনগণের মধ্যে আছে? আপনার মত কী?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : এর অনেক কারণ আছে। ১. শক্তিশালী কোনো যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠেনি। এবার আমাদের চার দলের জোটই প্রথম জোট। ২. যখন যে দল সরকারে থাকে সেই দলের অনেক সুবিধাভোগী লোকজন থাকে। তারা জানপ্রাণ দিয়ে দলের ও ব্যক্তির জন্য কাজ করে। অনেক অর্থনৈতিক অপপ্রয়োগ হয়। তখন মানুষ বিরক্ত হয়। ফলে অন্যদিকে মুখ ঘুরায়। এর বাইরে সামান্য কাজ কমিউনিস্ট পার্টির। তাও খুব ক্ষুদ্র। এখানে জোট কোথায়?

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, আপনারা সেই ভূমিকা পালন করতে পারবেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেখুন, জানি তা এত সহজ হবে না। আমরা জনগণের কাছে যাব। তাদের বলব, আমরা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি, জিয়াউর রহমানকেও শ্রদ্ধা করি, মওলানা ভাসানীকেও বড় নেতা বলে মানি। আমার দেশের সব বীর শহীদ, মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করি। আমরা আপনাদের লোক। আমাদের রাজনীতি আপনাদের পক্ষে। এটা যখন বোঝাতে পারব তখন আসবে।

প্রশ্ন : একটু ভিন্ন কথা বলি, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বলুন।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : দেশ যদি ভালো থাকত তাহলে আমরা যুক্তফ্রন্ট করতাম না।

প্রশ্ন : আগামী দিনে গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আমি আশাবাদী। নির্বাচন হয়তো দিতে চাইবে না; কিন্তু অবস্থার কারণে দিতে বাধ্য হবে। নির্বাচন দিতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন : সরকারি দলের লোকজন বলছে, শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন হবে। বিএনপি বলছে, তারা শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না। আপনি কোন দিকে থাকবেন?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : আমরা এগুলো কিছুই বলব না। শুধু একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই–এটাই বলব।

প্রশ্ন : বিএনপি কেন ২০০৫ সালের পর জনগণের সমর্থন হারিয়েছিল?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : তখন এর দুটি কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিল। হওয়া ভবন আর প্রধানমন্ত্রী। পার্টি চালাতে গিয়ে এখনো দেখা যায় দুটি কেন্দ্র। একটা লন্ডনে আর একটা ঢাকায়। এভাবে কোনো পার্টি চলে না।

প্রশ্ন : আপনাদের এই চারদলীয় জোটের কমিটি, কাজ, প্রস্তাব নিয়ে কিছু বলুন।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : একটু সময় দেন, আমাদের মিটিং হচ্ছে। আমরা সব ঠিক করেই জানাব।

প্রশ্ন : আপনারা জনগণের জন্য কী করতে চান?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : ভালো প্রশ্ন। আমরা জানি গত নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। তাই প্রথমে চাই তারা যেন ভোট দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, জনগণের যেসব মৌলিক চাহিদা, যেমন খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি। সিনিয়রদের জন্য চিকিৎসা ব্যয় কমানো, শিশুদের ওষুধের দাম কমানো। সব ওষুধ দেশে তৈরি করে দাম কমানোর ব্যবস্থা করব। গ্রাম পুলিশকে রাখব। কারণ তারাই আগে চোর-ডাকাত চেনে। শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান বাড়েনি। এটা করার চেষ্টা করব। আর বড় বিষয় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সরকার জনপ্রিয়তা হারানোর একটা বড় কারণ এটি। আমরা জনগণের নিরাপত্তা দেব, মৌলিক অধিকারের মধ্যে আনার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কবে?

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : একটা সমাবেশ করে ঘোষণা দিতে চাই। জনসভা করে আত্মপ্রকাশ করব। সেদিন কর্মসূচি ঘোষণা করব।

আমরা জনগণের কাছে যাব। তাদের বলব, আমরা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি, জিয়াউর রহমানকেও শ্রদ্ধা করি, মওলানা ভাসানীকেও বড় নেতা বলে মানি। আমার দেশের সব বীর শহীদ, মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করি। আমরা আপনাদের লোক। আমাদের রাজনীতি আপনাদের পক্ষে। এটা যখন বোঝাতে পারব তখন আসবে।

শতবর্ষে ফররুখ আহমদ

খুরশীদ আলম বাবু

এ বছর আমাদের চল্লিশ দশকের জননন্দিত কবি ফররুখ আহমদ শতবর্ষের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। একজন প্রখ্যাত ও বড় কবিকে সম্মান জানানোর জন্য আমরা সর্বজনীনভাবে প্রস্তুত কি না সেটাই এখন ভেবে দেখার বিষয়। কবি ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা 'রাত্রি' ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় (শ্রাবণ-১৩৪৪ সংখ্যায়) প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই কবি আজীবন ছিলেন সৃজনশীল। ওই বছরই কবির একগুচ্ছ কবিতা বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। বলতে গেলে ১৯৪৪ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচকেরা তাকে স্বীকার করে নিলেন একজন প্রতিভাবান কবি হিসেবে। এ যেন 'এলেন, দেখলেন', জয় করলেন– সেই সঙ্গে হৃদয়েও গেঁথে গেলেন। এই সালেই অকাল প্রয়াত প্রতিভাবান কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার সম্পাদিত 'আকাল' সঙ্কলনে ফররুখ আহমদের বিখ্যাত 'লাশ' কবিতাটিকে স্থান দেন। সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফররুখ আহমদের কবি জীবন দু'টি ভাগে বিভক্ত। কলকাতা জীবনে তার কবিতা ডান-বাম উভয় গোষ্ঠীর পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। আর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর ঢাকাতেই পাড়ি জমালেন। এখানেই কাটালেন আজীবন। অনেকে মনে করেন কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন কেবল একজন কবি। তথ্য হিসেবে এটি মোটেও ঠিক নয়। তিনি ছিলেন গীতিকার, (যার বহু গান ফেরদৌসি রহমানসহ অনেক ভালো ভালো গায়ক গেয়েছেন) কাব্য নাটক, গদ্য নাটক-রচয়িতা (যার নাটকে মুনীর চৌধুরীর মতো নাট্যকার অভিনয় করেছেন)। তিনি একমাত্র কবি যিনি সমকালীন পাকিস্তানি সরকার প্রদত্ত 'সিতারা-ই ইমতিয়াজ (১৯৬৬)' খেতাব প্রত্যাখ্যান করে আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন। সত্যি বলতে কী এই রকম আপসহীন আদর্শবাদী কবি– আমাদের সাহিত্যে আর একজনও নেই, ভবিষ্যতে পাবো কি না বলতে পারি না। তবে এখন নেই– এটা হলফ করে বলতে পারা যায়। এহেন শক্তিমান কবিকেও চাকরির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। যারা পাকিস্তান আমলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারাই হয়ে গেলেন তীব্র বিরোধী। কবির কী অপরাধ ছিল, এখনো আমরা জানতে পারিনি। তবে একটা 'অপরাধ' ছিল অন্যান্য কবি সাহিত্যিকের সাথে তিনি যৌবনের শুরুতেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। স্বাধীনতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন এমন প্রমাণ কেউ দিতে পারেননি। তবুও আহমদ শরীফের ও শওকত ওসমানের ডায়েরিতে ফররুখ আহমদের নিন্দাবাদ পেয়েছি। একসময় চাকরি থেকেও বরখাস্ত হয়েছেন। তবে এসব অন্যায়ের চরম উত্তর দিয়েছিলেন জাগ্রত বিবেকের বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবেদনে। যা প্রকাশিত হয়েছিল 'গণকণ্ঠ' ১ আষাঢ় ১৩৮০ সংখ্যায়। তিনি জানিয়ে দিলেন ইকবাল আর মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ওপর 'সঞ্চয়িতা'র মতো গাদাগাদা কবিতা লিখে সুফিয়া কামাল যদি সরকারি দলের প্রতিনিধি হিসেবে মস্কো সফরে যেতে পারেন, তাহলে ফররুখ আহমদের দোষ কোথায়? এই প্রতিবেদনে কাজ হলেও কবি ফিরে পেলেন না তার আনন্দের আসল জায়গা। হারালেন বেতারের নিজস্ব শিল্পীর মর্যাদাশীল পদটা। তবে এরপর কবি আর বেশি দিন আমাদের এই হিংসার ধরাধামে ছিলেন না। পাড়ি দিলেন তার বিশ্বাসের শেষ ডেরাতে ১৯৭৪ সালের ১৮ অক্টোবরে ঠিক সন্ধ্যে বেলায়।

আমার ব্যক্তিগত পর্যালোচনায় দেখেছি তিনি জীবনে যেমন ছিলেন অসামান্য সৃজনশীল, আলোচিত হওয়ার পর পাশাপাশি সমালোচিত; মৃত্যুর পর শুরু হলো আবার আলোচনার পালা, বিশেষত আবদুল মান্নান সৈয়দের অসামান্য সম্পাদনায় 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বের হওয়ার পর।

তবে এটা ঠিক যে, ফররুখ আহমদের জামানার সাহিত্যিক পরিবেশ এখন আর নেই। বলতে গেলে এখন সাহিত্যিকদের মধ্যে চলছে অহেতুক সাহিত্য বিবর্জিত অসুয়াজনিত বিদ্বেষের প্রতিযোগিতা। এখন সাহিত্যিক পরিচিতি পায় দলীয় আদর্শের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে। বাম গোষ্ঠীর কিছু অংশ এখনো মনে করেন, ফররুখ আহমদ হলেন মক্কা-মদীনার সৌরভে আমোদিত কবি। এও অভিযোগ করা হয়, তাঁর কবিতায় দেশজনতার প্রভাব নেই বললেই চলে। আমি এই রকম আলোচনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার একজন খ্যাতিমান অধ্যাপকের লেখায় দেখতে পেয়েছি। তাদের ধারার পত্রপত্রিকায় ফররুখ বিষয়ে কোনো সৃজনশীল লেখা প্রকাশ পায় না। বিষয়টা এই রকম– তাকে স্মরণ করার কাজ যেন মুষ্ঠিমেয় ঐতিহ্যবাদীর। তবুও ফররুখের সৌভাগ্য যে, ইসলামপন্থী কবি সাহিত্যিকদের লেখা পাঠ্য তালিকা থেকে তাড়ানোর যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে; তাতে ফররুখ আহমদ বেঁচে যাচ্ছেন। অর্থাৎ ফররুখ আহমদকে তাড়ানো যাচ্ছে না। বলাবাহুল্য, এখানেই ফররুখ আহমদের কবিতার অসামান্যতা এবং আমাদের কবিতার অঙ্গনে তিনি গভীর শিকড় গেড়ে বসে আছেন যাকে উৎপাটন করা অসাধ্য মনে হচ্ছে। হয়তো এই কারণে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতন বিরুদ্ধবাদী তাকে যথার্থ আখ্যায়িত করেছিলেন 'অপরাজেয়' বলে। যদিও এই মতামত প্রয়াত হুমায়ূন আজাদের মোটেও পছন্দ হয়নি।

কবিকে মূল্যায়ন করার অন্যতম হাতিয়ার হলো তার রচনাকর্ম সহজলভ্য হওয়া। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ফররুখ আহমদের বেলায় সেটি হচ্ছে না। কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনাবলি এখন

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রকাশিত হওয়ার কারণে নজরুল চর্চার পরিধি আগের তুলনায় বাড়ছে। যাই হোক, এবার আমাদের আলোচনার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। বাংলা একাডেমির কাছে ফররুখ শতবর্ষ পালন উপলক্ষে যে প্রত্যাশা আমাদের থেকে যাচ্ছে, সেটিই জানানো দরকার। বাংলা কবিতার পাঠকমাত্রই জানেন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মহতী আন্দোলনের চূড়ান্ত ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছি আজকের বাংলা একাডেমিকে। কবি ফররুখ আহমদ চিরকালই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থক ছিলেন। আমরা এই মহৎ কবির কাছ থেকে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ পেয়েছি তার একটি বাংলা ভাষা বিষয়ে, যার শিরোনামই হলো 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য'। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি আগেই বলেছি যে, বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামি সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে।'

আর এই ভাবে ফররুখ আহমদ হয়ে যান ভাষা আন্দোলনের প্রথম সারির একজন সৈনিক। এটা হয়তো অনেকেই জানে না যে, রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সালাম, রফিক, জব্বার ও শফিকের শাহাদতের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাইরে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনি তুলেছিলেন তৎকালীন ঢাকা বেতারের শিল্পীরা; তাদের অন্যতম ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ফররুখ আহমদের আজীবন সুসম্পর্ক ছিল। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমির উদযাপিত নাট্য সপ্তাহে 'নৌফেল ও হাতেম' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল, তিনি এই সালেই প্রতিষ্ঠানের ফেলো নির্বাচিত হন। কিন্তু সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল ওই বছরেই। কবিতায় প্রথম বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তির ঘটনায় অনেকের ধারণা ছিল কবি জসীমউদ্দীন এই পুরস্কার পাচ্ছেন, কারণ তখন তিনি প্রবীণ কবিদের অন্যতম। তিনি পুরস্কার না পাওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়ার উত্তরে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ বলেছিল তিনি তো পুরস্কারের উর্ধ্বে। তবে এটা জসীমউদ্দীনকে আহত করেছিল। এই কারণে তার রচনাবলি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমিকে অনুমতি দেননি। পরবর্তীকালে অনেক বই তার বড় ছেলের প্রতিষ্ঠিত 'পলাশ প্রকাশনী' থেকে বের হয়েছে। কবি ফররুখ আহমদের অন্যতম সৃষ্টি 'হাতেম তাই' প্রকাশ করেছিল বাংলা একাডেমি। অর্থাৎ বাংলা একাডেমির জন্মলগ্ন থেকেই ফররুখ আহমদ জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই স্বভাবতই ফররুখ আহমদের জন্ম শতবার্ষিকীতে এই প্রতিষ্ঠানটির কাছে আমাদের কিছু বিশেষ প্রত্যাশা থেকেই যাচ্ছে; কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা আমরা লক্ষ করিনি। এর আগে বাংলা একাডেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে চমৎকার দু'টি সংখ্যা বের করেছিল। এ দু'জনেই বাংলা সাহিত্যের অমর ব্যক্তি নিঃসন্দেহে; পাশাপাশি ফররুখ আহমদও তার যোগ্যতা বলে সেই রকমই দাবিদার। ফররুখ আহমদের সৃজনশীলতার ওপর অনেক ভালো ভালো সমালোচক তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। সেগুলো এক করা দরকার। ফররুখ আহমদের বেশ কিছু কবিতা 'কবিতা' ও 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। এতে করে ভবিষ্যতে যারা এই কবির ওপর গবেষণা করতে আগ্রহী হবেন, তাদের জন্য ভালো সুযোগ সৃষ্টি হবে। উন্নত দেশগুলোয় এই রকম সংরক্ষণাগার অহরহ চোখে পড়ে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই রকম কিছু পদক্ষেপ এ যাবৎ শুধু বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেয়নি। যারা নিয়েছেন তাদেরও নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে। বাংলা একাডেমির সহযোগিতায় এর আগে ফররুখের কাব্যগ্রন্থ, অনুবাদ, কবিতা ও প্রবন্ধ সমন্বয়ে একটি রচনাবলি বের হয়েছিলো। যার সম্পাদনায় ছিলেন ফররুখ অনুরাগী দুই কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ। এই গ্রন্থ প্রকাশের অনেক পরে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের সুদক্ষ সম্পাদনায় দুই খণ্ড রচনাবলি বের করে বাংলা একাডেমি। যথাক্রমে আগস্ট ১৪০২/জুন ১৯৯ ও আগস্ট ১৪০৩/জুন ১৯৯৬ সালে। বাংলা একাডেমির এই মহৎ কাজে আমরা ফররুখ অনুরাগীরা বাংলা একাডেমির কাছে ঋণী থাকতে বাধ্য। এরপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে– পরবর্তী খণ্ডগুলো প্রকাশের মুখ আর দেখেনি। ইতোমধ্যে রচনাবলির সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। তার মতো অনুসন্ধানী সম্পাদক খুঁজে বের করার দায়িত্ব বাংলা একাডেমির ওপর পড়েছে। বাংলা একাডেমি সেই মহৎ কাজে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। কবির ভাষায় :

বিকায়ে নিজের সত্তা যে ভোলে জাতীয় তমদ্দুন
হবে না কি তার দলে ধার করা কদলী-বেগুন।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক ও আইনজীবী, রাজশাহী

গানে গানে দেশপ্রেম

ফকির আলমগীর

আবহমান কাল থেকেই গানের ভেতর দিয়ে প্রাণের প্রকাশ ঘটিয়েছে বাংলার মানুষ। প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত এই গানের ধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে বাঙালি জনগোষ্ঠীর চিরন্তন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, হর্ষ-বিষাদ, রাগ-অনুরাগ। দেশে দেশে, যুগে যুগে দেখা গেছে গান ও সুরের শক্তি নেহাত কম নয়। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আর স্বাধিকার যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, পরাক্রমী শক্তির কাছে তখন অবশ্য সেই দেশপ্রেমকে প্রকাশের একটা কার্যকরী মাধ্যম হয়ে ওঠে দেশের জন্য গান। গানের ভাষায় তখন জেগে ওঠে দেশভক্তির সজাগ উচ্চারণ। সেই কবেকার ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত দলিলকে বুকে নিয়ে, ষাটের দশকের আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে এই জনপদে দেশের গান, দশের গান এক সাহসী ভূমিকা পালন করে চলেছে। সেই '৪৭ থেকে শুরু করে '৫২, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান কিংবা '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। অথবা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন কিংবা বাংলার যুদ্ধাপরাধী নির্মূলের গণজাগরণের 'লাল ফাগুনে দ্রোহের গান' অথবা হালের রোহিঙ্গা নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাগরণের গানের যে অধ্যায়ের কথাই বলা হোক না কেন; দেশের গান অন্য যে কোনো মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুরধার ভূমিকা পালন করেছে।

সেই কতকাল থেকেই তো সঙ্গীত আমাদের অতিবিশ্বস্ত সুহৃদ ও সহচর! আমাদের দুর্যোগ-দুর্বিপাকে মুছিয়েছে চোখের জল। আমাদের নীরব-নিভৃত যন্ত্রণাকে দিয়েছে প্রকাশের মহিমা। হতাশাক্লিষ্ট অবসরকে করেছে চেতনায় উদ্দীপ্ত। এই পরম সৌহার্দ্যের চরম উৎকর্ষ দেশাত্মবোধক গানে খুঁজে পাওয়া যায়। এ জন্যই যে কোনো ভাষার চেয়ে দেশের গান কিংবা ভাষান্তরে দেশপ্রেমের গানের দিক থেকে বাংলা গান অনেক বেশি ঋদ্ধ। সেই দেশপ্রেমের রকমফের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বলা যায়, সব রকম শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমকালীন দেশের গানে ভালোবাসার পাশাপাশি উঠে এসেছে পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মর্মন্তুদ আর্তনাদ। 'জাগো অনশনবন্দি ওঠরে যত/ জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত', এই ইন্টারন্যাশনাল গানের বাংলা অনুবাদ করেন কবি নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলা গানে লেখেন মুক্তির কথা, সাম্য-সুরের কথা, দিনবদলের কথা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে নজরুল ইসলামের গানকে সম্মানিত করতে হয় দুর্দান্ত শক্তির একটা মাধ্যম হিসেবে। নজরুলের লেখা গান আর কবিতা 'চল চল চল', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'এই শিকল পরা ছল মোদের', 'বল ভাই মাভৈ মাভৈ' গানগুলো তখন ঝঙ্কার তোলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অপশক্তির বিরুদ্ধে। তৎকালীন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার পিতাম্বর দাসের 'একবার বিদায় দে মা'; মুকুন্দ দাসের 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে', 'ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি' গানগুলো আজও রক্তস্রোতে বান ডাকে। ডিএল রায় তার 'ধন ধান্য পুষপ ভরা' গানটির জন্য বাঙালি জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বহুকাল। এ ছাড়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' কিংবা 'ও আমার দেশের মাটি'র মতো অনবদ্য রচনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'আমার সোনার বাংলা'য় বাংলার রূপ ও প্রকৃতির অসাধারণ চিত্র ফুটে ওঠে, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়। এর পর গানে গানে দেশভক্তি বা দেশপ্রেম ইতিহাসের পাতা ধরে সামনে এগোতে থাকে।

ভাষা আন্দোলনের অবিস্মরণীয় সৃষ্টিগুলোর মধ্যে ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হকের 'ভুলব না, ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি', মোশারফ উদ্দিনের 'যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে', শামসুদ্দিন আহমেদ ও আলতাফ আহমেদ গীত 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন', আবদুল লতিফ রচিত 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়', 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা' উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবদুল লতিফের কথা ও সুরে 'দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা' গানটি আমার গাওয়ার সুযোগ হয়েছে। ফজলে খোদার কথা ও আবদুল জব্বারের সুরে 'সালাম সালাম হাজার সালাম'-এর মতো অজস্র গান জাতিকে প্রেরণা জোগায়। তবে সব ছাপিয়ে ওঠে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথা ও আলতাফ মাহমুদের সুরে 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো' কালজয়ী গানটি। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে আধুনিক গানের শিল্পীদের কণ্ঠেও শোনা যায় ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত ও সুরারোপিত দেশের গান।

সাবিনা ইয়াসমিন ও শাহনাজ রহমতুল্লার কণ্ঠে শোনা যায়, 'মায়ের শেখানো ভাষা', 'ও আমার এই বাংলা ভাষা', 'ও আমার বাংলা মা তোর', 'একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার', 'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়'। রুনা লায়লার কণ্ঠে 'ফসলের মাঠে মেঘনার তীরে', 'আমায় গেঁথে দাও না মাগো একটা পলাশ ফুলের মালা', 'প্রতিদিন দেখি তোমায় সূর্যরাগে', রফিকুল আলমের গাওয়া 'আমার বাউল মনের একতারাটা', 'একতারা তুই দেশের কথা বলরে আমায় বল', সৈয়দ আবদুল হাদীর কণ্ঠে 'সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি', সুবীর নন্দীর কণ্ঠে 'বাউল তুমি এখন দেশের কথা বল', এন্ড্রু কিশোরের কণ্ঠে গাওয়া 'শহীদ মিনার ভরে গেছে ফুলে ফুলে', কুমার বিশ্বজিতের কণ্ঠে গাওয়া 'একদিন বাঙালি ছিলামরে', নিবন্ধকারের গাওয়া 'বাজে কী মধুর সুরে বাজে বাংলাদেশি বাঁশি'।

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে দেশপ্রেম, দেশভক্তি গানের রচনা ও চর্চার একটা বড় মাধ্যম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল থেকে গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ও আনোয়ার পারভেজের সুরে দলীয়ভাবে পরিবেশিত হতে থাকে 'জয় বাংলা বাংলার জয়', আবদুল লতিফের 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা', নয়ীম গহরের লেখা ও আজাদ রহমানের সুরে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে গীত কালজয়ী গান 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো', ফজলে খোদার লেখা ও আবদুল জব্বারের সুরে 'সালাম সালাম হাজার সালাম'। এসব গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হয়েছে। বিশেষ করে গোবিন্দ হালদারের লেখা 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে', আপেল মাহমুদের কণ্ঠে 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর', 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', স্বপ্না রায়ের কণ্ঠে 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' গানটি তাদের কালজয়ী করেছে। শহিদুল ইসলামের লেখা, সুজেয় শ্যামের সুরে 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ' গানটি এই বিজয়ের মাসে আমাদের উদ্দীপ্ত করে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা অংশুমান রায়ের সুরে ও কণ্ঠে গীত 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ' গানটি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের কথা মনে করিয়ে দেয়। নয়ীম গহরের কথা ও সমর দাসের সুরে 'নোঙর তোলো তোলো' গান আজও মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে তুফান তোলে। এ ছাড়া সলিল চৌধুরীর 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা', কৃষ্ণ চন্দ্র দের কণ্ঠে গীত 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে'সহ অজস্র গান আমাদের দেশভক্তির নিদর্শন।

লেখক: শব্দসৈনিক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার দুই নায়ক

আলফাজ আনাম

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে আরব বিশ্ব সব সময় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শুধু এ অঞ্চলের জ্বালানিসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নয়, ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এর প্রধান কারণ। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল করে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে পারমাণবিক শক্তি অর্জন পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইল প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সব সময় অনমনীয় থাকলেও মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার দিকটি বিবেচনায় নিয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের পর ইসরাইল প্রশ্নে মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে রাখঢাকের পর্দাটি সরিয়ে নিয়েছেন। জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণার মধ্য দিয়ে এবার তা দৃশ্যমান হয়ে উঠল।

ইসরাইলকে ইহুদিবাদী ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান পরিস্থিতির মতো সুসময় মনে হয় আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে আসবে না। অপর দিকে, ইসরাইলও এমন সময়ের জন্যই অপেক্ষা করছিল। শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, আরব দেশগুলোতে ইসরাইল এমন কিছু বন্ধু পেয়েছে, যা ইসরাইলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। ইসরাইলের এ দুই পরম বন্ধু হচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনা" ট্রাম্পের সিনিয়র উপদেষ্টা ও জামাতা জ্যারেড কুশনার এবং সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। চল্লিশের কম বয়সী এ দুই তরুণ মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি সম্ভবত বদলে দিতে চলেছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সিনিয়র উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের পর জ্যারেড কুশনার ইতোমধ্যে তিনবার সৌদি আরব সফর করেছেন। প্রতিবার মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে সৌদি যুবরাজের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এরপর তার গন্তব্য ছিল ইসরাইল। তিনি চলতি বছরের মে ও আগস্ট মাসে সৌদি আরব সফর করেন। সর্বশেষ অক্টোবর মাসের শেষ দিকে তিনি গোপনে সৌদি আরব সফর করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডিনা পাওয়েল ও মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত জেসন গ্রিনব্লাট। জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণার বিষয়ে তিনি সৌদি ক্রাউন প্রিন্সের সাথে আলোচনা করেন বলে ধারণা করা হয়।

অপর দিকে, ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে জ্যারেড কুশনারের পরিবারের আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল। জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা এবং মার্কিন দূতাবাস সরিয়ে নেয়ার ঘোষণার পর মুসলিম বিশ্ব যখন উত্তাল, সৌদি আরব তখন অনেকটাই নীরব। নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ বিন সালমান ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের কাছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ব্যাপারে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। এতে দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেমের কাছে আবুদিস গ্রামকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে মেনে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসরাইলি নিয়ন্ত্রণে আংশিক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে এই রাজধানী বানানোর প্রস্তাব দেয়া হয়। এর মাধ্যমে জেরুসালেমের ওপর ফিলিস্তিনি জনগণ ও মুসলিম বিশ্বের দাবি অনেকটাই খারিজ করে দেয়া হলো। জ্যারেড কুশনারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিন সালমান এই প্রস্তাব দিয়েছেন বলে মনে করা হয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি আবর্তিত হচ্ছে কুশনারকে কেন্দ্র করে। যেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসনের ভূমিকা নেই বললেই চলে। জ্যারেড কুশনার অন্যান্য ইহুদির মতো ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটকে দেখছেন। ৩৫ বছর বয়সী জ্যারেড কুশনার যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত একটি ইহুদি পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কুশনারের সাথে বিয়ের আগেই ডোনা" ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন। স্বামী-স্ত্রী দুই ধর্মবিশ্বাসী হওয়ার মতো সেকুলার জ্যারেড কুশনার নন। তিনি কিভাবে ইসরাইলকে দেখেন তা নিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে ইসরাইলের সাথে জ্যারেড কুশনারের পরিবারের সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। কুশনার যখন হাইস্কুলের ছাত্র, তখন নেতানিয়াহু তাদের বাড়িতে আসেন এবং কুশনারের ঘরে রাত কাটান। (ঋড়ৎ কঁংযহবৎ, ওংৎধবষ চড়ষরপু গধু ইব ঝযধঢ়বফ নু ঃযব চবৎংড়হধষু ঘবড়িৎশ ঞরসবং ঋবন. ১১, ২০১৭)

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহুদি ধর্মযাজক হিরশি জারখি নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, কুশনারের কাছে ইসরাইল নিছক রাজনীতির বিষয় নয়। ইসরাইল তার পরিবার, জীবন ও জনগণ। ইসরাইলের সাথে কুশনারের রয়েছে ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সম্পর্কের বন্ধন। তার দাদী পোল্যান্ডে হিটলারের হলোকাস্ট বা ইহুদি হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যান হামাগুড়ি দিয়ে একটি টানেল পার হয়ে। তার দাদা ওই হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা পান কয়েক বছর ধরে একটি গর্তে লুকিয়ে থেকে। গোঁড়া ইহুদি হিসেবে কুশনারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ইসরাইলের সুরক্ষা, গণহত্যার স্মরণ ও ইহুদিদের বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য।

জ্যারেড কুশনারের পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের ধনী পরিবারগুলোর একটি। কুশনারের নাম যুক্তরাষ্ট্রের রিয়েল এস্টেট জগতেও সুপরিচিত। রিয়েল এস্টেট ব্যবসা করে তিনি পরিবারের বিপুল ভাগ্য গড়ায় সাহায্য করেছেন। কুশনার যখন নিউ ইয়র্ক ভার্সিটিতে এমবিএ-আইন কোর্সের শিক্ষার্থী, তখন তিনি তাদের পারিবারিক রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ২০০৬ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সেই কুশনার ১০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে নিউ ইয়র্ক অবজারভার পত্রিকা কিনে নেন। তখন তার বাবা একটি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে জেলে যান। বাবা জেল থেকে বের হওয়ার বছর ২০০৭ সালে কুশনার নিউ ইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউয়ে ৪১তম অফিস বি"ং কেনেন ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে। তখন পর্যন্ত এটাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ব্যয়ে অফিস ভবন কেনার রেকর্ড। পরের বছর তিনি হয়ে গেলেন বাবার কোম্পানির প্রধান নির্বাহী। জ্যারেড কুশনার নাকি তার বাবার একান্ত ভক্ত। ২০০৪ সালে কুশনারের পরিবার একটি কেলেঙ্কারির সম্মুখীন হয়ে শেষে তা কাটিয়ে ওঠে। তার বাবা চার্লস কর ফাঁকি দেয়া, অবৈধ প্রচারণার অর্থ জোগানো এবং সাক্ষ্য বিকৃতির দায়ে গ্রেফতার হন। নিজের ভগ্নিপতিকে গোপন অভিসারে প্রলুব্ধ করার জন্য তিনি একজন দেহপসারিণীকে ভাড়া করেছিলেন। এরপর গোপনে এটা রেকর্ড করে তিনি বোনের কাছে পাঠান। পরিবারের মধ্যে দীর্ঘ দিনের দ্বন্দ্বের অংশ হিসেবে এটা ঘটেছিল। পরিণামে চার্লস কুশনারকে জেল খাটতে হয় ১৬ মাস।

পারিবারিক প্রতিষ্ঠান দি সেরিল অ্যান্ড চার্লস 'কুশনার ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন' নামে বিভিন্ন মানবসেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে থাকে কুশনার পরিবার। প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বছরে সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করা হয় দুই মিলিয়ন ডলারের বেশি এবং এর বিরাট অংশই ইহুদিদের জন্য ব্যয় করা হয়। নিউ জার্সিতে গোঁড়া ইহুদিদের একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কুশনার পরিবারের নাম বহন করছে– জোসেফ কুশনার হিব্রু অ্যাকাডেমি এবং রি কুশনার ইয়েশিভা হাইস্কুল। দুটোই লিভিংস্টোনে অবস্থিত। স্কুল দুটোর নাম রাখা হয়েছে জ্যারেডের দাদা-দাদীর স্মরণে, যারা নাৎসি হত্যাযজ্ঞের কবল থেকে বেঁচে যান। পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনে তাদের পরিবার বিভিন্ন সময় অর্থসহায়তা দিয়েছে।

পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা যে জ্যারেড কুশনারকে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে আগ্রহী করে তুলছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইসরাইলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা কুশনারের হয়তো অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি তার মতো একজন তরুণ মিত্র পেয়ে গেছেন। সৌদি আরবে ২০১৪ সালে বাদশাহ সালমান সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে তার কনিষ্ঠ স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ হয়ে উঠেছেন সৌদি আরবের সবচেয়ে ক্ষমতাধর লোক। তার এ ক্ষমতার প্রতাপ সৌদি সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। তিনি দেশটির ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। মোহাম্মদ বিন সালমানের জন্ম ১৯৮৫ সালে। তার মা প্রিন্সেস ফাহদা বিন ফালাহ বিন সুলতান বিন হাতলান। তিনি সৌদি আরবের আজমান গোত্রের মেয়ে। মোহাম্মদ বিন সালমান ২০০৮ সালে প্রিন্সেস সারাহ বিন মাশহুর বিন আবদুল আজিজ আল সউদকে বিয়ে করেন। তাদের তিন সন্তান রয়েছে। বিন সালমান প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন রিয়াদে। এরপর আইন বিষয়ে কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। তার রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ ২০০৭ সালে। এ বছর তাকে মন্ত্রিপরিষদের উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়। ২০০৯ সালে তিনি তার বাবা বাদশাহ সালমানের উপদেষ্টা হন। এ সময় তিনি রিয়াদের গভর্নর ছিলেন। ২০১৫ সালের ২৩ জুন তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের দুই মাসের মাথায় তিনি ইয়েমেনে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। চলতি বছরের জুন মাসে তাকে ক্রাউন প্রিন্স ঘোষণা করা হয়। তিনি সৌদি আরবের অর্থনীতি ও উন্নয়নবিষয়ক কাউন্সিলের প্রধান। ২০১৬ সালের এপ্রিলে তিনি ভিশন-২০৩০ ঘোষণা করেছেন, যেখানে তিনি তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তরুণদের নিয়ে 'মধ্যপন্থী' সৌদি আরব গড়ার নীতি ঘোষণা করেন। একই সাথে তিনি সৌদি আরবের প্রধান প্রতিপক্ষ ইরানবিরোধী জোরালো পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। কুশনার ও বিন সালমানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সঙ্ঘাতের সূচনা করতে যাচ্ছে। আরব বসন্তের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, তাতে কুশনার-সালমান-নেতানিয়াহু আরো নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করছেন। সৌদি আরব, ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সৌদি-মার্কিন ভুলনীতি মধ্যপ্রাচ্যে ইরানকে আরো বেশি শক্তিশালী করছে।

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পর শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে ইরানের প্রভাব আরো বেড়েছে। সিরিয়ায় ইরানের ঘনিষ্ঠ মিত্র বাশার আল আসাদ সরকার টিকে গেছে। লেবাননে সাদ হারিরি সুন্নি রাজনৈতিক দলের সাথে শিয়া গেরিলা সংগঠন হিজবুল্লাহকে নিয়ে সরকার গঠন করেছে। ফলে ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ইরানের প্রভাব বেড়েছে। অপর দিকে, ইয়েমেনে শিয়া হাউছি যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়েও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি সৌদি আরব। কাতারের ওপর সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের অবরোধ আরোপের পর ইরান, তুরস্ক ও কাতারের মধ্যে একধরনের মৈত্রী গড়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছে রাশিয়ার সমর্থন। এমন পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহু চাইছেন লেবাননে হিজবুল্লাহকে কোণঠাসা করতে এবং একই সাথে হামাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে। ফিলিস্তিনের আরো কিছু ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে নিতে চান নেতানিয়াহু। এমনকি সৌদি আরবকে সামনে রেখে ইরানের সাথে সীমিত যুদ্ধের পরিকল্পনা রয়েছে ইসরাইলের। এখন জেরুসালেম ইস্যুতে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স জড়িয়ে পড়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সৌদি আরব। কুশনার-নেতানিয়াহু যুদ্ধবাজ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া বিন সালমানকে সম্ভবত সে পথেই নিয়ে যাচ্ছেন।

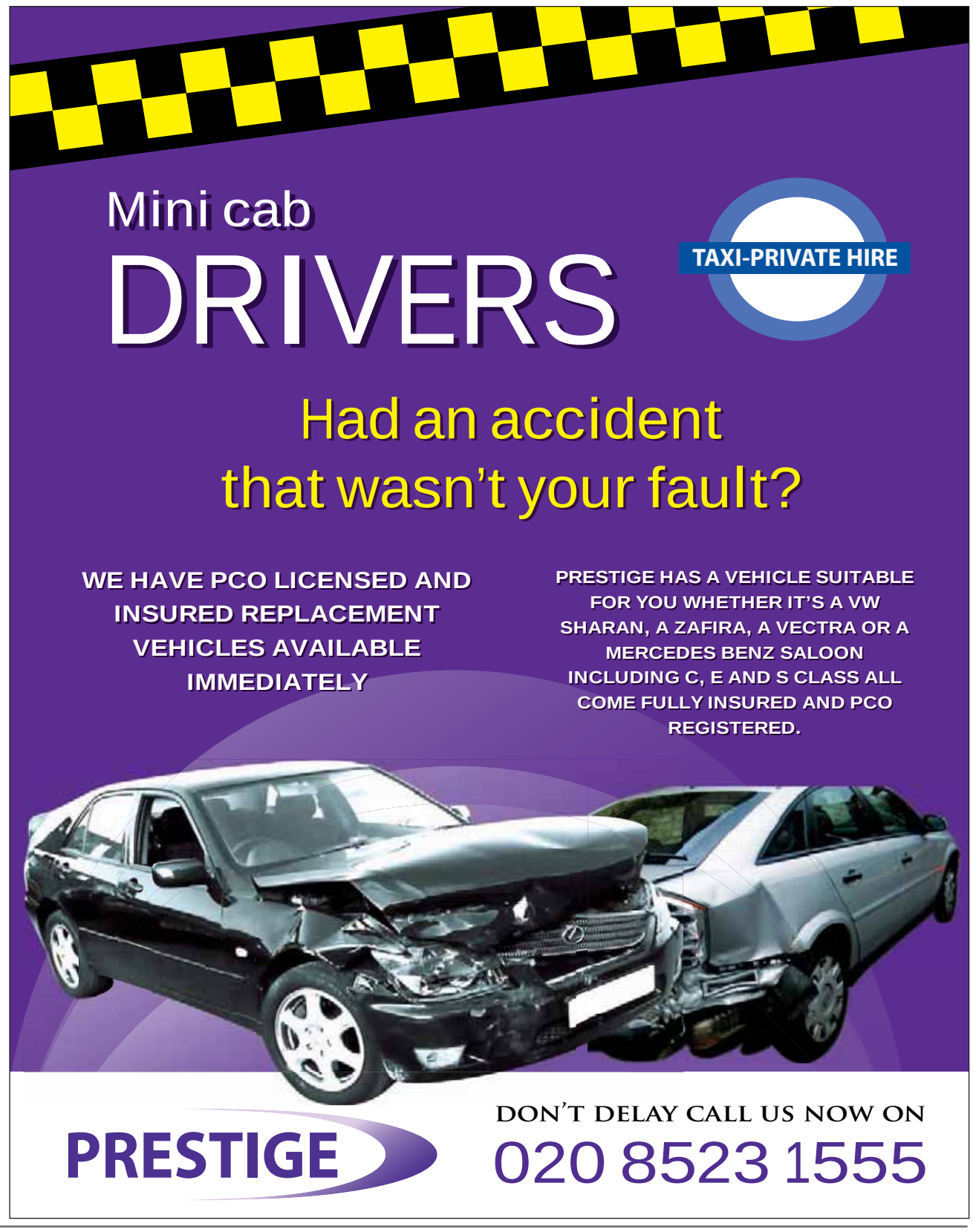

Weekly Desh

● Britain's largest circulation Bengali newspaper

● Out every Friday ● Free ● 50p where sold

In Jerusalem we have the latest chapter in a century of colonialism

Grenfell survivors demand justice at parliament gathering

OIC declares East Jerusalem as Palestinian capital

The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) has declared East Jerusalem as the capital of Palestine, rejected the US stance as "dangerous", and called on the international community to follow in its footsteps.

The group of Muslim leaders on Wednesday called on all countries to "recognise the State of Palestine and East Jerusalem as its occupied capital".

In a statement, the OIC added that the 57-member group remains committed to a "just and comprehensive peace based on the two-state solution".

It also called on the UN to "end the Israeli occupation" of Palestine and declared US President Donald Trump's administration liable for "all the consequences of not retracting from this illegal decision".

"[We] consider that this dangerous declaration, which aims to change the legal status of the [city], is null and void and lacks any legitimacy," the group said.

Marwan Bishara, Al Jazeera's senior political analyst, said the summit highlighted that Palestinians, Arabs and Muslims continue to be committed to peace.

"Now, Muslim countries in addition to a whole lot of others that are allied with the Palestinian cause will recognise Jerusalem as the capital of Palestine," he said.

"And those Islamic countries are ready to sever relations to punish any one country that follows in the footsteps of the United States in recognising Jerusalem as the capital of Israel."

Situation of instability

Speaking earlier on Wednesday, the OIC's secretary general Yousef al-Othaimeen rejected the United States' decision to recognise Jerusalem as the capital of Israel.

Al-Othaimeen urged Muslim leaders to work together to present a united response to the move.

"The OIC rejects and condemns the American decision," he said. "This is a violation of international law ... and this is a provocation of the feelings of Muslims within the world.

"It will create a situation of instability in the region and in the world."

Speaking before al-Othaimeen, Palestinian President Mahmoud Abbas said the US had "disqualified" itself from future Israel-Palestine peace talks after proving its "bias in favour of Israel".

Founded in 1969, the OIC bills itself as "the collective voice of the Muslim world".

President Trump announced on December 6 that the US formally recognises Jerusalem as the capital of Israel and will begin the process of moving its embassy to the city, breaking with decades of US policy.

The decision violated international law, according to Abbas.

"We shall not accept any role for the United States in the peace process, they have proven their full bias in favour of Israel," he said.

"Jerusalem is and always will be the capital of Palestine."

Palestinians envisage East Jerusalem as the capital of a future state, while Israel says Jerusalem, which is under Israeli occupation, cannot be divided.

Abbas' comments were seen as his strongest yet on the issue.

The extraordinary OIC summit was called for by Turkish President Recep Tayyip Erdogan following Trump's announcement.

Speaking at the meeting, Erdogan accused Israel of being a "state of terror" and said the US' recognition of Jerusalem as the capital of Israel had been rebuked by the international community.

"It is null and void … except Israel, no country in the world has supported [this decision]," he said.

"Anyone who walks a few minutes in the streets of Jerusalem will recognise this city is under occupation."

Al Jazeera's Mohammed Adow, reporting from Istanbul, said Erdogan was seeking to "unite the Muslim world" and "come up with a concerted response" to the US' move.

"He faces a daunting task," our correspondent said. "In the hall that he was addressing, there were countries who are not willing to go beyond rhetoric opposition at the expense of sacrificing their relationship with the United States," he said.

Trump's move has provoked a wave of protests from Asia, through the Middle East, to North Africa, with tens of thousands of people taking to the streets in recent days to denounce his decision.

NHS B Positive Choir launches debut single and asks you to 'Rise up and Give Blood'

Positive is a group of 60 singers from across England who live with sickle cell disease, their families, helpers and friends. The choir was formed with the mission to create awareness of sickle cell disease and the need for more blood donors. Fresh from their powerful television debut at MOBO Awards 2017 in which they shared the stage with the Britain's Got Talent Winner Tokio Myers, the B Positive Choir are proud to announce the release of their first single "Rise Up", a rendition of Andra Day's original song. With lead vocals by gospel sensation, Lurine Cato.

NHS Blood and Transplant and MOBO, first started to work together in 2016 to spread awareness of the urgent need

for more blood donors to a wider audience. NHS Blood and Transplant urgently needs 200,000 new blood donors each year in order to help provide those who need it with the best care possible. One donation takes an hour and can save up to three lives,

Choir director Colin Anderson said: "Over the last year 900,000 people have given up their time to help patients in need. But we need more new donors. Every day, we need 6,000 donations to continue saving

lives. We need life-saving blood from new donors of all backgrounds to provide the closest matches for all communities. We are particularly looking for younger people and black communities to come forward.

Lurine Cato said: "We urgently need 40,000 new black donors help people with sickle cell disease. Sickle cell is more common in black, South Asian and Minority Ethnic people. Blood from black donors provides the closest match to black people who need blood."

MOBO CEO and Founder, Kanya King MBE said: "We are proud to be partnering with NHS Blood and Transplant on the "B Positive" campaign to help recruit new donors, and use our platform to help reach a wide audience. We were honoured to be able to provide B Positive Choir with their television debut, and it's amazing to see the response they have received."

For information about B Positive, Lurine Cato and to download Rise UP go to www.blood.co.uk/bpositive.

News

Grenfell survivors demand justice at parliament gathering

Grenfell Tower survivors have demanded justice for their loved ones in a highly charged meeting at parliament in which one bereaved resident told the communities secretary, Sajid Javid, that his mother and sister were "murdered and cremated".

A packed committee room at the House of Commons heard emotional testimony from four bereaved residents including Ahmed Elgwahry who said he had not received an apology from the Royal Borough of Kensington and Chelsea (RBKC) for the fire.

The meeting was called to mark six months since the fire which claimed 71 lives and was organised by Grenfell United, which represents the majority of the surviving residents of the tower and the bereaved. It was attended by the shadow chancellor, John McDonnell, the Liberal Democrat leader, Vince Cable,and the shadow housing minister, John Healey.

"My mum and my sister were poisoned by the smoke, they were burned and they were cremated," Elgwahry said. "I had to listen to them suffer. I had to listen to them die. I had to watch the flat burn for a couple of days. If that is not torture, I don't know what is."

His sister Mariem, 27, and mother Eslah, 64, both died. Eslah was found on the 23rd floor and was identified by her dental records, an inquest heard.

Following their deaths, Elgwahry said he had hoped to see his loved ones but "what I got was fragments of bone and muscle tissue".

He said the fire happened because "of a culture of negligence and self-interest" and "treating residents as second-class citizens".

"I asked for one single thing from RBKC and that's a simple apology," he said. "I am still waiting. I have received an apology for the aftermath, but not what happened up to the inferno."

Replying, Javid said: "I am deeply sorry for the failure of the state to be there for the people of north Kensington when they needed it most. In 21st-century Britain, people were left without their homes, their belongings and without any kind of meaningful help. There is absolutely no excuse for that."

He said he had personally been "frustrated at the pace of help and support" available to residents and the bereaved and that he recognised residents of Grenfell had been "pushed to the very edge of consciousness by society that hoped to forget about them".

Referring to the efforts of Grenfell United, which has been lobbying for greater representation for the community on the public inquiry which entered its second day on Tuesday, he said: "You have shown the city, you have shown the world what community is all about."

Natasha Elcock, 39, told how she was trapped on the 11th floor with her six-year-old daughter and boyfriend. She flooded the bathroom to help protect against the fire and managed to flee after 90 minutes when a fire crew reached her. They stumbled over the body of her uncle on their way out.

Elephant atta: fresh new look, same great taste

Elephant Atta is rolling out new packaging for it's entire range of attas from December 2017. The new pack design is a fresh, modern take on the brand's 50 years of tradition that emphasises the premium quality of the atta, yet maintains the warmth and emotion of the brand's family values.

The premium new packaging still packs the same great tasting, premium atta that has won Elephant Atta Medium and Elephant Atta Self-raising 2 gold stars at the prestigious Great Taste Awards 2017. The same great taste that has firmly established Elephant Atta as the nation's favourite brand amongst British Asian families, with 53% of market share*.

Marine Yborra, Senior Brand Manager at Westmill Foods, says, "Elephant Atta is an iconic brand with a strong heritage. Our new packaging reflects the premium quality of our award winning atta without losing the brand ethos of standing at the heart of the family".

To celebrate the Great Taste Awards and the new packaging, Elephant Atta has teamed up with food blogger and Great British Bake Off 2014 semi-finalist, Chetna Makan, to provide 2 delicious recipes using both Elephant Atta Medium and Elephant Atta Self-raising flours.

Visit www.elephantatta.com/recipes for Chetna's recipes.

New POS in stores and a new brand TV campaign launching early 2018 across Asian TV stations will support the new packaging.

*Source: Westmill quantitative research – 500 respondents December 2015

www.elephantatta.com

Will change to organ donor rules mean more transplants?

In an attempt to make more organs available for transplant, ministers are proposing a radical change by moving to a system of "presumed consent".

Current rules in England mean those willing to donate their organs, should they die, sign up to a donor register.

A consultation on the new system, which would see opting out of organ donation replacing opting in, starts on Tuesday.

Wales has already adopted an approach of presumed consent. Scotland plans to introduce a similar scheme.

Northern Ireland has also expressed an interest in doing likewise.

About 6,500 people in the UK are waiting for an organ transplant.

Every year, 450 of those on the waiting list die before the right donor is found.

Emma's story

Emma was diagnosed with type-1 diabetes as a child. After nearly 30 years, the condition has wrecked her kidneys.

Every night Emma plugs herself in to a dialysis machine, and then nearly two litres (3.5 pints) of fluid is pumped in and out of her body, doing the job of her damaged organs.

"Everything I do is the dialysis and medical," she says.

"You get up, you come home and then you sit on a machine.

"That's all you do.

"I don't do anything else, I don't enjoy life, I don't have a hobby, nothing... so that's all I do."

With a young daughter, Emma relies a lot on her husband and family. And she still manages to hold down an office job.

But, she says: "You're tired all the time as it is, and it's like how much of this can I take, how much can you take being tired all the time?

"You want to do stuff - you need to do stuff - but where do you get the energy to do it? Where do I find that energy?"

It is still too early to say what impact the change in Wales has had, but so far about 205,000 people have signed the opt-out register, 6% of the population.

The Health Secretary for England, Jeremy Hunt, says: "The issue here is really we know the vast majority of people are willing for their organs to be used but the vast majority of people are not on the organ donor register.

"So it's about how we change that, and so the issue of presumed consent is one of the things we are looking at.

"But what we need really is to have much better communication inside families so people know what their family members actually want."

Specialist nurses

The percentage of all families who, if approached after their relative's death, consent to donation has remained stubbornly at 60-65%.

It is rare for the family of a registered donor to object, but it is more common when people have not signed up or discussed it with their family.

The donor system was radically overhauled in 2008, with the introduction of specialist nurses liaising closely with families.

There were 793 deceased donors in 2007, and 10 years later that number had risen 78%, to 1,413.

Meanwhile, the number of registered donors has risen 67%, from 14.1 million to 23.6 million.

But the 2008 taskforce rejected the ides of presumed consent.

'No evidence'

Retired kidney transplant surgeon and former head of the UK's transplant services Prof Chris Rudge says: "The key question is, 'Will it work? Will it make a difference?'

"And if the answer is yes, then that would be very good. But if the answer is no, then I question why we are going down this route.

"The only evidence I have seen is that it won't make any difference and it is not the answer to the problem, but there is a risk that it may make things worse.

"That is my starting point. I am not totally against it, but if I am right, it won't improve things.

News

Labour Part Housing Corruption Scandal

Labour embroiled in corruption scandal over tape 'showing businessman linked to the party demanding £2m bribe from property developers wanting to build London skyscraper'

An alleged Labour corruption scandal involving a £2million bribe to guarantee planning permission for one of Britain's biggest skyscrapers is being investigated by police.

A businessman with close ties to the party was secretly recorded describing how the money would be split among four Labour politicians he labelled 'greedy f*****s'.

Abdul Shukur Khalisadar, 38, who allegedly also requested a £15,000 a month consultancy fee, told the developer he was acting on behalf of Labour 'gatekeepers' in the party's east London stronghold of Tower Hamlets.

He said the cash would guarantee planning permission for its £500million Alpha Square development in the Isle of Dogs, east London which included a 65-storey tower.

The National Crime Agency has been called in after an audio clip emerged of a businessman with close ties to Labour demanding a £2million 'bribe' to secure planning permission. Abdul Shukur 'Shuks' Khalisadar, 28, is alleged to have said he needed the lump sum to pay off Labour politicians for a £500m development in the Isle of Dogs (with Harriet Harman in 2015)" class="blkBorder img-share"/>

The National Crime Agency has been called in after an audio clip emerged of a businessman with close ties to Labour demanding a £2million 'bribe' to secure planning permission. Abdul Shukur 'Shuks' Khalisadar, 28, is alleged to have said he needed the lump sum to pay off Labour politicians for a £500m development in the Isle of Dogs.

In a tape leaked to a Sunday newspaper, Mr Khalisadar describes how he sought the bribe from John Connolly, UK head of development for the Hong Kong-based property group Far East Consortium (FEC).

Mr Khalisadar said he was introduced to Mr Connolly in October 2015 by Shiria Khatun, then deputy mayor of Labour-controlled Tower Hamlets Council.

Mr Connolly said in a leaked internal memo that the deputy mayor told him Mr Khalisadar 'can help get planning consent'.

The businessman was snared after a consultant acting on behalf of the Far East Consortium, an international property development company, recorded the conversation where Khalisadar laid out his financial demands

Acting as a 'buffer' between the politicians and the property developers, Shuks is recorded saying he needed a further £15,000 a month, including VAT, as a consultancy fee

Mr Khalisadar later sent a contract to the developers in which he would 'deliver planning approval' at a 'premium of £2,000,000'. Four Labour politicians would be given 'half a mill' each, he claimed.

Mr Khalisadar, who runs a business centre in Whitechapel, east London, has helped create local support for Tower Hamlets' current Labour mayor, John Biggs. He has also met national party figures, including Harriet Harman when she was deputy leader.

The alleged corruption scandal in Tower Hamlets follows the sacking of Lutfur Rahman, a former Labour councillor in the borough who later became its independent mayor before being found guilty of election fraud two years ago.

The conversation with Mr Khalisadar was taped by a consultant acting on FEC's instructions.

Shuks was alleged to have been introduced into the deal by Shiria Khatun (left), a deputy major of Tower Hamlets council who said he was someone who could ensure planning permission approval

As part of the alleged illicit deal, Khalisadar claimed the bulk of the money would go to the 'gatekeepers' which he said were Labour politicians in long term positions of power

When approached by the Sunday Times, Shuks admitted asking for the £2m but denied acting corruptly. Tower Hamlets council have referred the case to the National Crime Agency's Serious Fraud Office

Instead of paying a bribe it reported the approach to Mr Biggs who called in investigators from the accountancy firm EY.

A spokesman for Tower Hamlets Council said: 'Their findings were assessed by a leading QC who recommended we report the matter to the Serious Fraud Office (SFO).

'We did this and the SFO then passed it on to the National Crime Agency for investigation. We are waiting to hear the outcome.'

The proposed £500m Alpha Square development is in the Isle of Dogs, east London

Mr Khalisadar told The Sunday Times he had asked for £2million but denied this was a corrupt offer.

He told the Mail the recording was 'partial and misleading', adding: 'I did not bribe anyone, no contract of any sort was signed with the Far East Consortium. This was two years ago and neither the council nor the police have been in touch with me at any time since then.

'It would not be appropriate to give any further detail while an investigation takes place, other than to say I am not involved in any wrongdoing.'

Miss Khatun, who resigned as deputy mayor earlier this year, denies any wrongdoing.

FEC did not respond to the Mail, but told The Sunday Times it had 'acted promptly and professionally in reporting the allegations to the mayor of Tower Hamlets'.

London Islamic School wins Transport for London STARS 'School of Excellence Award 2017'

London Islamic School has been awarded the Transport for London (TfL) STARS 'School of excellence pupil led project award 2017' in a prestigious event held at the City Hall Chambers on Tuesday the 5th December 2017. Handing them the award in place of Mayor of London Sadiq Khan was Dr. Will Norman (Walking and Cycling Commissioner at City Hall & TfL) in the presence of other invitation only top performing schools around London.

The event celebrates the achievements of the highest performing schools of more than 1,500 participating London schools, in reducing car use, increasing walking and cycling and using public transport by awarding a Bronze, Silver or Gold accreditation as part of TfL STARS (Sustainable Travel: Active, Responsible, Safe) programme. The programme helps primary and secondary school children adopt safe and sustainable ways of travelling, such as cycling, walking and public transport. Now in its eleventh year, accreditation to STARS has grown from 180 schools in 2006 to over 1,557 in 2017. The more initiatives a school delivers and the greater the changes in behaviour, the higher the STARS Accreditation award.

London Islamic School not only achieved a silver accreditation, they were also highlighted as one of the top performing schools in London by receiving a 'School of excellence award' which recognises schools that have demonstrated innovative and outstanding achievements in one of seven travel areas: walking, scootering, cycling, road safety, public transport, pupil led projects and partnership working. London Islamic School were awarded the award under the category of pupil led projects which are those campaigns that have been initiated and delivered by pupils, demonstrating the best in peer-to-peer leadership. To share good practice, the students were also given the honour of

being 1 of the 3 schools who delivered a presentation on the day in front of a packed crowd on the activities they had initiated at school to promote active and safe travel.

The school has been working extremely hard over the last two academic years under the leadership of Mohammed Yaser, Head of Citizenship who initiated the set up of the Youth Travel Ambassadors (YTA) team comprised of students: Hanif Hussain (Team Leader), Yamin Yusuf (Assistant Team Leader), Mizanur Rahman (Project Manager), Musab Dayah Ali (Finance/Marketing), Waseem Nawaz and Abdul-Muhsin Muadth (Data Analysts). They have worked tirelessly to plan and deliver consultations and travel activities to promote sustainable travel, reduce congestion, improve road safety and air quality. Examples of initiatives included interval mode of travel surveys' with statistical analysis to track progress, car share scheme where the team had to do their research on which students came from the same area and paired them to car share. Whole school assemblies delivered by the YTA team on campaign launches and workshops delivered by the YTA team in partnership with Tfl and MADE on topics such as safety using public transport, road safety and Islam & environment. The students also set up an active travel week which consisted of giving pedometers to registered members, travel tracking cards to those who cycled or got of a few stops earlier to walk, a breakfast club for the participants who arrived to school early, data analysis on their improvements and finally certificates issued to students who completed the programme for the week.

The YTA were also able to obtain funding by attending a Dragons Den pitch at the Tfl Head Office to enable them to organise a coffee morning, active walk and active fun day for parents, students, the local community and the school's citizenship partners to promote the work they have been doing as Youth Travel Ambassadors and increase awareness on reducing congestion, improving road safety and health and wellbeing. The day commenced with a coffee morning and presentations by the YTA team in front of guests on '#Energy and Safety: Our Priority', which focuses on ways to improve the modes of travel of students at LIS. Parents needed to make pledges to make their children to be more active sustainable travellers and to use public transport. This was then followed by an 'Active Walk' to Stepney Green Park where the students had organised various active events including a fast walk 4 by 1 relay, 3 legged race, obstacle course, 5 min football, croquet and other garden games with medals and awards being handed out. The event was attended by representatives from the school's citizenship partners WE Schools, Transport for London, Tower Hamlets Prevent Officer, Nelson St Synagogue (East London Synagogue), MADE, Nida Trust, Creative Support Care Homes Tower Hamlets Cooper's Court, Bow Baptist Church amongst many.

An overwhelmed Mohammed Yaser, Head of Citizenship at London Islamic School said "I'm extremely proud of the boys in the YTA team, they have worked with immense dedication and commitment to get to where we are right now, I did not anticipate that the boys would be able to build a project of this nature from scratch to promote active travel not only for our students, but we can now proudly say for the whole community. It was only a few weeks ago the boys were recognised by winning the Team London Environment and Healthy Living Award 2017 for outstanding contribution to volunteering and to top it off, we have not only achieved silver accreditation, but been labelled a school of excellence. I pray that they are able to take the transferable skills from these experiences to be socially active and making positive differences to the lives of people around the world."-News press release

Feature

In Jerusalem we have the latest chapter in a century of colonialism

Karma Nabulsi

Palestinian refugees near Haifa in 1948. 'Patrick Wolfe showed us that events in Palestine over the last hundred years are an intensification of (rather than a departure from) settler colonialism.'

ne hundred years ago, on 11 December 1917, the British army occupied Jerusalem. As General Allenby's troops marched through Bab al-Khalil, launching a century of settler colonialism across Palestine, prime minister David Lloyd George heralded the city's capture as "a Christmas present for the British people".

In a few months' time, we mark another such anniversary: 70 years since the Palestinian Nakba of 1948, the catastrophic destruction of the Palestinian polity; the violent dispossession of most of its people with their forced conversion into disenfranchised refugees; the colonial occupation, annexation and control of their land; and the imposition of martial law over those who managed to remain.

The current US president's recognition of Jerusalem as the capital of Israel bookends a century of such events: from the Balfour declaration in November 1917 to the partition plan of 1947; from the Nakba of 1948 to the Naksa of 1967 – with its annexation of Jerusalem, the occupation of the rest of Palestine, further mass expulsions of Palestinians including from East and West Jerusalem, and the invaders' razing of entire ancient neighbourhoods in the city.

Donald Trump's declaration could easily be read as one more outrage in his growing collection of chaotic and destructive policies, this one perhaps designed to distract from his more prosaic, personal problems with the law. It is viewed as the act of a volatile superpower haplessly endorsing illegal military conquest and consolidating the "acquisition of territory by force" (a practice prohibited and rejected by the UN and the basic tenets of international law). And it is seen alongside a long list of domestic and international blunders.

However, this analysis obscures what happens each day in occupied Palestine, and hides what will surely happen next – unless governments, parliaments, institutions, unions and, most of all, citizens take measures to actively resist it.

Leaders across the world appear incapable of naming what is taking place in Palestine, so their received wisdom on the cause and nature of the conflict, along with the "consensus solutions" they offer, prove futile. This century of events instead should be understood as a continuum, forming part of an active process that hasn't yet stopped or achieved its ends. Palestinians understand it: we feel it in a thousand ways every day. How does this structure appear to those who endure it day in, day out?

Patrick Wolfe, the late scholar, traced the history of settler colonial projects across continents, showing us that events in Palestine over the last 100 years are an intensification of (rather than a departure from) settler colonialism. He also established its two-sided nature, defining the phenomenon – from the Incas and Mayans to the native peoples of Africa, America, and the Middle East – as holding negative and positive dimensions. Negatively, settler colonialism strives for the dissolution of native societies; positively, it erects a new colonial society on the expropriated land: "Colonisers come to stay: invasion is a structure not an event."

After the British marched into Jerusalem in 1917 and declared martial law, they turned Palestine into an Occupied Enemy Territory Administration (OETA). Declaring martial law over the city, Allenby promised: "Every sacred building, monument, holy spot, shrine, traditional site, endowment, pious bequest, or customary place of prayer of whatsoever form of the three religions will be maintained and protected." But what did he say of its people? Allenby divided the country into four districts: Jerusalem, Jaffa, Majdal and Beersheba, each under a military governor, and the accelerated process of settler colonialism began.

At the time of the military takeover, Palestine was 90% Christian and Muslim, with 7-10% Palestinian Arab Jews and recent European settlers. By the time the British army left Palestine on 14 May 1948, the expulsion and ethnic cleansing of the Palestinian people was already under way. During their 30 years' rule, the British army and police engineered a radical change to the population through the mass introduction of European settlers, against the express wishes of the indigenous population. They also suppressed Palestine's Great Revolt of 1936-39, destroying any possibility of resistance to what lay ahead.

Once any individual episode is understood as part of a continuing structure of settler colonialism, the hitherto invisible daily evictions of Palestinians from their homes assume their devastating significance.

Invisible too has been the force driving the expansion of illegal settlements on Palestinian land. Without a framing of settler colonialism, the notion of the founder of Zionism, Theodor Herzl, of "spiriting away" the native Arabs "gradually and circumspectly", makes little sense. In Jerusalem this is how gradual ethnic cleansing is being practised today.

The new US policy on Jerusalem is not about occupation and annexation; the supremacy of one religion over another so "balance" must be restored; the two-state solution or the failures of the Oslo agreement; or the location of an embassy, or division of Jerusalem.

Nor is it even about the soap opera-level conspiracy the Palestinian people have been abandoned to: where the son-in-law of the US president, who has actively funded the rightwing settlement movement in Israel, has been granted absolute power to fabricate a "peace process" with a crown prince who has just locked up his relatives.

In this dystopic vision, the village of Abu Dis outside Jerusalem is proposed as the capital of a future fragmented Palestinian "state" – one never created, given that (along with all US-led peace processes), its eventual appearance is entirely dependent on Israel's permission. This is named, in "peace process" language, as any solution to be agreed "by the parties themselves", via "a negotiated settlement by the two sides".

With colonialism always comes anti-colonial resistance. Against the active project to disappear the indigenous people, take their land, dispossess and disperse them so they cannot reunite to resist, the goals of the Palestinian people are those of all colonised peoples throughout history. Very simply, they are to unify for the struggle to liberate their land and return to it, and to restore their inalienable human rights taken by force – principles enshrined in centuries of international treaties, charters, and resolutions, and in natural justice.

The US has been blocking Palestinian attempts to achieve this national unity for years, vetoing Palestinian parties in taking their legitimate role in sharing representation. Palestinians' democratic right to determine their path ahead would allow our young generation – scattered far and wide, from refugee camps to the prisons inside Palestine – to take up their place in the national struggle for freedom. The US assists the coloniser and ties our hands.

Former European colonial powers, including Britain, now claim they are aware of their colonial legacy, and condemn centuries of enslavement and the savage exploitation of Africa and Asia. So European leaders should first name the relentless process they installed in our country, and stand with us so that we can unite to defeat it.

• Karma Nabulsi is fellow in politics at St Edmund Hall, and teaches at Oxford University

Food Donated By British Muslims Will Go To Feed Homeless

Spending The Festive Season At 'crisis At Christmas' Centres In London

Muslim Aid appeals to Londoners of all faiths and none for foodstuffs for a Food Drive Friday (15 December), a flagship interfaith event to launch the charity's Winter Campaign

East Londoners carrying items of food for those who go without over the Christmas and winter period will give their donations to Muslim Aid outside the East London Mosque this Friday, 15 December, between 12 and 2pm. Muslim Aid has teamed up with the East London Mosque and Crisis for the collection which the charities hope will beat last year's record of 10 tonnes.

Nozmul Hussain, Chief Executive Officer of East London Mosque, Laura Janner-Klausner, Senior Rabbi of British Reform Judaism, Leon Silver, President of East London Central Synagogue, Siddika Talukdar, Secretary of the London Central Mosque Trust Ltd & Islamic Cultural Centre (Regents Park Mosque) and The Revd Bernadette Hegarty of St Pauls, Bow Common Church will join Muslim Aid staff and volunteers to accept donations for the Food Drive.

The Food Drive is a major component of Muslim Aid's Winter Campaign, which has been happening annually since 2011 and this year is entitled Share the Love.

"We are absolutely delighted to be working with Crisis, and to know that all of the food our supporters donate from this collection will go to Crisis at Christmas," says Muslim Aid Chief Executive Officer Jehangir Malik OBE. "As British Muslims, we enjoy the Christmas spirit of sharing love and giving, which resonates with our Islamic values of compassion and charity."

He continues: "We are shocked about the record high figures from Crisis that 4,134 people slept rough in England alone on any given night in 2016 and, while as a global relief and development agency we are committed to raising millions of pounds for overseas aid, we at Muslim Aid also have a responsibility to help desperate people here at home. The Prophet Muhammad said: "He who sleeps on a full stomach whilst his neighbour goes hungry is not one of us."

Crisis UK quote:

A call for donations such as rice, pasta, cereal and tinned goods was announced to the 7,000 people attending Friday prayers at the East London Mosque last week. Pupils from the local secondary school, the London East Academy, and the Islamic cultural weekend school, the Rashidun Supplementary School, will attend to donate and help collect donations. Local businesses such as Taj Stores in Brick Lane and the Pride of Asia caterer will also make donations. The food will be transported over the weekend to a Crisis at Christmas warehouse.

Muslim Aid's winter campaign Share the Love will also include:

• Similar food drives at mosques in Balham (12 December) and Tooting (13 December). (A collection has already taken place last weekend at Croydon mosque where the response was phenomenal and the congregation doubled what they gave last year. Although not yet officially verified, organisers estimate the collection was between four and five tonnes).

• Distributions of rucksacks containing a sleeping bag, gloves, scarf, and cutlery to the homeless and elderly in Bethnal Green, Deptford and Ilford.

• Soup kitchens in North West London (5 January 2018), Walthamstow, London (21 January 2018), and Exeter, and one run by students at the London School of Economics.

• Provision of draught excluders and radiator reflectors for The Heat Project in Waltham Forest, helping the elderly and alone to keep warm.

News

Donald Trump: A president swallowed by history

by Stanley L Cohen

US President Donald Trump is a great impersonator. Not a day goes by without his desperate effort to masquerade as human. Surrounded by faux gold and fawning fools from his earliest days, Trump has stumbled from scam to scam, bank to bank, grope to grope, as he reached the absolute pinnacle of moral failure. His is a world of cheap thrills, empty rhetoric and intimidating context.

Few of knowledge would stop to challenge Trump's unprecedented scorecard of international failure. Indeed, ad hoc chaos has become very much the executive order of his day.

Whether it's a Muslim ban that targets states from which not a single national has engaged in an act of terrorism that has cost the life of a US citizen, to his retweets of videos posted by a British far-right activist, to a pointless border wall styled on hateful votes and little else, to a proposal to seize Iraqi oil as "spoils of war", his is a hustler's hustle. It's the penultimate Ponzi scheme, a boiler-room operation based in 1600 Pennsylvania Avenue.

The life of Donald Trump is a full-time campaign to disguise incompetence to the roar of the inept. While the spectre of nuclear holocaust on the Korean Peninsula, military threats to Iran, and attacks on the domestic political aspirations and independence of Venezuela and Cuba may empower those who draw vigour from the echo of empty words, they do little but confound a world built on fragile relations and nuanced exchange. To be sure, they present a clear and real danger to us all.

Those foolish enough to believe the arrival of the Romanovs of Fifth Avenue would herald a tempering of US imperial ambitions were soon disappointed.

Thus, in Yemen, having been empowered to act on its own, the Pentagon unleashed drone slaughters of mostly civilians at an unprecedented pace. From offshore, the US fired dozens of Tomahawk missiles into Syria as an offset to a suspected chemical weapons attack. In Afghanistan, we saw the detonation of the world's largest non-nuclear bomb as very much a herald to more US troops and to permanent US warfare.

With reckless abandon, Trump has fled from international agreements designed to give hope to the prospect of life for us all long after the debacle of his imperial design comes to its well-deserved end.

The Paris Climate Agreement became the first victim, with the US departing as the only country in the world indifferent to a global call for adoption of clean energy and the phase-out of fossil fuels. With damning nationalist praise, Trump announced to the world he "was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris".

Not long after his coronation, he withdrew from the Trans-Pacific Partnership trade deal, distancing the US from what were its Asian economic allies. Later, citing its alleged anti-Israel bias, he withdrew from UNESCO, which the US helped found in the shadow of World War II. Can it be long before the US abandons a nuclear arms-control agreement that has long been, verifiably, working?

Unsurprisingly, Trump's global "no confidence" rate soared to 74 percent.

Cast in the light of a presidency certain to soon enter its second year of crude dysfunction, why is anyone, at all, surprised by Trump's empty, lawless announcement that the US will hereinafter recognise Jerusalem as the capital of Israel?

Like the wall for which Mexico will pay, at day's end, Trump's apostolic blessing was little more than a "sham show in waiting", to offer up to a powerful Zionist lobby and ignorant evangelical political base when needed.

Indeed, having shown no understanding of the history or complexity of today's world, let alone core values of international law, Trump's gratuitous toss of "legitimacy" to the illegitimate journey of Israel was as predictable as it was desperate.

Jerusalem is not Israeli, by law

Any discussion of Trump's mindless recent croon about a world-defining moment of 70-plus years, reduced to presidential fiat, alone, must necessarily begin from the reality of international law. To bestow upon an occupation force lawful annexation of land not theirs for the taking is, ultimately, to do little more than insist that the world is flat.

In 1948, when the United Nations recognised Israel as a state, it called for a demilitarised Jerusalem as a separate entity under the protection of its exclusive aegis.

Not long thereafter, pursuant to Resolution 194 (III), the General Assembly declared Jerusalem to be an open city subject to the well-recognised legal principle of internationalisation.

Predictably, not long thereafter, Israel declared Jerusalem to be its capital as it established various government agencies in the western part of the city.

Meanwhile, Jordan continued to exercise formal control of Jerusalem's eastern section, including, most importantly, the Old City, leaving open its ultimate status to a final settlement of the unresolved "question" of Palestinian statehood.

All was to radically change as Israel seized and occupied the entire West Bank of Palestine, including East Jerusalem, during the war of 1967, thus rendering it subject to the various protections of the Geneva Convention.

In relevant part, the convention holds it unlawful for an occupying power to transfer its own population into the territory it occupies. In addition, it prohibits the establishment of settlements and the confiscation and annexation of occupied land.

Time and time again, the United Nations, as a toothless organisation, has ordered Israel to cease its expansion of illegal settlements and annexation of occupied Palestinian land.

Time and time again, Israel, as a rogue state, has scoffed at the notion that it owes any obligation whatsoever to well-settled international law.

Indeed, between 1967 and 1989, the UN Security Council adopted 131 resolutions directly addressing the Palestinian-Israeli conflict. Israel held itself out as beyond the reach of these resolutions.

In 1980, and again in 1990, pursuant to Resolutions 478 and 672, the UN demanded that Israel abide by the Geneva Convention and end the construction of illegal settlements. In doing so, it emphasised the "independence" of the City of Jerusalem and the protection of its "unique spiritual and religious dimension". Israel ignored this demand.

In February 1999, the Security Council again rebuked Israel's effort as an occupying power "... to alter the character, legal status and demographic composition of Jerusalem". Israel ignored this demand.

In point of fact, as of 2015, Israel had been condemned in, and had ignored, some 45 resolutions by the United Nations Human Rights Council.

Anyone with even a modicum of historical context, let alone intellectual capacity or interest, would understand that a now seven-decade-old, deadly standoff between Palestine and Israel will not go away by wishful thinking or inane talismanic chant.

Yet that is precisely what Donald Trump did when, with typical denial, he preached on a faux resolution, took credit, and then, with alarming ease, said, "Problem solved ... next".

Ultimately, in a strange sort of way, and in more ways than one, Trump's unearned arrogance and dramatic disconnect from the crossroads of history and reality may have produced results clearly unintended, yet, necessary.

Oslo is dead

For decades, the Palestinian Authority (PA) has toiled under the well-financed illusion that the Israelis who sat across the negotiation table, and their enablers in Washington, brought more than just the appearance of goodwill to the effort.

Time after time, outrage after outrage, the PA has always returned with hat in hand to the folly of talks which accomplished little, but provided an irrelevant political vent as more and more land was annexed, and lives stolen, to the hum of bombs or the slam of prison doors.

Palestinian technocrats who started out in their prime with Oslo have now aged beyond hope, along with any illusion of relevance. So, too, the march of time leaves no doubt that Oslo has represented nothing but a palpable pretext for Israel to carry out systematic ethnic cleansing of Palestinians, be it by force of arms or by law.

In the years since Yasser Arafat posed with Yitzhak Rabin and renounced armed struggle, three US presidents have

come and gone. Each has sold a perverse balance that the US could, somehow, play objective arbiter in the midst of a one-sided slaughter supported, all the while, by US politics and money.

However, do give Donald Trump credit where credit is due. With one, short, slurred speech, he peeled away, forever more, the veneer of any US integrity or independence when it comes to facilitating a just and equitable resolution, respecting the rights and aspirations of Palestinians.

Oslo is a failed, futile fantasy that has filled the coffers of the few while the many have suffered from an economic strangle-hold dressed up in institutional benevolence that, in reality, has been used primarily by the PA to buy and control political winds and opposition.

Any reasonable read must lead to the conclusion that the long terminally-ill Oslo has died, along with its whimsical two-state solution, when Trump, essentially, told the PA to shut its doors and walk away.

Hopefully, 82-year-old Mahmoud Abbas got the message loud and clear.

The one state solution

It is well past reality's reach that a two-state solution can, at this late date, provide a viable vehicle for meaningful Palestinian sovereignty or for overall peace.

The notion that a series of disconnected Bantustans - stripped of a traditional land base, natural resources, and the unique centre of religious and faith-based history - can suddenly become a feasible independent state for millions of stateless Palestinians is fool's gold.

Ultimately, no matter what its form or shape, the essence of statehood is the ability to develop and maintain political and economic institutions and security and to control borders, including air rights and, where applicable, seaports.

To suggest that Israel would cede any degree of meaningful self-determination, in these all-defining cornerstones of sovereignty, to a Palestinian state is simply laughable, in light of its decades-long practices.

Indeed, at this late date, there is but one solution acceptable to the millions of Palestinian living as refugees abroad or suffering under apartheid, occupation and ethnic cleansing fueled by supremacist hate: one state for all from the river to the sea.

It matters not whether this state becomes a system of independent, but connected, cantons - as in Switzerland. What is important is that the single state embraces no official state religion, ensures equal protection and rights for all, guarantees "one person, one vote", and opens all jobs, roads and communities. What is also important is that it is based not on race, religion or politics but on the willingness to struggle for a collective good that will at long last serve the united interest of one people.

While some will surely scoff at this notion and, perhaps, find little hope for its success, unification provides the sole means by which Palestinians and Jews, Muslims and Christians can begin to heal the wounds that have long divided people that, left to their own unimpeded devices, would find much more that unites them than divides.

Lest there be any claim of naivete, the road to a one-state resolution is, of course, littered with more than mere encumbrances of communities, schools and highways long segregated by barricades and barbed wire.

Seventy years of forced displacement, death and destruction have left, for many, the scars born of tears and hate. Only time and unification can begin to heal those wounds and end the nightmare. All else is just sheer destructive folly.

For Israelis, who see delay as their ally, it's a false hope born of little more than convenient denial. "Out of sight, out of mind" does not solve a crisis but simply puts off its reckoning to another day - one which grows more difficult and demanding with the passage of time.

All occupations, large and small, ultimately awaken one day to find themselves captive to a "graveyard of empires". Here, it will be no different.

The eternal capital of Palestine

Today, in Palestine and in Israel, there are more than 5 million Palestinians with the median age of 19 years. They will not go away or surrender to the silence of the night.

For years, the young women and men of Palestine have been in the vanguard of an unbroken national effort to reclaim their freedom and rebuild their state.

For them, the price has been dear. According to the Palestinian Ministry of Information, since 2000, alone, Israel has killed more than 3,000 Palestinian minors. During the same period, Israeli forces have injured another 13,000 youth and arrested more than 12,000 others. Today, Israel holds about 300 children in its prisons.

Despite an awful price exacted for their courage and resistance, for the young women and men of Palestine, the future holds no truth but one, built on a determined struggle to confront and end a criminal occupation and apartheid by any means necessary, including armed struggle.

For Palestinians, history is, indeed, a guidepost of what is yet to come. For Palestinians, history is an unbroken saga, handed down from the elderly in refugee camps throughout the Middle East to their very young who find comfort in the cultural breath of dabke.

Mr Trump: Were you an informed observer of history, you would know well that this is not the first time the US has tried to designate a city as the capital of a state against the political and historical will of its people.

In Vietnam, such an attempt did not end well, as Saigon eventually gave way to the legitimate, national aspirations and rights of millions who refused to be held captive by the imperial design of a foreign occupation force.

Yes, Mr President, history does, and will indeed, repeat itself.

Capitals are much more than cold, sculpted monuments to those that have come before, or warehouses of political ideals and rights beyond the reach of all but the chosen few. Nor can they inspire from behind barricaded buildings in which petty despots dole out rights and benefits based upon one's mere name or faith.

Capitals are homes to collective freedom and will, with open doors that know no artificial boundaries or lawful segregation. To be honest, to empower, they must represent the collective will and aspirations of all those who look to them for justice and opportunity.

For millions of Palestinians, that capital is Jerusalem. It weaves with the rock of the ages and hums to the tune of history. To walk down the ancient pathways of the Old City, to hear the call to prayer, to look out in all directions from Al-Aqsa plaza across the open and free expanse beyond its age-old walls is a journey that is Jerusalem.

বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা

পরিবারগুলোর জন্য অশনি সংকেত বলে মনে করছেন কমিউনিটির সচেতন লোকজন। ঢাকার সাংবাদিক দীন ইসলাম এখন প্যারিসে রয়েছেন। সেখানে তিনি গতকাল বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। দীন ইসলামের ভাষ্য মতে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর উপলক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতারা প্যারিসে রয়েছেন। নিউ ইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলায় ইউরোপে বাংলাদেশিদের অবাধ বিচরণে কড়াকড়ি আরোপের আশঙ্কায় রয়েছেন তারা। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে দীর্ঘদিন ধরে একটি তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালাচ্ছেন এবং কমিউনিটিতে প্রভাবশালী ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিফ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, স্বাভাবিকভাবে পুরো কমিউনিটির মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। যেসব জায়গায় বাংলাদেশিদের বেশি আনাগোনা, বিস্ফোরণের পর সেটি একেবারেই কমে গেছে। এমনকি যাদের বৈধ কাগজপত্র আছে এবং নাগরিকত্বের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তারাও ভয় পাচ্ছেন। যারা অবৈধ আনডকুমেন্টেড কিন্তু কাগজপত্রের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, তারা সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। সবার আশঙ্কা তাদের বৈধতার কাগজপত্র তৈরির পথে এ ঘটনার প্রভাব পড়তে পারে। মি. হানিফ জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের অভিবাসন বিরোধী নীতির মধ্যে এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি করে। বাংলাদেশি কমিউনিটির সকলেই একবাক্যে বলছেন, হামলাকারী 'বাংলাদেশি অভিবাসী' হলেও সে কিছুতেই বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে না। তার শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। মি. হানিফ বলেছেন, ২০১৩ সালে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভে হামলা চালিয়েছিল ২১ বছর বয়সী এক অভিবাসী বাংলাদেশি। তখনো সেখানকার বাংলাদেশিদের উদ্বেগে দিন পার করতে হয়েছে। নিউ ইয়র্ক থেকে সাংবাদিক লাভলু আনসারী জানান, আকায়েদ উল্লাহ ব্রুকলিনের ফ্ল্যাটল্যান্ডস এলাকায় থাকতো। তার বাড়িটি এখন ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। আকায়েদ উল্লাহ একটি বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকানে কাজ করতো এবং সেখানেই বোমাটি তৈরি করা হয় বলে জানা গেছে। মি. হানিফ মনে করেন, নিউ ইয়র্কে এখন অভিবাসী বাংলাদেশিদের বেশির ভাগই দ্বিতীয় প্রজন্মের যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। ফলে অভিভাবকদের সন্তানদের বেশি করে সময় দেয়া প্রয়োজন, যাতে তারা কি করছে, সে সম্পর্কে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকেন। সন্তানেরা কি করছে, কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করছে, ড্রাগ নিচ্ছে কিনা, সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিনা- এগুলো খেয়াল রাখতে হবে মা-বাবাদের। তিনি বলছেন, সন্ত্রাসী হামলার মতো ঘটনায় সমপৃক্ত হয়ে পড়ার আগে দেখা যায় পাঁচ ছয় মাস ঐসব ছেলেদের কোনো খবর থাকে না। ঐ সময় হয়তো তাদের 'মগজ ধোলাই' হয়। ফলে এসব ব্যাপারে সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের।

অভিবাসন আইন সংস্কারে ট্রাম্পের গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশি আকায়েদ উল্লাহ নিউ ইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন আইন সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডনালড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, বিদ্যমান অভিবাসন নীতিতে অনেক গলদ আছে। তা কাটিয়ে উঠতে হবে। এ সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা কর্মসূচির কড়া সমালোচনা করেন। এই ভিসা কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সুযোগ পায় আকায়েদ উল্লাহ। আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন তার পরিবারের সদস্যরা।

ফলে ফ্যামিলি ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যায় আকায়েদ উল্লাহ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, এমন ফ্যামিলি ভিসা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উল্লেখ্য, এমনিতেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাচনের আগে থেকেই অভিবাসন বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। তখনই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে কয়েক লাখ অবৈধ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেবেন তিনি। এ ছাড়া মুসলিমবিরোধী একটি অবস্থানও ছিল তার। তিনি নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রায় এক বছর। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। এসব হামলা তাকে অভিবাসনবিরোধী নীতি কঠোরে যে সহযোগিতা করবে তা একবাক্যে স্বীকার করেন রাজনৈতিক বোদ্ধারা। এমনই এক সময়ে সেখানে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের যুবক আকায়েদ। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে।

কে সেই আকায়েদ

কয়েক মাস আগে ঝিগাতলার মনেশ্বর রোডে অবস্থিত শ্বশুরের ভাড়া বাসায় থেকেছেন আকায়েদ উল্লাহ। ওই বাড়ির নিচতলায় ভাড়া থাকেন তার শ্বশুরের পরিবার। তাদের সঙ্গে থাকতেন তার স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস জুঁই (২৪) ও শিশুসন্তান। মঙ্গলবার বিকালে ওই বাড়ি থেকে আকায়েদের স্ত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়িকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)। বিকালে কথা হয় বাড়ির মালিক, তত্ত্বাবধায়ক ও আশপাশের লোকজনের সঙ্গে। বাড়ির মালিক রহিমা ইসলামের মেয়ে রুনা ইসলাম (৩৪) জানান, দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আকায়েদের শ্বশুরের পরিবার এখানে ভাড়া থাকেন। ১৯৯৮ সালের আগে বাড়িটি ছিল টিনশেড। তখন থেকেই এখানে ভাড়া থাকেন তারা। বর্তমানে ছয়তলা বাড়ির নিচতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। সর্বশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বরেও দেশে এসেছিল আকায়েদ। সে এখানে প্রায় এক মাস ছিল। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক মোফাজ্জল হোসেন (১৯) জানান, তিনি চার মাস যাবত এই বাড়িতে চাকরি করছেন। আকায়েদকে দেখেছেন তিনি। পাঁচ ওয়াক্ত স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়তে যেতো। নামাজ ও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হতো না আকায়েদ। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ককে প্রায়ই নামাজ পড়ার জন্য বলতো। একইভাবে বাড়ির মালিকের মেয়ে রুনা ইসলাম জানান, আকায়েদের সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন।

যেভাবে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে:

স্থানীয় সময় তখন সকাল ৭টা। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন। সেখানকার পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল ও টাইমস স্কয়ার পাতাল স্টেশনের সংযোগ পথ। ভূগর্ভস্থ ওই পথে তখন বিপুলসংখ্যক মানুষের ভিড় কর্মস্থলে যোগ দেয়ার জন্য। ঠিক এমন সময় সেখানে বোমার বিস্ফোরণ। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে মৃত্যু আতঙ্ক। হুড়োহুড়ি করে মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। এতে সৃষ্টি হয় এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। আতঙ্কে জীবন বাঁচাতে পড়িমরি করে ছুটতে থাকে মানুষ। ডিয়েগো ফার্দিনান্দেজ ছিলেন সেখানে। তিনি বলেন, এ সময় সবার মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। মানুষ বেহুঁশের মতো ছুটতে থাকে। চিৎকার করতে থাকে। অনেকেই পায়ের নিচে চাপা পড়েন। পরে পুলিশ উপস্থিত হয়। তারা ম্যানহাটানের বাস টার্মিনাল সাময়িক বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দেয়া হয় যান চলাচল। এতে পাতালপথে চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। মেট্রোপলিটন পরিবহনবিষয়ক কর্তৃপক্ষ বলেছে, টাইমস স্কয়ার স্টেশন ব্যবহার করেন কমপক্ষে দুই লাখ মানুষ। এই স্টেশনে দশটি ট্রেন লাইন এসে মিশেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় বাস স্টেশন হলো পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল। এই বাস টার্মিনালটি সাবওয়ে বা পাতাল স্টেশনের কাছাকাছি। দুটি স্টেশনের মধ্যে একটি সরু ও দীর্ঘ পাতালপথ আছে। ব্যস্ত সময়ে হাজার হাজার মানুষ চলাচল করেন এখান দিয়ে। সোমবার ব্যস্ত সময়ে এখানেই বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় আকায়েদ।

কারো সঙ্গে কথা বলতো না আকায়েদ পরিবার:

নিউ ইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলাকারী বাংলাদেশি আকায়েদ উল্লাহর (২৭) বসতি ব্রুকলিনে। তার বাসার কাছেই বাসা অ্যালান বুট্রিকো'র। তিনি আকায়েদ পরিবারকে জানতেন। অনলাইন সিএনএন'কে তিনি বলেছেন, তার বাসার পাশের একটি বাসার নিচতলায় পরিবার নিয়ে থাকতো আকায়েদ। একই ভবনে উপরের তলায় থাকতো তার বোন ও ভাই। আকায়েদ সম্পর্কে অ্যালান বলেন, সে মোটেও বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। তাদের পরিবারটি খুব চুপচাপ থাকতো। তেমন মিশতো না কারো সঙ্গে। এমনকি কারো সঙ্গে তারা কোনো কথা বলতো না। তারা শুধু ওই বাড়িতে থাকতোই। অ্যালানের বাসায় ভাড়া থাকেন যেসব পরিবার তারা তার কাছে অভিযোগ করেছেন। ভাড়াটেরা তাকে বলেছেন, তারা আকায়েদের বাসা থেকে তীব্র আর্তনাদ ও চিৎকারের শব্দ শুনতে পেয়েছেন ঘটনার আগের দু'রাতে। তবে এজন্য কেউই পুলিশ ডাকেননি।

ফুটেজে আকায়েদ দেখা যায় সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে: বাংলাদেশি হামলাকারী আকায়েদ উল্লাহকে নিরাপত্তা ক্যামেরায় দেখা গেছে হামলার আগে। প্রথমে তাকে দেখা যায় পাতাল স্টেশনের সিঁড়িতে। ১৮তম এভিনিউ এফ ট্রেনের প্ল্যাটফরমে তাকে দেখা যায় স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে। এরপর তাকে দেখা যায় ব্রুকলিনের জে স্ট্রিট/মেট্রো টেক স্টপেজে একটি 'এ' ট্রেনে চেপে বসতে। পরে ম্যানহাটানের পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনালে এসে ট্রেন থেকে নামে। পরে পোর্ট অথরিটি স্টেশনে হামলার ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশে জরুরি সেবা '৯৯৯' উদ্বোধন

তার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সেবা প্রত্যাশীদের মধ্যে ৬৪.৮০ শতাংশ পুলিশি সেবা, ৩১.১০ শতাংশ ফায়ার সার্ভিস এবং ৪.১০ শতাংশ অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করেছিলেন।

গত ৮ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সভাশেষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক সাংবাদিকদের বলেছিলেন, গত প্রায় এক বছরে ৯৯৯ এ প্রায় ৩৩ লাখ কল এসেছে। তখন সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কল করা যেত। তবে এখন থেকে ২৪ ঘণ্টাই কল গ্রহণ করা হবে। ছয় মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নিয়ে ও নতুন নতুন যেসব সংযোজন-বিয়োজন দরকার ছিল, তা করে এই সেবাটি পুরোদমে চালু করার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পুলিশ জানিয়েছে, ৯৯৯ সেবার প্রশিক্ষিত প্রতিনিধিরা জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজন অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ বা অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। এ জন্য গত এক বছরে অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ডিএমপি'র ক্রাইম কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে এ সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধনের পর সজীব ওয়াজেদ জয় জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্রের কল সেন্টার পরিদর্শন করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, পুলিশ মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কর ফাঁকির দায়ে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট মালিকের কারাদণ্ড

কারি সরবরাহের অর্ডার করেন। এ সময় তিনি মনির মিয়া তাদের খাবারের দামের সঙ্গে ভ্যাট করেন। তিনি দাবি করেন, ৯০ হাজার পাউন্ডের ট্যাক্স (মূল্য সংযোজন কর) এড়াতে তার রেস্টুরেন্টকে খুব বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। আন্ডারকভার কর্মকর্তাদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ার পর নিজের অপরাধ স্বীকার করেন মনির মিয়া। জানান, রেস্টুরেন্টের আয় সম্পর্কে তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন।

বিষয় নিয়ে কথা বলেন রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস দফতরের ফ্রড ইনভেস্টিগেশন সার্ভিসের সহকারী পরিচালক পল মেবুরি। তিনি বলেন, মিয়া এবং তার পরিবার ওই রেস্টুরেন্ট থেকে অবৈধ ও করবর্হিভূত আয়ের অর্থ ভোগ করেছে। তিনি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়নের স্থানকে বঞ্চিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নিজের সৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে অন্যায্য সুবিধা ভোগ করেছেন। পরে মিডল্যান্ডসের স্টাফোর্ডশায়ারের বিচারক ওয়ালস তাকে দুই বছরের কারাদ– দেন। রায়ে বলা হয়, মনির মিয়া আর্থিক সুবিধা পেতে অসততার আশ্রয় নিয়েছেন; যা রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর।

তুষারপাতে যুক্তরাজ্যবাসী কাবু

এক চতুর্থাংশ বিমানের ফ্লাইট বাতিল করা হয়। কমপক্ষে ২৩০০ স্কুল বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে ওয়েলসে ৫০০, বার্মিংহামে ৪০০ ও স্টাফোর্ডশায়ারে ৩০০ স্কুল রয়েছে। চিলটারর্ন রেলওয়ে, ক্রোস কান্ট্রি, গ্রেট ওয়েস্টার্ন, আরিভা ট্রেনস ওয়েলস, ইস্ট মিডল্যানডস ট্রেনস, তেমসলিঙ্ক ও ভার্জিন টেন মঙ্গলবারও চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় যাত্রীদের ঘর থেকে বের হওয়ার আগে রেল অপারেটরদের সঙ্গে কথা বলে বা পূর্বাভাস দেখে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ন্যাশনাল রেল। সোমবার সকালে যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে চলাচল শুরু করেছে ইউরোস্টার। এ ট্রেনটি ব্রাসেল, প্যারিস ও লন্ডনের মধ্যে চলাচল করে।

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে কমপক্ষে সাড়ে চার হাজার পরিবার। মিড ওয়েলস ও অন্যান্য স্থানে সোমবার ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত বরফে ঢেকে ছিল। অন্যদিকে পাশের দেশ মস্কোতে তাপমাত্রার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডারবানসহ বৃটেনের বেশির ভাগ এলাকায় হিম ঠান্ডার ডুবে রয়েছে। পারদ স্তম্ভের অস্বাভাবিক পতন হয়েছে। এমন অবস্থায় সোমবারকে বৃটেনে 'ব্লাক মানডে' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিনের মতো মঙ্গলবারও স্টাফোর্ডশায়ারে প্রায় ৮০টি স্কুল বন্ধ রয়েছে। গ্লুসেস্টারশয়ারে সোমবার বন্ধ ছিল ২০০ স্কুল।

মঙ্গলবার সেখানে বন্ধ ছিলো ৮০টি স্কুল। তবে পাশের হেয়ারফোর্ডশায়ারে বন্ধ ছিলো ৯০ টিরও বেশি স্কুল। জরুরি প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো সংস্থা গ্রিন ফ্লাগে মুহুমুহু বেজে উঠছে ফোন। সোমবার দিনের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রতি মিনিটে সেখানে কমপক্ষে তিনটি ফোনকল গিয়েছে। এটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। ওয়েলস, উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের কিছু অংশ, মিডল্যান্ড, দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডে তুষারপাতের হলুদ সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া বিষয়ক অফিস। এ অবস্থার মধ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জোর করে কাজে না পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

চলচ্চিত্রের দুয়ার খুলে দিচ্ছে সৌদি

জন্য অনুমোদন দেওয়া শুরু হবে এবং আগামী বছর নাগাদ দর্শকেরা হলে বসে সিনেমা উপভোগ করতে পারবে।

পরে এক বিবৃতিতে তথ্যমন্ত্রী আওয়াজ আলওয়াদ বলেন, শিল্পটির নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে জেনারেল কমিশন ফর অডিও ভিজ্যুয়াল মিডিয়া সৌদি আরবে সিনেমার অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ২০১৮ সালের মার্চের মধ্যেই প্রথম সিনেমা মুক্তি পাবে, এমনটিই প্রত্যাশা তাঁর। তথ্যমন্ত্রী বলেন, এটি সৌদি আরবের সাংস্কৃতিক অর্থনীতির জন্য যুগসন্ধিক্ষণ। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈচিত্রের ক্ষেত্রে অন্যতম অনুঘটকের কাজ করে সিনেমা হল চালুর পদক্ষেপ।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে সৌদি আরবে একটি পরিবারের মোট ব্যয়ের ২ দশমিক ৯ শতাংশ যায় সংস্কৃতি ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে। ২০৩০ নাগাদ তা ৬ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর পাশাপাশি ওই সময় নাগাদ দেশে ৩০০টি সিনেমা হল করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল দেশ সৌদি আরবে এত দিন সিনেমা হল নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু 'কট্টরপন্থা' থেকে 'মধ্যপন্থা'র ইসলাম ধর্মে আস্থা রাখার অঙ্গীকার করেছেন দেশটির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। মধ্যপন্থী ইসলামের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তিনি আধুনিক সৌদি আরব গড়ার পরিকল্পনা করেছেন বলে জানিয়েছেন।

গত জুনে যুবরাজ হওয়া পর থেকে দ্রুত বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। কিছুদিন আগেই নারীরা গাড়ি চালানোর অধিকার পেয়েছেন। এখন থেকে সৌদি আরবে নারীরাও ফতোয়া জারি করতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে দেশটির শুরা কাউন্সিল।

নভেম্বরে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে দেশটির রাজনীতি ও ব্যবসাক্ষেত্রের বহু রাঘববোয়াল গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ১১ প্রিন্স, বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রী, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। অভিযোগ রয়েছে, নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে বিরোধীদের দমন করছেন বিন সালমান।

বাংলাদেশ ভ্রমণে বৃটেন-অস্ট্রেলিয়ার সতর্কতা

বুধবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের ভ্রমণ সতর্কতায় বলা হয়েছে, সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশে আক্রমণ চালাতে পারে- এমন সম্ভাবনা খুবই জোরালো। এই ঝুঁকি দেশব্যাপী বিস্তৃত। সর্বশেষ গত মার্চে নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালায়। জনসমাগম স্থল এই ধরনের আক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। গত আগস্টে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচিকে লক্ষ্যে পরিণত করে পরিকল্পিত একটি আক্রমণ নিরাপত্তা বাহিনী নস্যাৎ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে বিদেশি নাগরিকরা সরাসরি আক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র দফতরের ভ্রমণ সতর্কতায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে চরমপন্থীরা পশ্চিমা স্বার্থকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে- এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোকে সন্ত্রাসী আক্রমণের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে। বাংলাদেশে অবস্থানরত অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের সতর্কতার সাথে থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে পারিপার্শিক পরিবেশ সম্পর্কে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। বাংলাদেশ ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়টি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর গত আগস্টে নিজ দেশের নাগরিকদের জন্য যে সতর্কবার্তা দিয়েছিল তা এখনো অব্যাহত রেখেছে। এতে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলো থেকে অব্যাহত ঝুঁকি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে।

৮ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর

ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব লন্ডনের বারাকা রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান রফিক মিয়ার সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মিছবাহ জামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ও বিবিসিসি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মহিব চৌধুরী, আবদাল মিয়া, আব্দুল বাছিত খান, ইসলাম উদ্দিন, এ মতলিব, ইছবাহ উদ্দিন, শেখ ফারুক আহমদ, এম এ কাইয়ুম, আখলাছুর রহমান আলী, বিশিষ্ট সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরী, সুরমা সম্পাদক কবি আহমেদ ময়েজ, জনমত নিউজ এডিটর মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাপ্তাহিক পত্রিকার সাব এডিটর মতিউর রহমান চৌধুরী, মাসিক দর্পণ সম্পাদক রহমত আলী, ফ্রিল্যান্স টিভি সাংবাদিক এখলাসুর রহমান পাক্কু, তারিকুল ইসলাম প্রমূখ।

সভায় আব্দুল মনাফ, আবু মিয়া সেলিম, ফারুক মিয়া ও মিয়া আব্দুল বারী ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকের কাছে ৮ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। সভায় বিগত ১২ বছর ধরে সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের কার্যক্রমকে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাঙালি ও ডোনারদের মাঝে তুলে ধরতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে প্রসংশনীয় ভূমিকা রাখছে এ জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব লন্ডনে ছুরিকাঘাতে গৃহবধুর মৃত্যু

ঘরে ফিরে স্ত্রীকে গলায় ছুরিকাহত অবস্থায় দেখতে পান। এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স তাঁদের ফ্লাটে পৌঁছে দিলরুবাকে মৃত ঘোষণা করে। পরে পুলিশ লাশের সূরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে মর্গে নিয়ে যায়। আর মিসবাহুজ্জামানকে ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে আটক করে। তবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি আরো জানান, মানসিক বিপর্যয়ের কারণে স্ত্রী গলায় ছুরি চালাতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। হত্যার সাথে জড়িত থাকার প্রাথমিক কোনো আলামত পায়নি বলে মিসবাহুজ্জামানকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা তা এখনও পরিষ্কার নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় মাইল এন্ড ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শাহ আলম সাপ্তাহিক দেশকে বলেন, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন। এই দম্পতি বার্জেজ স্ট্রিটের ফ্লাটে সম্প্রতি মোভ করেছেন। মাইল এন্ড এলাকায় তারা খুব পরিচিত নন। তিনি মনে করেন, পুলিশের সুষ্ঠু তদন্তে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হবে।

জিএসসির নির্বাচনী ক্যাম্পেইন কমিটি গঠিত

গত ৬ ডিসেম্বর বুধবার গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের (জিএসসি) বিভিন্ন রিজিওনের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আসন্ন ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে ঘোষিত নির্বাচন ও বিজিএম উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা নর্থ ইস্ট রিজিওনের সাবেক চেয়ারপার্সন ও জিএসসি কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ার আব্দুর রকিব শিকদার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জিএসসি নর্থ ইস্ট, নর্থ ওয়েস্ট, দ্য নর্থ, স্কটল্যান্ড, সাউথ ওয়েলস, সাউথ ওয়েস্ট, সাউথ ইস্ট, ইস্ট এংলিয়্যার রিজিওনাল কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি অন্যান্য রিজিওনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের উপস্থিতিতে মত বিনিময় সভায় গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের আগামী নির্বাচন নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনার পর আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি শক্তিশালী নির্বাচনী ক্যাম্পেইন কমিটি গঠনসহ মতবিনিময় সভায় বিগত দিনের কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিশদ আলোচনার পাশাপাশি আগামীতে জিএসসির লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং জিএসসি দরদী প্রতিটি রিজিওনাল কমিটির নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী, যুগোপযোগী ও দক্ষ কমিটি গঠনের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সভায় এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাবনা ও সিনিয়র নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

জিএসসির গৌরবোজ্জল ইতিহাস ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি জিএসসিকে সকল প্রবাসীদের দাবি দাওয়া আদায়ে একটি কার্যকরী সংগঠনে পরিণত করতে জিএসসি প্রেমিক সকল রিজিওনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের সমন্বিত উদ্যোগে শীগ্রই এসব প্রচ্চাবনা ও পরামর্শ বাচ্চবায়নে কার্যকরী ভূমিকা নেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জিএসসির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাচ্চবায়নে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সত্য ও সুন্দরের পক্ষ্যের সকলের সমন্বিত উদ্যোগে জিএসসিকে একটি গতিশীল ও অনুকরণীয় সংগঠনে পরিণত করা হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জিএসসি কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারপার্সন নুরুল ইসলাম মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ার ও নর্থ ওয়েস্ট রিজিওনের উপদেষ্ঠা কমিটির সদস্য ছুরাবুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ার ও নর্থ রিজিওনের সভাপতি ফয়জুর রহমান চৌধুরী, নর্থ ইস্ট রিজিওনের সভাপতি এম এ মান্নান (ময়না), কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ার ও স্কটল্যান্ড রিজিওনের সভাপতি নুনু মিয়া, নর্থ ওয়েস্ট রিজিওনের সাবেক ভাইস চেয়ার ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৈয়দ মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রীয় কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি ও নর্থ ইস্ট রিজিওনের জেনারেল সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান রানা, সাউথ ওয়েলস রিজিওনের সাবেক চেয়ারপার্সন ও কেন্দ্রীয় কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ মকিস মনসুর আহমেদ, সাউথ ইস্ট রিজিওনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর এম মুজিবুর রহমান, নর্থ ইস্ট রিজিওনের ফাউন্ডার ভাইস চেয়ার মাহবুব নুরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নিজাম উদ্দিন, আশরাফ মিয়া, হারুনার রাশিদ, নর্থ ওয়েস্ট রিজিওনের চেয়ারপার্সন মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি এডভোকেট মীর গোলাম মোচ্চফা, সাউথ ওয়েলস রিজিওনের ভাইস চেয়ার আলহাজ্ব আসাদ মিয়া. স্কটল্যান্ড রিজিওনের ট্রেজারার লিটন আহমেদ, সাউথ ওয়েস্ট রিজিওনের ট্রেজারার সৈয়দ আখলাকুল আম্বিয়া রাবেল, নর্থ ইস্ট রিজিওনের ট্রেজারার সৈয়দ শহিরুল বারী, সাংগঠনিক সম্পাদক ময়নূল ইসলাম, জয়েন্ট সেক্রেটারি শিপন আহমেদ, সৈয়দ শরীফ আহমেদ, সান্ডারল্যান্ড শাখার সাবেক চেয়ারপার্সন আব্দুর রউফ (মইনুল ইসলাম), নিউক্যাসল ব্রাঞ্চের সভাপতি মোঃ আফসারুজ্জামান পারভেজ, সাবেক চেয়ারপার্সন হোসেন আহমেদ (ইনছাব আলী), সাউথ শিলড ব্রাঞ্চের চেয়ারপার্সন নূর আহমেদ কিনু, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সাউথ ইস্ট রিজিওনের কদর উদ্দিন, আব্দুর রহিম রঞ্জুসহ নর্থ ইস্ট রিজিওনের বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ।

জিএসসির বিভিন্ন রিজিওন, নর্থ ইস্ট রিজিওন ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন এনামুল হক চৌধুরী, জামাল সারওয়ার, আনর মিয়া, সুফী আহমেদ, আজিমুজ্জামান বকস, অলিউল ইসলাম মিঠু, মজিবুল হক শাহী, মিসবা তরফদার, এমদাদুল হোসাইন চৌধুরী, মুহিত আহমেদ, মোশাহিদ আহমেদ লস্কর, দিলাল চৌধুরী, আব্দুল মজিদ, হাজি তাজ উল্লাহ, ছালিক উদ্দিন আহমেদ, আলী রাজা, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ আসাদ মিয়া, আব্দুল মিয়া লিটন, আবুল কালাম আজাদ, শাফিউল আলম শাফিসহ প্রমূখ ।

‘বাংলাদেশি আইনজীবীরা সমাজে বিশেষ অবদান রাখছেন’

অনেক বছর এ স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে। তবে আমি জানতাম, স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্খা থাকলে তা অর্জন করা অসম্ভব কিছু নয়।

‘২৫ বছর আগে আমি যখন আইনজীবীদের সংগঠনে যোগ দেই তখন হাই কোর্টের একজন বিচারক হওয়া ছিল দুঃসাধ্য, অসম্ভব। কমিউনিটির সাধারণ অনেকের মতোই ছিল আমার অবস্থান।’ তাঁর বিচারপতি নিয়োগের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে আখলাকুর রহমান বলেন, ‘মেধার মূল্যায়ন সম্পর্কে ব্রিটিশ সিস্টেমের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। এর উপর ভিত্তি করেই আমি প্রথমে রেকর্ডার, কিউসি, ডেপুটি হাই কোর্ট জাজ এবং হাই কোর্ট জাস্টিসের আবেদন করি।’

সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশি সলিসিটর্স’ সাধারণ সম্পাদক সাইফ উদ্দিন খালেদের পরিচালনায় বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনটির সভাপতি সলিসিটর এহসানুল হক।

সভায় ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্রথম নারী বিচারপতি স্বপ্নারা খাতুন তাঁর বিচারক নিয়োগ হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ‘আমার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা-মার সঙ্গে যুক্তরাজ্যে আসি।’

‘ব্রিটিশ ল’ সোসাইটি’র সভাপতি জো ইগান বলেন, ‘একজন অভিবাসীর সন্তান হিসাবে আমিও আপনাদের কমিউনিটির বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি, যারা উন্নত জীবনযাপনের জন্য এদেশে এসেছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশি আইনজীবীরা সমাজে বিশেষ অবদান রাখছেন। তারা আইন সমিতিতে জাতিগত বৈচিত্র ও কৌশল উন্নয়নে সহযোগিতা করছেন।’ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাজ বেলায়েত হোসেন, মাসুদ ইকবাল, টনি বালড্রি, জেইন ম্যালকম ও বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের প্রবর্তক এনাম আলী এমবিই।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে জেএমজি’র ১৬তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

ব্যবসাকে তিনি জনপ্রিয় শুধু করেননি এটার যে একটি সফলতার সোপান হতে পারে সেটাও তিনি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, বিমানযাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্গো পরিবহণে সব সময় উন্নত সেবা দেয়ার প্রচেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবাসে যারা আছেন আপনারা বিমানের এ সেবা গুলো গ্রহণ করুন এবং মনির আহমদ বাংলাদেশী কমিউনিটিকে যে সকল ব্যবসার দিক প্রদর্শন করেছেন সেটা আপনাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাজমুল কাওনাইন, বাংলাদেশ হাই কমিশনের কমার্শিয়াল কন্সুলার মিসেস শরীফা খান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স’র কান্ট্রি ম্যানেজার (ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড) মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র জন বিগস, ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম ও স্পিকার কাউন্সিলর সাবিনা খাতুন।

বক্তারা জেএমজি এয়ার কার্গো দীর্ঘ ১৬ বছরে পথ পরিক্রমার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, জীবনে কিছু অর্জন করতে হলে মানুষকে উদ্যোমী এবং প্রত্যয়ী হতে হয়। প্রত্যয় এবং আকাঙ্খা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটার বাস্তব উদাহরণ মনির আহমদ। সততা বিশ্বস্থতা এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে উদ্যোমী একজন মনির আহমদ কার্গো ব্যবসাকে ব্রিটেনের মাটিতে শুধু জনপ্রিয়ই করেননি তিনি এই ব্যবসাকে একটি সফল ইন্ডাষ্ট্রিতে রূপান্তরিত করেছেন। দেশে রেখে আসা স্বজনকে কিছু পাঠাতে কিংবা প্রিয়জনকে কিছু দিতে হলে জেএমজি এক আস্থা এবং ভরসার নাম।

বক্তারা বলেন, ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্রিটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য একটি সফলতার উদাহরণ জেএমজি এয়ার কার্গো। সততা, বিশ্বস্থতা এবং কমিটমেন্ট একটি প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন ব্যক্তিকে সফলতার পর্যায়ে কিভাবে নিয়ে যেতে পারে সেটার বাস্তব উদাহরণ জেএমজি এয়ার কার্গো। জেএমজি কার্গো এখন বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছে একটি হাউজহোলড নাম উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, ব্রিটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির সফলতার উদাহরণ অনেক বিশাল। কারি ব্যবসা করে একটি জাতির খ্যাদ্যাভাস পরিবর্তন করে দিয়ে কারি ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা সফলতার যে উদাহরণ তৈরী করেছেন সেটা যেমন এখন একটি সফলতার নাম, তেমনি কার্গো ব্যবসা নামে একটি ব্যবসা চালু করে ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের নতুন এবং জনপ্রিয় একটি ব্যবসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে জেএমজি এয়ার কার্গো।

বক্তারা বলেন, গ্রাহকের প্রত্যাশা পূরণের পাশাপাশি আপনজনদের সাথে ভালোবাসার সেতুবন্ধন তৈরী করে দিতে সকল ব্যবসা এবং গ্রাহকসেবামূলক প্রতিষ্ঠার নাম জেএমজি এয়ার কার্গো। বক্তারা বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্ম যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে বাস্তব কোন প্রদর্শক দেখতে চায় তবে আমাদের উচিত মনির আহমদকে সামনে তুলে ধরা। বক্তারা মনির আহমদ এবং জেএমজি এয়ারকার্গোর সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাজমুল কাওনাইন বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রবাসীরা ব্রিটেনে সফলতার এক একটি উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। ব্যবসা, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানবকল্যাণে ব্রিটেনে বাংলাদেশের সন্তানরা তাদের সফলতার মাধ্যমে শুধু নিজেদের যোগ্যতাকে তুলে ধরছেন না, এর মাধ্যমে তারা একটি স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিকের যথার্থ পরিচয় তুলে ধরছেন। নাজমুল কাওনাইন জেএমজি কার্গোর সফলতা কামনা করেন এবং এ পথ চলায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশ হাই কমিশনের কমার্শিয়াল কন্সুলার মিসেস শরীফা খানম বলেন, জেএমজি কার্গো ব্যবসাকে ব্রিটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছে শুধু জনপ্রিয়ই করেননি, মনির আহমদ জেএমজির মাধ্যমে কার্গো প্রেরণকে যেমন সহজ করেছেন তেমনি তার ব্যবসাকে একটি হাউজহোলড ব্র্যান্ডে পরিণত করেছেন।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর কান্ট্রি ম্যানেজার (ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড) মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, জেএমজি এয়ারকার্গো ১৬ বছর পথ চলা বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য একটি বড় অর্জন। আমি আমার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে যেটা দেখছি সেটা হলো মনির আহমদ ব্যবসাকে সেবা হিসেবে দেখেছেন এবং তিনি তার সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেনিয়ে সফলতার এ পর্যায়ে এসেছেন। তিনি বলেন, মনির আহমদের মত বিশ্বস্থতা নিয়ে যারাই এমন ব্যবসায় আসবেন, বিমান তাদের পাশে থাকবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র জন বিগস বলেন, জেএমজির মতো জনপ্রিয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় থাকা আমার জন্য গর্বের বিষয়। ব্যবসা ক্ষেত্রে সফলতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ পালনে জেএমজির কর্ণধার মনির আহমদ আজকের নতুন জেনারেশনের জন্য একজন আইকন। মেয়র জন বিগস জেএমজির সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

জেএমজির সত্ত্বাধিকারী মনির আহমদ বলেন, ষোল বছর আগে যখন ব্যবসা শুরু করি তখন অনেক কষ্ট করেছি। জীবনের সোনালী সময়ের একটি মূহুর্ত পার করেছি পরীক্ষা এবং ত্যাগ স্বীকার করে। তবে প্রতিটি মূহুর্তে আমি আমার নিজের উপর আস্থা রেখেছি এবং সততা, বিশ্বস্থতা থেকে সরে যাইনি। বিশ্বাস রেখেছি নিজের উপর এবং কমিউনিটির মানুষের উপর। আল্লাহ আমার লক্ষ্যকে সফল করে দিয়েছেন। মনির আহমদ বলেন, জেএমজির সকল অর্জন মানুষের ভালবাসার অর্জন। তিনি কার্গো ব্যবসাকে জনপ্রিয় করতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, বিমান কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা না করলে এতোদূর এগিয়ে আসা সম্ভব হতো না। মনির আহমদ বলেন, জেএমজির পথ চলায় আমার প্রতিটি গ্রাহক, এজেন্ট, সাব এজেন্ট সবাই আমার ভালবাসা এবং নির্ভরতার প্রতীক। তিনি বলেন, জেএমজিকে এগিয়ে নিতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকর্তা, কর্মচারী এক একজন প্রহরীর মতো কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেএমজি এয়ার কার্গোর সিইও দিলারা খাতুন জেনী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাশ পাশা, গ্লোব এয়ার কার্গোর রিজারভেসন ম্যানেজার মিস্টার দুরা বাবা, চ্যানেল এস এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তাজ চৌধুরী, এটিএন বাংলার সিইও হাফিজ আলম বকস, চ্যানেল আই ইউরোপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী সুয়েব, এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসাইন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি মুহাম্মদ জুবায়ের, ক্যানারী ওয়ার্ফ গ্রুপের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর জাকির খান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র আব্দুল আজিজ সর্দার ও মতিনুজ্জামান, সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর ওহিদ আহমেদ, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর সাবেক প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমেদ, মাহতাব চৌধুরী, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরী, মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন ডিরেক্টর আবুল কালাম আজাদ, ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স সেক্রেটারি একাউন্টেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, কমিউনিটি এফেয়ার্স সেক্রেটারি ডক্টর সানোয়ার চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলর আয়াস মিয়া, নিউহাম কাউন্সিলের কাউন্সিলর আয়েশা চৌধুরী, নেটওয়ার্ক এয়ার লাইন্স এর সেলস ডিরেক্টর জন গিলফিটার, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী শাহ ফারুক আহমেদ, যুক্তরাজ্য সফররত দৈনিক সিলেটের ডাকের বিভাগীয় সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল মুকিত অপি, এটিএন বাংলা ইউকে’র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুফি মিয়া, লন্ডন টাইগার্স এর চেয়ারম্যান মিসবাহ আহমেদ, প্রবাসী বালাগঞ্জ-ওসমানী নগর এডুকেশন ট্রাস্ট এর সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মাসুদ আহমেদ, কাউন্সিলর আব্দাল উল্লাহ, হিল সাইড ট্রাভেলস এর সত্ত্বাধীকারী হেলাল খান, হ্যামলেট কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর জামাল আহমেদ, জেএমজির ম্যানেজার মাহমুদুল হাসান দুলাল, সাবেক ম্যানেজার কামরুল হাসান, হিউমান রাইটস কমিশন ইউকে’র চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ চৌধুরী, অটো সার্ভিস এর ডাইরেক্টর এএসএম মিসবাহ, মিডিয়া লিংক এর ডাইরেক্টর মুজিবুল ইসলাম, সলিসিটর লুৎফুর রহমান, জেএমজি বার্মিংহাম এর পরিচালক মইনুল ইসলাম খান, ম্যানচেস্টার পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসাইন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আহমেদ হোসাইন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর ডাইরেক্টর আব্দুল মোহাইমিন মিয়া, জেএমজির ম্যানেজার (অপারেশন) সুরমান আহমেদ প্রমূখ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জেএমজি এয়ার কার্গোর কমিউনিকেশন ম্যানেজার সাংবাদিক এনাম চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেএমজি হিথ্রো ব্রাঞ্চ ডিরেক্টর সামসাদুর রহমান রাহিন। পুরো অনুষ্ঠানটি লাইভ প্রচার করে অনলাইন টেলিভশন ‘এলবি টুয়েন্টি ফর টিভি’।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

জাঁকজমক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো এসবিবিএস'র এজিএম

'বাংলাদেশি আইনজীবীরা সমাজে বিশেষ অবদান রাখছেন'

দেশ ডেস্ক: বাবা রেস্তোরাঁয় কাজ করলেও তাঁর স্বপ্নপূরণে নিজের উচ্চাকাঙ্খা দিয়ে বর্তমান অবস্থানে এসেছেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত বিচারপতি আখলাকুর রহমান চৌধুরী।

গত ১১ ডিসেম্বর সোমবার লন্ডনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত আইনজীবীদের সংগঠন ' সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশি সলিসিটর্স' (এসবিবিএস) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'আমার বাবা রেস্টুরেন্টের একজন 'ওয়েটার' ছিলেন। তার ছিলো বিশাল স্বপ্ন, ছেলে একদিন বিচারপতি হবে।

পৃষ্ঠা ৩৯

বাংলাদেশ ভ্রমণে বৃটেন-অস্ট্রেলিয়ার সতর্কতা

দেশ ডেস্ক : বাংলাদেশে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক করেছে বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়া। দেশ দু'টির মতে, বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। বিজয় দিবসের মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোকে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদীরা হামলার সুযোগ খুঁজতে পারে।

পৃষ্ঠা ৩৮

লন্ডনে ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সভা

৮ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের উদ্যোগে সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালের জন্য ৮ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর ও নিউজ লেটার প্রকাশ উপলক্ষে এক সভা গত ১১

পৃষ্ঠা ৩৯

বিভিন্ন রিজিওনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

জিএসসির নির্বাচনী ক্যাম্পেইন কমিটি গঠিত

বৃটেনের বাংলাদেশ কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ সংগঠন গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইউকের (জিএসসি) একটি গতিশীল ও অনুপ্রেরণীয় রিজিওন নর্থ ইস্ট রিজিওনের নিউক্যাসলের সাউথ শিলডে ইন্ডিয়ান ব্রাসারি রেস্টুরেন্টে

পৃষ্ঠা ৩৯

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 • 0203 540 0940 • Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk